

(সচিত্র)

উৎকলের পঞ্চতীর্থ।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ রায় প্রণীত।

চন্দননগর নিবাসী

শ্রীসত্যচরণ ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত।

সন ১৩১৩ সাল। শকাব্দা ১৮২৮। ইং১৯০৬ খৃঃ।

মূল্য উত্তম বাঁধাই ১।০ টাকা। কাগজে বাঁধাই ১৲ টাকা।

কলিকাতা,
১৫ নং অদয়রাম বানার্জির লেনস্থ
রেকর্ডার প্রেসে
শ্রীনৃসিংহচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত

উৎসর্গ।

—:০:—



বিমলা-কমলানুসেবক দয়াদাক্ষিণ্যাদি স্বত্ব-গুণরত্নমণ্ডিত মহামহিমান্বিত শুভ্র-যশোধবলিতদিগন্তপ্রজারঞ্জক মহানুভব রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর শাস্ত্রপরিশীলনক পরমাশ্রয়-স্থানীয়েষু।

রাজন্!

ভবাদৃশ ধর্ম্মপ্রাণ সাত্ত্বিকগুণবিশিষ্ট রাজা অধুনা রাজকুলে অতি বিরল। ভবদীয় সত্ত্বগুণে স্বদেশ ও স্ববংশ অলঙ্কৃত ও প্রতিভান্বিত হইয়াছে। ভবাদৃশ ব্যক্তির পবিত্র নামে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থ উৎসর্গ করা উপযুক্ত বিবেচনায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ভবদীয় পবিত্র নামে উৎসর্গীকৃত হইল।



বিনীত

গ্রন্থকারস্য।






অবতরণিকা।

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীবাসুদেবায় নমঃ।

রত্নপ্রসূ ভারতভূমির তুল্য দেশ জগতে আর আছে কি না সন্দেহ। দেব-ভবন শীতাদ্রির সমুচ্চ শিখরদেশ হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত এবং বিশাল ভারতের পূর্ব্ব-প্রান্ত ত্রিপুরা হইতে পশ্চিম প্রান্ত দ্বারকা পর্য্যন্ত ভারতভূমির যেখানে যাইবেন, সেই স্থানেই আর্য্যদিগের পবিত্র তীর্থ-সকল দেখিতে পাইবেন। কেবল তীর্থ কেন, স্বভাবের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসম্পাদক সাগর, নদ, নদী, প্রস্রবন, গিরি, উপত্যকা মনোমুগ্ধকর বিবিধ ফলপুষ্পমণ্ডিত পাদপরাজিপরিশোভিত বন এবং উপবন নানাস্থানে বিরাজ করিতেছে এবং স্থাপত্য বিদ্যার পরিচায়ক পার্ব্বত্য গুহা, আশ্চর্য্য শিল্প-নৈপুণ্য-পরিপূর্ণ প্রাচীন দেবালয় ও হর্ম্মাদি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। জীবনে যাঁহারা এই সমস্ত দ্রষ্টব্য বিষয় সন্দর্শন করেন নাই, তাঁহারা কূপমধ্যস্থিত দ্বিজিহ্বের ন্যায় সংসার-কূপে জীবনাতিবাহিত করিতেছেন। দেশ-ভ্রমণে জ্ঞানের বিকাশ, মনের সঙ্কীর্ণতা দূর এবং মানসিক ও দৈহিক উন্নতি সাধিত হয়। ইহা কয়েক বৎসর পরিভ্রমণে আমরা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছি।

সমস্ত ভারতের কথা ছাড়িয়া দিউন; কেবল প্রকৃতির লীলা-ভূমি উৎকল প্রদেশ যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাও কতকাংশে জীবন চরিতার্থ করিয়াছেন। কারণ যে সকল নয়নাভিরাম দৃশ্যাদির বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইল, প্রায় তৎসমুদয়ই

উড়িষ্যায় বিদ্যমান আছে। অধিকন্তু পঞ্চোপাসকের পঞ্চ তীর্থ এই স্থানে বিরাজ করিতেছে। আমরা কতিপয় বন্ধু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ ও উৎসাহিত হইয়া অগ্রে উৎকলদেশের পঞ্চতীর্থের বিষয় প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুগণের মধ্যে পঞ্চোপাসনা প্রচলিত এবং পঞ্চ ধর্ম্মসম্প্রদায় বিদ্যমান আছে। উক্ত পঞ্চ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উৎকলের প্রধান পঞ্চক্ষেত্র—পুরী, ভুবনেশ্বর, কানারক্, যাজপুর এবং দর্পণ—অবলম্বনে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ উক্ত পঞ্চতীর্থে যাত্রিগণের দ্রষ্টব্য, জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য বিষয় সকল এই গ্রন্থে যথাযথ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। উপযুক্ত নেতা এবং পাণ্ডার অভাবে যাত্রিগণের দর্শনাদি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইবে বলিয়াই এবং তৎসহ আর্য্য হিন্দুগণের পঞ্চধর্ম্ম ও উৎকলের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে সাধারণের কিঞ্চিৎ অবগতি হইবে বলিয়াই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের অবতারণা।

উপসংহারে কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, এই কার্য্যে পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ প্রভৃতি সুহৃদগণ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

কলিকাতা সন ১৩১৩ সাল। শ্রাবণ।	বিনীত শ্রীযোগেন্দ্র নাথ রায়।

—o—

সূচিপত্র।

প্রথম অধ্যায়—পুরুষোত্তম ক্ষেত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—ভুবনেশ্বর।

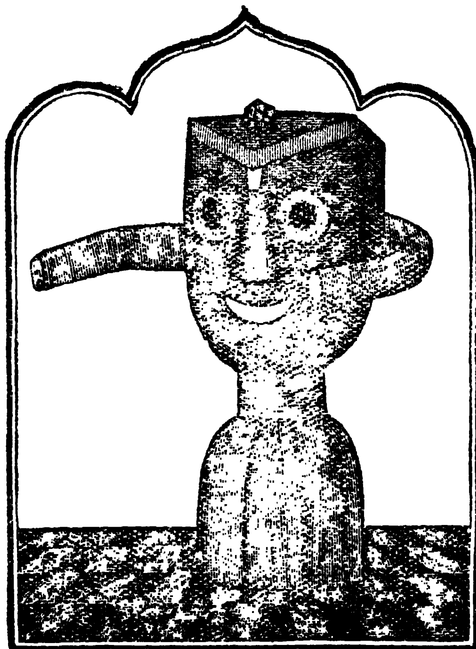
প্রথম পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় অধ্যায়—অর্কক্ষেত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অশুদ্ধ সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬।২৮	১৯।১৮	পরাস্থ	পরাস্ত
২২	১৮	দ্বারায়	দ্বারা
২৪	২	তাহার	তাঁহার
২৪	৯	পথমে	প্রথমে
২৪	৯	যাযপুরে	যাজপুরে
২৫	৯	শ্রবন	শ্রবণ
২৫	৯	করুণ	করুন
২৫	২৪	বাজপাই	বাজপায়ী
২৭	৩	রাজ্গণ	রাজাগণ
৩১	২০	করিলেন	করিল
৩২	১	করিয়াছিল	করিয়াছিলেন
৩৫	১	ভেতমণ্ডপ	ভেটমণ্ডপ
৩৫	৮	শাতলা	শীতলা
৩৬	৯।১৯	লাটমন্দির	নাটমন্দির
৪৯	১৪	অগ্রহায়ণ	অগ্রহায়ণ
৫৭	১৫	পুনজন্ম	পুনর্জ্জন্ম
৫৭	১৮	গ্রস্থ	গ্রস্ত
৬৫	১	ইহাতে	হইতে
৬৬	৩	পুরুষোতমসন্নিধৌ	পুরুষোত্তমসন্নিধৌ
৮৫	৬	বিরাজমান	বিরাজমানা
৮৬	১১	অস্তরায়	অন্তরায়
৯১	১	দ্বিজকর। বর	কর। দ্বিজবর
১০০	১৬	বসুন্ধরা	বসুন্ধরার



শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রতিমূর্ত্তি।

কপালে যে শ্বেতবর্ণ চিহ্ন দেখিতেছেন, উহা একখানি বহুমূল্য হীরক।



উৎকলের পঞ্চতীর্থ।

প্রথম অধ্যায়।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জগন্নাথদেবের পৌরাণিক বিবরণ।

উড়িষ্যায় যে পঞ্চ ধর্ম্মক্ষেত্র আছে, তন্মধ্যে পুরুষোত্তমক্ষেত্র বা জগন্নাথক্ষেত্র সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। ইহার অন্যতম নাম শ্রীক্ষেত্র, শঙ্খক্ষেত্র এবং পুরী। ইহা এক্ষণে একটি প্রধান বৈষ্ণবক্ষেত্র। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই, তখনও ভারতের নানা স্থান হইতে যাত্রিগণ পদব্রজে ও জলযানে গমন করত অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া এই মহাতীর্থ পরিদর্শনাভিলাষে পরাঙ্মুখ হইত না। এক্ষণে গমনাগমনের সে কষ্ট দূরীভূত হইয়াছে, লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হইয়াছে। পূর্ব্বে যাত্রা-

য়াতে একমাসের অধিক সময় অতিবাহিত হইত; কিন্তু এক্ষণে হাওড়া হইতে ১২।১৩ ঘণ্টায় পুরী পৌছান যায়। তখন সকল শ্রেণীর লোক শ্রীক্ষেত্র যাইত না এবং যাইবার সম্ভাবনা ছিল না। এক্ষণে সেই দুর্গম পথ সুগম হওয়ায় আবালবৃদ্ধবনিতা পর্য্যন্ত জগন্নাথদেবকে দর্শনার্থে প্রধাবিত হইতেছেন। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র সকলেই সহজে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইতেছেন। হাওড়া পর্য্যন্ত রেলপথ খুলিবার পর সন ১৩০৭ সালের ১৪ই পৌষ আমরা প্রথমবার পুরীধামে গমন করিয়াছিলাম। তখন কিন্তু এরূপ যাত্রীর সমাগম আমরা দেখি নাই। তাহার পর এখন পর্য্যন্ত আরও সাতবার তথায় গমন করিয়া তথাকার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক বিষয় ও অনেক পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিলাম।

শত শত দর্শক এই ক্ষেত্রে আসিতেছেন এবং জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দর্শন করিতেছেন, কিন্তু এতদ্‌সম্বন্ধে যে সকল পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত আছে, তাহা কয়জন অবগত আছেন? কয়জন তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন?

অশিক্ষিত পাণ্ডাগণের মুখবিনিঃসৃত অলীক কিম্বদন্তী শ্রবণেই অনেকের তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে, আর অধিক অনুসন্ধান করিতে আস্থা জন্মে না।

সাধারণ লোকে যে যেরূপ ধারণা করে করুক, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির এ সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব ও ইতিহাস অনুসন্ধান করা আবশ্যক

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এবং ইতিহাসবেত্তাগণ বলিতেছেন, ইহা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর তীর্থ এবং ধর্ম্মক্ষেত্র। পৌরাণিকেরা প্রতিপন্ন

করিতেছেন, ইহা হিন্দুর তীর্থ। পশ্চাল্লিখিত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক বিবরণ হইতে বিজ্ঞ পাঠক সহজেই সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারিবেন।

একটী অদ্ভুত কীর্ত্তি দর্শন করিলে স্বভাবতঃ, উক্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ কাহার কৃত এবং কত দিনের প্রতিষ্ঠিত, ইত্যাদি চিন্তা ও জানিবার বাসনা, দর্শকের মনে জাগিয়া উঠে।

ইন্দ্রদ্যুম্নের উপাখ্যান।

স্কন্দ, কুর্ম্ম ও নারদাদি পুরাণে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে রাজস্থানের অন্তর্গত মালবারের (বর্ত্তমান উজ্জয়িনী) রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক এই কীর্ত্তিধ্বজ উড্ডীন হইয়াছে; অত্রস্থ দেব-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত এবং সরোবরাদি খনিত হইয়াছে।

দর্শকগণ বা যাত্রিগণ সাধারণ পাণ্ডাগণের নিকট এই কিম্বদন্তী মাত্র শুনিয়া থাকেন। এই ধারণাই হিন্দুগণের মধ্যে প্রকৃত বলিয়া পরিগণিত হয়।

দ্বিতীয় অমরাবতীসদৃশ অবন্তিনগরে (বর্ত্তমান রাজস্থানের অন্তর্গত মালব দেশে) সত্যযুগে সূর্য্যবংশাবতংশ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। উক্ত রাজা ব্রহ্মার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ বলিয়া পুরাণে বিদিত। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ।

"আসীৎ কৃত যুগে বিপ্রা ইন্দ্রদ্যুম্ন মহানৃপঃ।
সূর্য্যবংশে সধর্ম্মাত্মা স্রষ্টুঃ পঞ্চম পুরুষঃ॥"

উৎকলখণ্ড, ৭ম অঃ।

উক্ত রাজা সর্ব্বগুণাকর ছিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় কেহ ছিল না। তাঁহার রূপের, ঐশ্বর্য্যের, বদান্যতার এবং যজ্ঞাদি ক্রিয়ার তুলনা দিবার কিছুই নাই।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন; কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন।

এক সময়ে তিনি সভাপণ্ডিতগণের সহিত দেবমন্দিরে অবস্থানকালে উপস্থিত পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এরূপ উত্তমক্ষেত্র কোথায় আছে, যেখানে চর্ম্মচক্ষু দ্বারা সাক্ষাৎ জগন্নাথদেবকে নিরীক্ষণ করা যাইতে পারে। তদনন্তর বহুতীর্থগামী এক ব্যক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে রাজাকে বলিতে লাগিলেন;—

"রাজন্নেকতীর্থানি ব্যাচারিষমহং প্রভো।
আশৈশবাৎ ক্ষিতিতলে শ্রুতান্যন্যৈশ্চতীর্থগৈঃ॥
ওড্রদেশ ইতি খ্যাতো বর্ষে ভারতসংজ্ঞকে।
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ক্ষেত্রং শ্রীপুরুষোত্তমম্॥
তত্র নীলগিরির্নাম সমন্তাৎ কাননাবৃতঃ।
তস্যোৎসঙ্গে কল্পবৃক্ষঃ সমন্তাৎ ক্রোশসম্মিতঃ॥
যস্য ছায়াং সমাক্রম্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি।
তস্য পশ্চাদ্দিশি খ্যাতং কুণ্ডং রৌহিণসংজ্ঞকম্॥
তৎপূর্ণং কারণাম্ভোভিঃ স্পর্শনাদেব মুক্তিদম্।
তস্যপ্রাক্ তটমাস্থায় নীলেন্দ্রমণিনির্ম্মিতা॥
তনুঃ শ্রীবাসুদেবস্য সাক্ষান্মুক্তি প্রদায়িনী।
তত্রকুণ্ডেতু যঃ স্নাত্বা দৃষ্টাতু পুরুষোত্তমম্॥

অশ্বমেধ সহস্রস্য ফলং প্রাপ্য বিমুচ্যতে।
তত্রাস্তে আশ্রমশ্রেষ্ঠঃ খ্যাতঃ শবরদীপকঃ॥
পশ্চিমায়াং দিশি বিভোর্বেষ্টিতঃ শবরালয়ৈঃ।
যস্মাদেক-পদীমার্গো যেন বিষ্ণ্বালয়ং ব্রজেৎ॥
যত্র সাক্ষাজ্জগন্নাথঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
জন্তুনাং দর্শনান্মুক্তিং যো দদাতি কৃপানিধিঃ॥

রাজা উক্ত বহুতীর্থগামী ব্যক্তির নিকট দক্ষিণসমুদ্রতীরে নীলগিরি পর্ব্বতোপরি নীলমাধবের এবং তদোৎসঙ্গস্থ কামবৃক্ষ ও রৌহিণ কুণ্ডের বিষয় শ্রবণ করিয়া সাতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া স্বীয় পুরোহিত-ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে পরমধার্ম্মিক ও উপযুক্ত ব্যক্তি জানিয়া ইহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ যথাবিধানে প্রেরণ করিলেন।

পরম বৈষ্ণব বিদ্যাপতি যথাবিধি যাত্রা পূর্ব্বক রথারোহণে যাইতে যাইতে কিছুদিন পরে সূর্য্যাস্ত সময়ে মহানদীতটে উপস্থিত হইলেন।

সেই রাত্রি তথায় যাপন করিয়া পরদিন নীলাচল সমীপে উপনীত হইলেন। নীলাচলের তাৎকালিক প্রাকৃতিক শোভা পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি সেই পর্ব্বতে আরোহণান্তর চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়াও পথ প্রাপ্ত হইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে পর্ব্বতের পশ্চাৎ ভাগে ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক মানবকণ্ঠের কথোপকথন শুনিয়া বিদ্যাপতি হৃষ্টচিত্তে তদনুসরণ করিয়া দেখিলেন, তথায় শবরজাতির বাসগৃহসকল বিদ্যমান রহিয়াছে। বিদ্যাপতি পরম-বৈষ্ণব শবরজাতিদিগের

সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করতঃ বদ্ধাঞ্জলি-পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে বিশ্বাবসু নামে একজন বৃদ্ধ শবর পূজাসমাপনান্তে গিরিমধ্য হইতে বিনির্গত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে বিপ্র! তুমি কোথা হইতে এবং কিরূপে এই দুর্গম অরণ্যে আসিলে? তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, তুমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর ও অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছ। অতএব কিয়ৎকাল এই স্থানে সুখে বিশ্রাম কর। এই বলিয়া শবর বিদ্যাপতিকে পাদ্য, অর্ঘ ও আচমনাদি দানে এবং বিনয়নম্র বচনে যথাবিধি অভ্যর্হিত করিলেন।

তৎপরে শবরাগ্রগণ্য বিশ্বাবসু তাঁহাকে অভ্যবহার্থে অনুরোধ করায় বিদ্যাপতি কহিলেন, যাবৎ আমি নীলমাধব হরিকে না দর্শন করিব, তাবৎ কিছুই আহার করিব না। এবং তিনি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক যে কারণে প্রেরিত হইয়াছেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। শবরপতি তদনন্তর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইন্দ্রদ্যুম্নের আগমন সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি স্মরণ করিয়া বিদ্যাপতিকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া অতি সঙ্কীর্ণ, দুর্গম, কণ্টকাবৃত এবং অন্ধকারময় পথে চলিলেন। কিয়ৎক্ষণ গমনপূর্ব্বক বিশ্বাবসু আগন্তুক বিদ্যাপতিকে রৌহিণ কুণ্ড, অক্ষয় বটবৃক্ষ এবং নীলমাধবাখ্য সাক্ষাৎ জগন্নাথ দেবকে দর্শন করাইলেন। বিদ্যাপতিও ভক্তি গদগদচিত্তে প্রহৃষ্ট-মনে স্তুতিপাঠপূর্ব্বক জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিলেন।

বিদ্যাপতি জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিয়া এরূপ আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, তিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শ্রমজনিত দুঃখ কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই। তদনন্তর শবরশ্রেষ্ঠ

পরম বৈষ্ণব বিশ্বাবসু বিপ্রশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতিকে লইয়া স্বগৃহাভিমুখে চলিলেন। সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে তাঁহারা গৃহে উপস্থিত হইলেন।

বিশ্বাবসু অন্নাদি বিবিধ ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা অতিথি সৎকার করিলেন। বিদ্যাপতি অরণ্য মধ্যে শবর জাতির গৃহে এরূপ নৃপতিযোগ্য উপচার প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। পরে যখন তিনি শুনিলেন যে, ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রত্যহ নীলমাধবের পূজার নিমিত্ত এস্থলে আগমন করেন এবং জগৎপতির সেই সকল নির্ম্মাল্য উক্ত দেবগণ প্রদত্ত, তখন তাঁহার বিস্ময় দূরীভূত হইল।

স্কন্দ পুরাণান্তর্গত উৎকলখণ্ডে বিদ্যাপতির জগন্নাথ দর্শন সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপে আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে শবরদুহিতা ললিতার সহিত বিদ্যাপতির বিবাহের কোন উল্লেখ নাই। স্থানীয় অন্যান্য গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শবরের ললিতা নাম্নী কন্যার সহিত বিদ্যাপতির পরিণয় হয়; তাহার পর ললিতার যত্নে শবর অনিচ্ছাসত্বেও বিদ্যাপতিকে গুপ্তভাবে (চক্ষে বস্ত্র বাঁধিয়া) লইয়া নীলমাধব দর্শন করাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, এইরূপে বিদ্যাপতি ইন্দ্রদ্যুম্নাভিলষিত কার্য্য সমাধাপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তৎসন্নিধানে, যথাযথ সমস্ত বর্ণন করিলেন। তচ্ছ্রবণে ইন্দ্রদ্যুম্ন পুলকিতান্তঃকরণে পুরুষোত্তম যাত্রা করিতে এবং তথায় নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়া, তাঁহার যাত্রার পূর্ব্বে তিনি সকল শ্রেণীর প্রজাবর্গকে তথায় প্রেরণ করতঃ পশ্চাৎ নারদসহ রথারোহণপূর্ব্বক শুভলগ্নে শুভক্ষণে চতুরঙ্গ সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া

স্বয়ং যাত্রা করিলেন। রাজমহিষী ও পুরনারীগণও পরিচারিকা-বেষ্টিত হইয়া পৃথক ২ রথারোহণে অনুগমনে আদিষ্ট হইলেন।

যথাকালে তাঁহারা নীলপয়োধিতটস্থ নীলাচল সমীপে উপনীত হইলেন। তদনন্তর বিদ্যাপতি পথপ্রদর্শনপূর্ব্বক পুর্ব্বোক্ত বটবৃক্ষ-মূলে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে লইয়া গিয়া দেখিলেন যে, "নীলমাধব ও রৌহিণকুণ্ড তথায় নাই। বিশ্বাবসু কর্ত্তৃক লুকায়িত হই. য়াছে বিবেচনা করিয়া রাজানুচরগণ তাহাকে ধৃত করিয়া আনিবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইল। এমন সময় দৈববাণী হইল;— "অগ্রে নীলাচলোপরি আমার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ব্রহ্মাকে স্বর্গ হইতে আনয়ন পূর্ব্বক সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা কর, তৎপরে তুমি আমার দর্শন পাইবে।"

ইন্দ্রদ্যুম্নও দৈববাণী অনুসরণ পূর্ব্বক মন্দির নির্ম্মাণার্থে যত্নবান হইলেন। তিনি অগ্রে জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বাতি নক্ষত্রে দ্বাদশী তিথিতে শ্রীশ্রীনরসিংহদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। জগন্নাথ দেবের বর্ত্তমান মন্দির হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে এক্ষণে একটী নরসিংহদেবের মন্দির আছে।

তদন্তর তিনি মহাসমারোহে সহস্রাশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিলেন। যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর ও নরপতিগণ আহুত হইয়া সেই যজ্ঞে আগমন করিয়াছিলেন।

যজ্ঞারম্ভের সপ্তম রাত্রিতে চতুর্থযামার্দ্ধে রাজা স্বপ্নে দেখিলেন যে, একটী সুপল্লবিত নয়নাভিরাম তরু শ্বেতদ্বীপ হইতে আসিতেছে। বৃক্ষোপরি-শঙ্খ চক্র-গদাপদ্ম-পরিশোভিত চতুর্ভুজ ভগবান নীল মূর্ত্তিতে আবির্ভূত। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে একত্রীকৃত-সহস্রচন্দ্রমাকিরণ-জিনিয়া রূপ-বিশিষ্ট অনন্তদেব

বিরাজিত। উভয়ের মধ্যস্থলে সৌম্যমূর্ত্তি ধারিণী লক্ষ্মীদেবী। তাঁহার বাম পার্শ্বে সুদর্শন চক্র। এতদ্দর্শনে রাজা অত্যন্ত পুলকিত চিত্তে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ সম্পন্ন হইবার কালে সংবাদ আসিল যে, একটী অদ্ভুত তরু ভাসিতে ভাসিতে সমুদ্রতীরে বর্ত্তমান "চক্র তীর্থ" নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। তখন নারদের মুখে সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া রাজা যজ্ঞের পূর্ণাহুতি সম্পন্ন করিলেন। তৎপরে নারদসহ সমুদ্রতটস্থ দ্রুমরূপি ভগবান সন্নিধানে গমন ও তাঁহাকে দর্শনান্তর, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত নীলমাধব অদর্শনজনিত দুঃখ দূরীভূত হইয়া অপার আনন্দ মনোমধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। অনন্তর যথাবিধানে বৃক্ষটী বেদীর উপর স্থাপনপূর্ব্বক নারদ কর্ত্তৃক সমভ্যর্চ্চিত হইল। কোন্ ব্যক্তির দ্বারা ইহার গঠন কার্য্য হইবে এইরূপ কথোপকথনকালে অন্তরীক্ষ হইতে দৈববাণী হইল যে,—"সম্মুখস্থ শস্ত্রহস্ত বৃদ্ধ পুরুষ দ্বারা দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাও।" নির্ম্মাণ না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ যেন ইহা দর্শন না করে।

বৃদ্ধরূপী স্বয়ং ভগবান পঞ্চদশ দিবস মধ্যে স্বীয় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। উৎকলখণ্ড রচয়িতা দেব মূর্ত্তির যেরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান মূর্ত্তির সহিত আদৌ মিলে না বলিলেও অন্যায় উক্তি হয় না।

অন্যান্য গ্রন্থে জগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মূর্ত্তি সম্বন্ধে যে কৈফিয়ৎ দেওয়া আছে, তাহা অনেকেরই জানা থাকায় এস্থলে তাহার আর উল্লেখ করিলাম না।

তদনন্তর শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। দিবাকর মেষ রাশিগত হইলে পুষ্যানক্ষত্রাশ্রিত পঞ্চমী

তিথিতে শুক্রবাসরে শুভলগ্নে মাহেন্দ্রক্ষণে মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইল। তজ্জন্য অলুনশালী বা বকুলমালা পর্ব্বত হইতে রাশি রাশি প্রস্তরখণ্ড কূর্ম্মপৃষ্ঠে আনিত হইতে লাগিল। কোটী কোটী মুদ্রা নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যয়িত হইল।

দেবমন্দির নির্ম্মিত হইলে মহর্ষি নারদ পূর্ব্বোক্ত দেবতাত্রয়কে মন্দিরস্থ বেদির উপরে স্থাপন করিয়া পূজা ও অর্চ্চনা করিলেন। তদনন্তর নারদ ব্রহ্মলোকে গমনেচ্ছা করিলে নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার অনুগমনে অনুমতি প্রার্থনা করেন। ঋষিবর তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। অতএব উভয়ে রথারোহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুপদে চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোকাদি নানালোক পরিভ্রমণ করতঃ অতঃপর সত্যলোকে উপনীত হইলেন। যখন তাঁহারা ব্রহ্মলোকে উপনীত হইলেন, তখন সৃষ্টিকর্ত্তা, ব্রহ্মর্ষিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছিলেন; দ্বারদেশে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ দর্শনাভিলাষে দণ্ডায়মান ছিলেন কিন্তু নারদকে দেখিবামাত্র দৌবারিক দ্বার ছাড়িয়া দিল। নারদ পিতার আদেশক্রমে জীবন্মুক্ত পরম বৈষ্ণব নৃপবর ইন্দ্রদ্যুম্নকে ব্রহ্মার সন্নিধানে লইয়া গেলেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন কৃতাঞ্জলিপুটে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করতঃ নারদাদিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলেন। সর্ব্বান্তর্যামি ব্রহ্মা সমস্ত অবগত থাকিলেও ইন্দ্রদ্যুম্নের সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন অতি বিনয় নম্র বচনে কহিলেন, নীলাচলে প্রভুর আজ্ঞানুসারে মন্দির নির্ম্মাণ হইয়াছে। এক্ষণে আপনাকে সেই মন্দির প্রতিষ্ঠার্থে শুভাগমন করিতে হইবে।

ব্রহ্মা কহিলেন তোমরা, পদ্মনিধি, ব্রহ্মর্ষিগণ এবং ইন্দ্রাদি দিকপালগণ সহ তথায় যাত্রা কর, আমি পরে যাইতেছি। তিনি ইন্দ্রদ্যুম্নকে কহিলেন যে, তুমি যে সময় এই সত্যলোকে আসিয়াছ, তাহার মধ্যে দ্বিতীয় মন্বন্তরকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু তুমি তাহা অবগত হইতে পার নাই। তোমার সন্ততি পরম্পরায় বংশাবলীর কেহই নাই। যে সকল নৃপতিকে মর্ত্ত্যে রাজত্ব করিতে দেখিয়া আসিয়াছিলে, তাহারও কেহ জীবিত নাই। সেইহেতু তোমার এই কার্য্যের সাহায্যার্থ দ্রব্যসম্ভার আয়োজন নিমিত্ত এই পদ্মনিধিকে এবং দিকপালগণকে তোমার সহিত প্রেরণ করিতেছি। তদনুসারে তাঁহারা সকলেই ধরাধামে আগমন পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠার সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ব্রহ্মা আসিয়া দেবমন্দির যথাযথ নিয়মে প্রতিষ্ঠা এবং স্তব ও আরাধনা করিলেন। তাহার পর তাঁহারা রথ যাত্রাদির এবং অন্যান্য উৎসবসমূহের বিধি প্রদান পূর্ব্বক সত্য-লোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহাই পুরাণের সংক্ষিপ্ত ইতি-বৃত্ত; কালসহকারে ইহা স্থানীয় লেখকের লেখনীতে নানারূপ ধারণ করিয়াছে।

যখন ইন্দ্রদ্যুম্ন মর্ত্ত্যে পুনরাগমন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, গাল নামে এক রাজা মর্ত্তে রাজত্ব করিতেছেন। নৃপতি গাল ইন্দ্রদ্যুম্নের মন্দির প্রতিষ্ঠার বিষয় শ্রবণ করিয়া সসৈন্যে যাত্রা করিলেন, কিন্তু পরে ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট আমূল সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্নও নৃপবর গালকে পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত জানিয়া তাঁহার উপর সমস্ত ভারার্পণ করিলেন।

বংশাবলী গ্রন্থানুসারে ইন্দ্রদ্যুম্নের ব্রহ্মলোকে অবস্থিতির কাল এক শতাব্দী। যে সময়ে তিনি সত্যলোকে ছিলেন, সেই সময় মধ্যে তন্নির্ম্মিত দেবমন্দির জলধির জলপ্লাবনে ক্রমে ক্রমে বালুকা মধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়। ঐ সময়ে সুদেব, বসুদেব এবং শ্রীপতি যথাক্রমে উৎকলে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। তৎপরে যখন মাধব নামে রাজা উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

নরপতি মাধব একদা মকর দশমী তিথিতে সভাসদসহ সমুদ্রে স্নানে গমন করেন। তাঁহার অনুচরবর্গ মন্দিরের শীর্ষস্থিত "নীল চক্র" দেখিয়া তাঁহাকে তদ্বিষয় বিদিত করাইলেন। রাজাজ্ঞানুসারে তাহা দীর্ঘকাল খননের পর দেউলমূল বাহির হইল। তাহাতে তিনি ইহা তাঁহার কোন পূর্ব্ব পুরুষের নির্ম্মিত অনুমান করিয়া তাহাতে দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন এবং তাহার রক্ষণার্থ দৌবারিক নিযুক্ত হইল। এমন সময়ে ব্রহ্মাসহ ইন্দ্রদ্যুম্ন রথারোহণে নীলাচলোপরি অবতরণ করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন দেখিলেন যে, তাঁহার কৃত দেবমন্দির পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে, কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। নৃপবর মাধবানুচরগণের দ্বারা নিষিদ্ধ হইলেও তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মাসহ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজসন্নিধানে এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া তথায় উপস্থিত হন। "মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে উভয়ে নানারূপ বাক্‌বিতণ্ডার পর ইন্দ্রদ্যুম্ন যে প্রকৃতপক্ষে মন্দির প্রতিষ্ঠাতা, তাহাই প্রতিপন্ন হইল। রাজা মাধব মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে তাঁহার নাম "গাল মাধব" বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বংশাবলী গ্রন্থে জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি গঠন সম্বন্ধে নিম্নবর্ণিত আখ্যায়িকা লিখিত আছে। ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নে দেখেন যে, ভগবান বিষ্ণু তাঁহাকে বলিতেছেন,—"সমুদ্রতীরে আমি তোমাকে দারু-ব্রহ্মরূপে দর্শন দিব।" নিশাবসানে রাজা সমুদ্রতটে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন যে, বাঁকি মোহনায় (বর্ত্তমান চক্রতীর্থ সন্নিধানে) ভগবান দারুব্রহ্মরূপে ভাসিতেছেন। বহু লোক-লস্কর আনাইয়া তাহা তুলিতে বা স্থানান্তরিত করিতে না পারায় এবং সমস্ত দিবসের যত্ন ও চেষ্টা বিফল হওয়ায় বিষণ্ন মনে তিনি প্রত্যাগমন করিলেন। নিশাযোগে পুনরায় স্বপ্নে ভগবান তাঁহাকে বলিলেন যে, "সেই বসু-শবর ও তুমি যদি আমাকে মস্তকে লইয়া আইস, তাহা হইলে আসিব। নচেৎ আর কেহই আমাকে আনিতে সমর্থ হইবে না।" পরদিন বসু-শবরকে অরণ্য হইতে আনাইয়া উভয়ে দারু-ব্রহ্মকে মস্তকে উত্তোলন পূর্ব্বক মন্দির সম্মুখে আনয়ন করিলেন।

তৎপরে ছদ্মবেশী ভগবান বৃদ্ধ সূত্রধররূপে দেব গঠন জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশকালে রাজাকে এই সত্য করাইলেন যে, একবিংশতি দিবস মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। কিন্তু পঞ্চদশ দিবসের দিন ইন্দ্রদ্যুম্নের পট্টমহিষী গুণ্ডিচা দেবী দেব-দর্শনের জন্য অত্যন্ত কাতর হওয়ায় এবং আগ্রহ প্রকাশ করায় রাজা মন্ত্রিকে এ বিষয় জানাইলেন। মন্ত্রী সত্য লঙ্ঘনে নিষেধ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা তিন জনে মন্দির-দ্বারে উপনীত হইলে ভিতরে কোন শব্দ শুনা গেল না। তখন রাজা মন্ত্রীবাক্য উপেক্ষা করতঃ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন, হস্ত-পদ-বিহীন জগন্নাথ বুদ্ধরূপে সিংহাসনোপরি বিরাজ করিতেছেন।

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম মিশ্রিত করিয়া এই আকারে আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের কি মত এবং এতদ্ সম্বন্ধে তাঁহাদের ইতিহাস কি বলিতেছে, তাহা অনুসন্ধান না করিলে, প্রকৃত তত্ত্ব কখনই অবগত হইতে পারা যাইবে না। আমরা অতঃপর বৌদ্ধদিগের অভিমত প্রকাশ করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধমত।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব সম্বন্ধে বৌদ্ধগণ ও প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ কি বলেন এবং বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে উক্ত দেবতা সম্বন্ধে কিরূপ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে আমরা পাঠকগণের নিকট প্রকাশ করিতেছি। শুদ্ধোদন-তনয় শাক্যসিংহের বিষয় অতি অল্প লোকের অবিদিত আছে। যে পরম যোগীর পদ্মাসনাসীন-ধ্যান-নিমগ্ন সৌম্যমূর্ত্তির আলেখ্য প্রত্যেক গৃহের শোভা সম্পাদন করিতেছে, সেই ধর্ম্মবীর রাজ্যসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা দ্বারা মানবের মুক্তির উপায় আবিষ্কার করতঃ অশীতিবর্ষ বয়সে কুশীনগরে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। বুদ্ধদেবের অমানুষিকী শক্তি, তাঁহার শিষ্যগণের এবং তদানীন্তন নরপতিগণের মধ্যে অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ব্বাণের পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, তাঁহার দেহান্তে তাঁহার বাম পার্শ্বের একটী দন্ত সংরক্ষিত হইবে। তদনুসারে বুদ্ধদেবের ক্ষেম নামক জনৈক প্রধান শিষ্য বামদিকের একটী

দন্ত উত্তোলন পূর্ব্বক পরম ধার্ম্মিক কলিঙ্গাধীপ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন। তিনি স্বীয় রাজধানীতে বিশেষ সম্মান ও সমারোহ পূর্ব্বক উক্ত দন্ত প্রতিষ্ঠা করেন। যে স্থানে উক্ত পবিত্র দন্ত সংস্থাপিত হয়, তাহা দন্তপুর নামে অভিহিত হইয়াছিল। (১) অনেকে বলেন যে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রই প্রাচীন দন্তপুর। কিন্তু পুরাতত্ত্ববিৎগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতান্তর দৃষ্টিগোচর হয়। স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের মতে বালেশ্বর ও মেদিনী-পুরের মধ্যবর্ত্তী দাঁতন নামক স্থানটীই প্রাচীন দন্তপুর। অনেকেই এবং আমারাও এই মতের পক্ষপাতী; বুদ্ধদেবের দেহান্তের পর এই স্থানেই সর্ব্বাগ্রে বুদ্ধদন্ত সংরক্ষিত হইয়াছিল, তৎপরে পুরীধামে স্থানান্তরিত হয়। সাধারণ জনশ্রুতি হইতেও এই আভাষ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সাধারণ প্রবাদ এই যে, জগন্নাথ দেব আসিবার কালীন এই স্থানে অবস্থিতি করেন এবং মুখ প্রক্ষালন ও দন্তধাবন করিয়া ছিলেন। দন্তপুর হইতেই দাঁতন নাম উদ্ভব হইয়াছে, একথা সহজেই বিশ্বাসযোগ্য।

রাজা ব্রহ্মদত্ত, তাঁহার পুত্র কাশী এবং প্রপৌত্র সুনন্দের রাজত্বকালে উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার হয়। পালিভাষায় "দাঁত বংশ" নামক গ্রন্থে অলৌকিক বুদ্ধদন্তের ও বৌদ্ধরাজাগণের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

(১) বুদ্ধদেবের কেশ সংগ্রহপূর্ব্বক ব্রহ্মদেশের প্রধান নগর রেঙ্গুনস্থ একটী অতি প্রাচীন ও অতি উচ্চ সুবিখ্যাত মন্দির মধ্যে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই মন্দির Shway Dagon Pagoda. বলিয়া খ্যাত। ইহার উচ্চতা ৩৭০ ফিট, প্রায় লক্ষটাকার সুবর্ণের দ্বারা ইহার উর্দ্ধদেশ মণ্ডিত। ইহাতে একটী তিন শত মণ ওজনের ঘণ্টা আছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী অনেক রাজার নামই ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মগধাধিপতি রাজাধিরাজ অসাধারণ গুণসম্পন্ন পরমদয়ালু শ্রীধর্ম্মাশোকের নাম সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার এবং জগতবাসীর নিকট অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

অশোকের গুণ গৌরবের কথা, অশোকের উদারতার বিষয় এবং তাহার ধর্ম্মার্থে জীবনোৎসর্গের সবিশেষ বৃত্তান্ত ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই জানা আছে। তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

মগধের সম্রাটগণের অধীনে উড়িষ্যার রাজন্যবর্গ বহুবর্ষ রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। প্রায় পঞ্চদশশত বর্ষ অতীত হইল প্রাচীন পাটলিপুত্রের অন্তর্গত জম্বুদ্বীপস্থ মহারাজাধিরাজ পাণ্ডু নামক একজন হিন্দুসম্রাটের অধীনে গুহশিব নামে একজন রাজা উড়িষ্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন। গুহশিবও প্রথমে হিন্দু ছিলেন। এক দিবস রাজা গুহশিব বৌদ্ধগণের দন্তোৎসব (রথযাত্রা) দর্শনে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের অতুলনীয় মহিমা শ্রবণে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মদ্রোহী ব্রাহ্মণ সভাসদগণকে উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত করেন। এই সময় হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম পাশাপাশি যাইতেছিল; কেহ কাহাকেও সম্পূর্ণরূপে পরাস্থ করিতে পারে নাই। ইহা তৃতীয় শকাব্দের ঘঠনা। গুহশিবের বৌদ্ধধর্ম্মদ্রোহী সচিববর্গ তৎকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া মহারাজ পাণ্ডু সকাশে গুহশিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে, হিন্দু সম্রাট পাণ্ডু তাঁহার অধীনস্থ একজন সামান্য রাজার এতাদৃশ ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার অধিনস্থ আর একজম রাজাকে সৈন্যসামন্ত সহ গুহশিবের বিরুদ্ধে যাত্রা

করিতে আদেশ করিলেন; এবং গুহশিবকে ও তাঁহার উপাস্য "দন্ত"টী সমভিব্যাহারে আনিতে আদেশ করিলেন।

তদনুসারে সৈন্যাধ্যক্ষ চৈতন্য কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ এবং অবরোধ করিলেন। কিন্তু গুহশিবের উদার হৃদয় অনর্থক নর-শোণিতে দেশ প্লাবিত না করিয়া আক্রমণকারী সম্রাট প্রতি-নিধির নিকট উপঢৌকন সহ উপনীত হইলেন এবং তাহাকে মিত্রভাবে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন। চৈতন্য গুহশিবের সৎ-ব্যবহারে প্রীত ও চমৎকৃত হইলেও কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহাকে সম্রাটের আজ্ঞালিপি প্রদর্শন করিলেন। অমানুষিকগুণসম্পন্ন গুহশিব অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে তাহা পালন করিতে সম্মত হইলেন।

ধর্ম্মের কি অপার মহিমা! যে হৃদয়ে ধর্ম্মবহ্নি একবার প্রজ্জ-লিত হইয়াছে, সে হৃদয়ে পাপ প্রবেশ করিতে কখনই সক্ষম হয় না। যে ব্যক্তি প্রকৃত ধার্ম্মিক, যাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মের সার পদার্থ নিহিত আছে, তিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন তাঁহার হৃদয়ের একটী অনির্ব্বচনীয়া আকর্ষণি শক্তি উপলব্ধি করিতে পারা যায়। গুহশিবের মধ্যে ও সেই শক্তি নিহিত ছিল। গুহশিব, চৈতন্য ও তাঁহার অনুচরবর্গকে বুদ্ধ-দন্ত প্রদর্শন এবং তাহার অতুলনীয় মহিমা বর্ণন করিলে তাঁহারা দন্তের মোহিনী শক্তিতে মোহিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিয়দ্দিন পরে চৈতন্য ও গুহশিব বুদ্ধ-দন্ত সহ বন্ধুভাবে, কর্ত্তব্যানুরোধে, সম্রাটাদেশ প্রতিপালন হেতু, পাটলিপুত্র নগরে উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ পাণ্ডু সেই দন্ত ধ্বংসার্থে বিবিধ চেষ্টা করিয়া অকৃত-কার্য্য হইলেন। অবশেষে তিনিও সেই দন্তের মোহিনী শক্তিতে

মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সেই "দন্ত" স্থাপনার্থে সুবৃহৎ একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন এবং স্বীয় সাম্রাজ্য "দন্তের" নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল তাঁহার সেবায় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন; তিনি গুহশিবকেও যথাযোগ্য উপহার এবং সম্মান প্রদান করিতে ক্রটী করেন নাই।

পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধ দন্তের অলৌকিক মোহিনী শক্তি ও মহিমার বিষয় অবগত হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা "দাঁতবংশ" নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

স্বস্তিপুরপতি রাজা ক্ষীরধার পাণ্ডুর নিকট বুদ্ধ-দন্ত চাহিয়া পাঠান, কিন্তু তিনি তাহা প্রদানে অস্বীকৃত হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু সংগ্রাম ক্ষেত্রে ক্ষীরধার পাণ্ডু কর্তৃক নিহত হন।

কিছু কাল পরে মহারাজ পাণ্ডু কাল গ্রাসে পতিত হইলেন এবং গুহশিবও বুদ্ধ-দন্ত দন্তপুরে আনয়ন পূর্ব্বক পুনরায় যথা-স্থানে স্থাপন করিলেন।

ইত্যবসরে মালব দেশের জনৈক রাজকুমার বুদ্ধদন্ত দর্শনাভি-লাষে দন্তপুরে আগমন করেন। রাজা গুহশিব সেই রাজ-কুমারকে অতিশয় রূপগুণসম্পন্ন ও ধার্ম্মিক দেখিয়া—তাঁহার পরম রূপবতী কন্যা হেমমালাকে অর্পণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহাকে দন্ত-মন্দিরের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন।

উক্ত রাজকুমারের প্রকৃত নাম কি তাহার উল্লেখ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে দন্তের অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া এবং তাঁহার দ্বারা দন্ত সিংহলে স্থানান্তরিত হওয়ায় তাঁহাকে দন্ত-কুমার আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল।

এই মালব দেশাধিপতি রাজকুমারই পুরাণে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেকের এই বিশ্বাস এবং ধারণা।

ক্ষীরধার সংগ্রামে পাণ্ডু কর্তৃক নিহত হইলে তাঁহার ভ্রাতৃ-ষ্পুত্রগণ প্রবল একদল সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক দন্তপুর আক্রমণ করতঃ গুহশিবকে বলিলেন;—বুদ্ধদন্ত আমাদিগকে অর্পণ করুন, নতুবা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হউন।

রাজা গুহশিব এই ভীষণসংবাদ প্রাপ্তে স্বীয় পত্নী, দুহিতা ও জামাতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন আমি যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলাম, আমার মৃত্যু কিম্বা পরাজয় হইলে রাজ্ঞী ছদ্মবেশে মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। আর জামাতাকে বলিলেন তুমি তোমার পত্নী সহ বুদ্ধদন্ত লইয়া পরম সৌগত সিংহলরাজ মহাসেনের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

কি রাজা, কি ভিক্ষুক, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধার্ম্মিক কি পাষণ্ড কেহই কালের হস্তে নিস্তার পান না। সময় উপস্থিত হইলে কাল সকলকেই সংহার করিবে। তদন্তর বুদ্ধভক্ত গুহশিব যুদ্ধক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক যুদ্ধে নিহত হইলেন। এদিকে দন্তকুমার ও হেমমালা তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া—গোপনে ছদ্মবেশে তাম্রলিপ্ত হইয়া অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া সিংহল যাত্রা করিলেন। সিংহলে পৌঁছিয়া শুনিলেন রাজা মহাসেন কালকবলে কবলিত। শ্রীমেঘবাহন রাজাসনে বিরাজ করিতেছেন। যাহা হউক তাঁহারা তথায় সাদরে গৃহিত হইলেন; এবং সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বুদ্ধ-দন্ত স্থাপন করিলেন।

২৩২ শকাব্দে দন্তকুমার ও হেমমালা সিংহলে উপস্থিত হয়েন। ইহা প্রায় ১৬ শত বৎসরের কথা।

তদবধি বুদ্ধদন্ত সিংহলেই রহিলেন। দন্তকুমার ও হেমমালা জীবনের শেষভাগ তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

কিছুকাল দন্তপুরে অরাজকতা ও অত্যাচার হইতে লাগিল; পরে পুনরায় হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়ের সন্তোষজনক কার্য্যের দ্বারা দারুময়ী জগন্নাথ মূর্ত্তিকে মন্দিরে স্থাপন করিলেন। বৌদ্ধদিগের "মাল মসলা" দ্বারা জগন্নাথ দেবের সৃষ্টি হইল। উড়িষ্যার ইতিহাস লেখক ৺প্যারিমোহন আচার্য্য তাঁহার গ্রন্থের ৪৭ পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে ইহা বলিয়া গিয়াছেন। অপিচ একমাত্র অন্নসত্র ও জাতিনির্ব্বিশেষে প্রসাদ বিতরণ ও ভক্ষণ তাহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঐতিহাসিক বিবরণ।

এতাবৎকাল যে সকল ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা অনেকটা তমসাচ্ছন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

উড়িষ্যার জাতীয় ইতিহাস "মান্দলা পঞ্জিকার" মতানুসারে নিম্নের ঘটনাবলী প্রকটিত হইতেছে। ইহাই প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বলিয়া জানিতে হইবে। যযাতী কেশরীর সময় হইতে জগন্নাথ মন্দিরে দৈনিক ঘটনাবলী তালপত্রে লিপিবদ্ধ হয়, উহাকে মাদলা পাঞ্জী কহে। ৩৯৬ শকাব্দে মহারাজ যযাতি কেশরী, উৎকলের রাজদণ্ড ধারণ করিলেন। তাহার কিছুকাল পরে

যযাতি কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এবং স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি ও মন্দির অনুসন্ধান জন্য পুরীধামে গমন করেন। তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বলেন যে জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি সোনপুর গোপালী নামক স্থানে রক্ত-বাহুর আক্রমণ কাল হইতে প্রোথিত আছে।

অদ্যাপি সেই মূর্ত্তি তথায় ভূগর্ভে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তচ্ছ্রবণে মহারাজ লোক-লস্কর সমভিব্যাহারে তথায় যাত্রা করিয়া বহু অনুসন্ধানের পর সেই স্থানটী বাহির করিলেন। একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ দ্বারা সেই স্থানটী আচ্ছাদিত ছিল। সেই বৃক্ষটীকে সমূলে উৎপাটন করিয়া একটী প্রস্তরাধার হইতে বিকৃত ও জীর্ণ দেবমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তাহা আনয়ন পূর্ব্বক দয়িতা পতির বংশধরগণকে রত্নপুর প্রদেশ হইতে অনুসন্ধান পূর্ব্বক আনয়ন করিলেন। পরে তাহাদের পরামর্শানুসারে যযাতি অরণ্য হইতে দারু আনাইয়া জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক (পূর্ব্ব মন্দির জীর্ণ ও ভগ্ন হওয়ায় সেই স্থানে) এক নবমন্দির প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ সকল দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন ; এবং সেবা ও পূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ পুরীর চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি দেবোত্তর স্বরূপ প্রদান করিলেন। কোন মতে যযাতি বালুকারাশি অপসারিত করাইয়া ভগ্ন মন্দির মধ্য হইতে জীর্ণ মূর্ত্তি চতুষ্টয় প্রাপ্ত হন।

দ্বিতীয়বার জগন্নাথ প্রতিষ্ঠা করিবার কারণ যযাতি কেশরী "দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন" আখ্যা পাইয়াছিলেন।

৪০৯ শকাব্দ ৫ই শ্রাবণ যযাতি কেশরী কর্ত্তৃক জগন্নাথ দেবের দ্বিতীয়বার সংস্থাপন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। তাঁহার প্রচলিত

নিয়মানুসারে অদ্যাপি পূজাদি সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। যদিও মাঝে মাঝে তাহার সংস্কার হইয়া আসিতেছে কিন্তু প্রধান কার্য্যবিধি প্রায় সেইরূপই বর্ত্তমান রহিয়াছে। দ্বাদশ বৎসর অন্তর শ্রীমূর্ত্তি সকল পুনরায় নূতন করিয়া গঠিত হইয়া থাকে।

যযাতি কেশরী অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবিশিষ্ট রাজা ছিলেন। তিনি কেমন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে হয় এবং কিরূপে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে স্ববশে আনিতে হয় সম্পূর্ণরূপে তাহা বুঝিতেন। তিনি বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর নবম অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। অপিচ দেবতা মূর্ত্তিনির্ম্মাণ, পূজা পদ্ধতি প্রায় সমস্তই বৌদ্ধমতানুসারে হইবার আদেশ দিলেন এবং উৎকল-বংশধরগণকে পাচকের ও পূজকের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং তৎসঙ্গে ব্রাহ্মণদিগকেও কতক কতক বিষয়ে অধিকার প্রদান করিলেন। বুদ্ধদেবের উদার নীতি অনুসারে সকল জাতি একত্রে তাঁহার প্রসাদ ভোজন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বৌদ্ধগণ হৃষ্টচিত্তে হিন্দুরাজার অধীনতা স্বীকার করিলেন। বৌদ্ধগণ—বুদ্ধ, ধর্ম্ম, ও সঙ্গ এই ত্রিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ কুসুমনিচয় দ্বারায় তাহা সুসজ্জিত করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। এজন্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ত্রিমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল। বৌদ্ধগণের প্রথানুসারে জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান বা সিংহদ্বার পূর্ব্বমুখীন্। হিন্দু দেবমন্দিরের কুত্রাপি এরূপ দৃষ্ট হয় না। ইহা সচরাচর দক্ষিণ ও পশ্চিমমুখীন হইয়া থাকে। এই সকলের দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে বর্ত্তমান জগন্নাথ দেব বৌদ্ধগণের দেবালয়ে স্থাপিত হইয়াছেন। পুরী

মন্দিরের সমস্ত বন্দবস্ত করিয়া দিয়া যযাতি কেশরী ভুবনেশ্বরে গিয়া তথায় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করতঃ বাস করিতে লাগিলেন।

যযাতি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ গোঁড়া শৈব হইয়াছিলেন। সুতরাং যযাতির পরলোকান্তে পুরীর মন্দীরের অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হইয়া আসিল। ললাটেন্দ্র কেশরী পুরীতে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে স্বনামখ্যাত একটী শিবস্থাপন করেন। কুণ্ডল কেশরী তথায় একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে মার্কণ্ডেশ্বর নামক শিব স্থাপন করেন (৭৫০ শকে)। মলয় কেশরী পুরীর সম্মুখস্থ নদীর উপরে আঠার নালা নামক সেতু প্রস্তত করিয়া দেন। (৯৭১ শকে)। যে কেশরী বংশ কালবশে নব অভ্যুদয় লাভ করিয়া উড়িষ্যার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন, কালধর্ম্মে আবার তাহা বিম্বের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল।

গঙ্গাবংশীয় রাজাগণ।

কেশরীবংশের তীরোভাব হইলে গঙ্গাবংশীয় রাজাগণ অর্থাৎ তমলুকের রাজাগণ উড়িষ্যা অধিকার করেন। এই বংশীয় রাজাগণের মধ্যে অনন্ত বর্ম্মা অতিশয় পরাক্রমশালী ও কীর্ত্তিমান নরপতি ছিলেন। তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি ধ্বজা বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী দেবী। তিনি ইহা স্থাপনপূর্ব্বক মহানদীর তিরস্থিত দান্দিগ্রাম, দেবীর পূজা ও সেবার ব্যয়নির্ব্বাহার্থে অর্পণ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে এই বংশে অহিরাম নামে এক রাজা রাজত্ব করেন।

অহিরাম তনয় স্বপ্নেশ্বর অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার ভগিনীপতি কলিঙ্গের প্রান্তস্থিত বরঙ্গলের চন্দ্রবংশীয় কাকতীয় উঢ়গঙ্গা নামক ভূপতির জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরাজ-রাজ দেব সিংহাসন অধিকার করিলেন। কিন্তু তিনিও কিছু-কাল রাজত্ব করিয়া অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনিয়ঙ্ক-ভীম দেব ১০৯৩ শকে উৎকলের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সাধারণতঃ অনঙ্গ-ভীম দেব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

অনিয়ঙ্ক-ভীম দেব প্রথমে যাযপুরে তৎপরে কটকের পশ্চি-মোত্তর প্রান্তস্থ বারবাটী নামক স্থানে স্বীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

তিনি অনেক দেশহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ৬০টী প্রস্তর নির্ম্মিত দেবমন্দির নির্ম্মাণ, ১৫২টী বাঁধা ঘাট নির্ম্মাণ, চল্লিশটী বাপী, এক কোটী পুষ্করিণী খনন এবং দশটী সেতু নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতিত ব্রাহ্মণ পরিপূর্ণ ৪৫০ খানি গ্রাম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কোন কোন লেখকের মতে তিনি ব্রহ্মহত্যা পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হেতু ঐ সকল কার্য্যে ব্রতী হন।

যাহা হইক অনঙ্গ-ভীম দেব একজন পরম সৌভাগ্যশালী নরপতি। একদিন জগন্নাথ দেব অনঙ্গ-ভীমকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন যে, আমার মন্দিরের অতি দুরবস্থা হইয়াছে তুমি এক-বার তথায় গিয়া স্বচক্ষে তাহা সন্দর্শন কর।

এই অনঙ্গ-ভীম দেবের রাজত্বকাল উড়িষ্যার সীমা এবং রাজস্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত দুইটী রাজবংশের

সংযোগই তাহার প্রধান কারণ। তদন্তর অনঙ্গ-ভীম দেব শৌর্য্যবীর্য্যে এবং পরাক্রমে উড়িষ্যার অদ্বিতীয় নরপতি হইয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

তিনি পূর্ব্বোক্ত স্বপ্ন দর্শনান্তর একদিন তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত রাজা, জমিদার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ লোকদিগকে শ্রীমন্দির সম্মুখে আহ্বান করিয়া বজ্রগম্ভীর শব্দে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে রাজকুমারগণ! ভূস্বামিগণ! রাজ্যশাসন, আয়-ব্যয়, সৈন্যদিগের বেতন, ধর্ম্মার্থে ব্যয় বিষয়ক আমি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছি, তাহা আপনারা শ্রবন করুণ। আমি যে উপদেশ প্রদান করিতেছি তাহাতে মনোনিবেশ করুণ। এই বলিয়া তিনি কেশরীবংশের রাজত্বের সীমা ও আয় প্রভৃতির সহিত বর্ত্তমান সময়ের আয়ের ও রাজত্বের সীমার আধিক্য প্রমাণ করিয়া দিলেন; এবং যে প্রচুর আয় হইয়াছে তাহা কিরূপে ব্যয়িত হইবে তাহার তালিকা প্রদান করিলেন। আপনারা আমার বন্দোবস্ত অবহেলা করিবেন না। আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে শাস্ত্রানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। আমার সর্ব্বপ্রধান উপদেশ এই যে রাজ্যশাসন কালে প্রজাদিগের প্রতি ন্যায়বান ও দয়ালু হইবেন। নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে কর আদায় করিবেন। আমি সৌভাগ্যবশতঃ যে প্রচুর অর্থ ও মণিমুক্তা লাভ করিয়াছি, তাহার কতকাংশ জগন্নাথদেবের উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ এবং সাজসজ্জায় ব্যয়িত হউক। ইহাতে আপনাদের কি অভিমত তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। উপস্থিত সকলেই ইহা একবাক্যে সমর্থন করিলেন।

তদনুসারে পরমহংস বাজপাই নামক জনৈক অমাত্যের

উপর মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যের ভারার্পণ হইল। এক কোটি টাকা এবং আড়াই লক্ষ মারমূল্যের মণিমুক্তা এই কার্য্যের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন যে ত্রিশলক্ষ টাকা ইহার নির্ম্মাণার্থে ব্যয়িত হইয়াছিল।

শকাব্দে রন্ধ্র শুভ্রাংশুরূপনক্ষত্রনায়কে।
প্রাসাদং কারয়ামাসানঙ্গভীমেন ধীমতা॥

রন্ধ্র=৯ ; শুভ্রাংশু=১ ; রূপ=১ ; নক্ষত্রনায়ক=১ ; অঙ্কস্য বামা গতি ইতি বচনাৎ ১১১৯ শকাব্দে উক্ত মন্দির অনঙ্গ-ভীমের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইহা রত্নবেদীর পশ্চাৎ ভাগে ক্ষোদিত আছে। যতদিন জগন্নাথদেবের এই মন্দির বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন অনঙ্গ ভীম দেবের নাম কেহ বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় দশহাজার যাত্রীর মধ্যে একজনও বোধ হয় অনঙ্গ-ভীম দেবের নাম শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ। সাধারণ পাণ্ডাগণের নিকট সাধারণ যাত্রিগণ কেবল ইন্দ্রদ্যুম্নের নামটী শুনিয়া থাকেন। অনভিজ্ঞ পাণ্ডাগণ স্ব স্ব কার্য্য ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য অধিকতর ব্যস্ত থাকেন।

রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলে সকলেই কীর্ত্তিমান ও যশস্বী হইতে পারেন না ; এবং সকলে সমান সুকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। নতুবা দেখুন না কেন স্বপ্নেশ্বর পিতৃরাজ্য পাইয়া কি করিয়া গেলেন? এবং শ্রীরাজরাজ দেব পিতার এবং শশুরের বিশাল রাজ্য পাইয়াই বা কি করিলেন?

আর একদিকে দেখুন ভ্রাতার শশুরের রাজ্য পাইয়া অনঙ্গ-ভীম দেব কিরূপ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সহিত রাজত্ব করিয়া এবং

অক্ষয় কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইয়া অশেষ সুখসম্ভোগ, সম্মান ও তৎসহ অমরত্ব লাভ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন।

গঙ্গাবংশীয় রাজগণ পরম ধার্ম্মিক ও বৈষ্ণব ছিলেন এবং অনঙ্গ-ভীম দেবের উত্তরাধিকারী নরপতিগণ সকলেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন এবং আপনাদিগকে পবিত্র দেবমন্দিরের "ঝাড়ুদার" বলিতেন। অপিচ শ্রীমন্দিরের এবং পুরিধামের উন্নতি সাধনে সবিশেষ যত্নবান থাকিতেন। অনঙ্গ-ভীমের পর গঙ্গাবংশীয় রাজগণের মধ্যে পুরুষোত্তম দেব অত্যন্ত যশস্বী ও পরম ভাগবত ছিলেন। ইহাঁদের রাজত্বকালে পূজাপদ্ধতির নিয়মের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন না হইয়া সচ্ছন্দে ও নির্ব্বিঘ্নে জগন্নাথ দেবের সমস্ত কার্য্য সমাধা হইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যের আগমন।

অনঙ্গ-ভীম দেবের মন্দির স্থাপন হইতে প্রায় ৩ শতাব্দী অতীত হইল। বাঙ্গালার নবদ্বীপে এই সময়ে এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হন। এই মহাপুরুষের নাম এক্ষণে পৃথিবীর কোন স্থানে অজ্ঞাত নাই। ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শচীদেবীর গর্ভে ও বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের ঔরষে উক্ত ধর্ম্মবীর জন্মগ্রহণ করেন। শচীনন্দন নিমাই অতি অল্প বয়সে অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা সর্ব্বত্র অতিশয় আদৃত হইয়া ছিলেন। তাঁহার লীলা সর্ব্বজনবিদিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সে সকলের পুনরুল্লেখ

এস্থলে অনাবশ্যক। তবে এইমাত্র এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে তৎকর্ত্তৃক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কাশ্মীরী কেশবের পরাজয়, মহাপাষণ্ড জগাই মাধাই ভ্রাতৃদ্বয়ের অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এবং ভগবান ভাবে শ্রীবাসের বিষ্ণু-খট্টায় অবস্থান প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা তাঁহাকে অনেকে মনুষ্য বলিয়া ধারণা করেন না।

জগন্নাথ-তনয় বিশ্বম্ভর ১৪৩১ শকে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তখন হইতে তাঁহার গুরুদত্ত নাম হইল, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণান্তর প্রথমে ৫ বৎসর বৃন্দাবনে অবস্থিতি করেন, পরে ১ দিনের জন্য দেশে আসিয়া পশ্চাৎ পুরীধামে গমন করেন। এখানে তাঁহার বাল্যের ন্যায়শাস্ত্রের গুরু অদ্বিতীয় পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

যত দিন ন্যায়শাস্ত্র জীবিত থাকিবে, এই বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নাম কেহ বিস্মৃত হইবেন না। ন্যায়ের গ্রন্থাভাবে যখন নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র ভাল করিয়া পড়া হইত না, তখন উক্ত বাসুদেব মিথিলায় গিয়া সমস্ত ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া পুনরায় নবদ্বীপে আইসেন। তখন হইতে মিথিলার ন্যায়ের একাধিপত্য চলিয়া যায়। সেই গুরুকে এক্ষণে শিষ্য ভক্তিরস প্রদান করিলেন। তর্কে পরাস্থ করিলেন। এতকাল গুরু যে শুষ্ক বিদ্যার আলোচনা করিতেছিলেন, তাহা এক্ষণে শিষ্যের সুন্দর যুক্তিপূর্ণ তর্কের দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি সুমীমাংসায় উপনীত হইয়া সার বস্তু লাভ করিলেন। এই সময়ে প্রতাপ রুদ্রদেব পুরীর রাজা ছিলেন; তিনি ও তাঁহার ভক্তি ও যুক্তিপূর্ণ তর্কে বশীভূত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। পুরী একটী প্রধান বৈষ্ণবক্ষেত্র, এস্থানে তাঁহার অনেক শিষ্য ও ভক্ত যুটিল।

পরমানন্দে নৃত্য ও সংকীর্ত্তনে বহুদিবস তিনি এই ক্ষেত্রে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার পরামর্শানুসারে রাজা জগন্নাথদেবের পূজার আধিক্য হ্রাস করিয়া বেশভূষার আড়ম্বর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় গীতগোবিন্দ পাঠের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। আর ও ভগবানের সহিত সাধকের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটী ভাবের অবতারণা করেন। প্রবাদ যে শ্রীচৈতন্যদেব কখনও মূলমন্দিরে প্রবেশ করেন নাই। যেখানে বর্ত্তমান মন্দিরের গরুড়-স্তম্ভ অবস্থিত এবং যেখানে দীপালোক প্রদান করা হয়, সেই স্থানে তিনি দণ্ডায়মান থাকিয়া করযোড়ে জগন্নাথাদির মূর্ত্তির দিকে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া থাকিতেন এবং তাঁহার নয়নাশ্রু বিগলিত হইয়া বক্ষস্থল ভাসাইয়া পদতলে পতিত হইত। দীর্ঘকাল ঐরূপ হওয়াতে যে প্রস্তরের উপর তিনি দণ্ডায়মান হইতেন তাহাতে তাঁহার পদচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে। সেই প্রস্তর খানি এক্ষণে শ্রীমন্দিরের উত্তরদিকস্থ দ্বারের প্রাঙ্গণ পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র মন্দির মধ্যে সংরক্ষিত।

এইরূপে প্রায় ১২।১৩ বৎসর এই মহাবৈষ্ণব ক্ষেত্রে মহানন্দে অতিবাহিত হইল। ১৪৪৯ শকে এক পূর্ণিমার রাত্রিতে সমুদ্রতীরে (স্বর্গ দ্বারের নিকট) গমন পূর্ব্বক পূর্ণ চন্দ্রের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে "ঐ আমার কৃষ্ণ" "ঐ আমার কৃষ্ণ" বলিয়া সমুদ্র গর্ভস্থ চন্দ্রছায়া ধরিবার নিমিত্ত ঝম্প প্রদান করিলেন। আর অমনি তাঁহার লিঙ্গ শরীর পঞ্চভূতাত্মক দেহ হইতে বহির্গত হইল। এই এক প্রবাদ। আর এক প্রবাদ যে ১৪৪৯ শকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অকস্মাৎ অদৃশ্য হয়েন।

শেষোক্তটীতে একটু একদেশদর্শিতা আছে বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হয়। কারণ তাঁহাকে ভগবানের অবতার প্রমাণ জন্য যেন ঐরূপ উক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহা তাঁহাদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা মাত্র। কারণ ভগবান যখন মনুষ্য ঔরসে জননীর গর্ভ্তে, শোণিত শুক্র অবলম্বনে দেহ ধারণ করিয়াছেন; তখন তিনি স্বয়ং ভগবান হইলেও কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং দেহীর নিয়মে তাঁহাকে তিনি স্বয়ং নিয়-ন্ত্রিত করিয়াছেন; তখন তাঁহার কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যাওয়া অসম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার বলিয়া পরিগণিত; তিনিও মৃত্যুকালে একটী মৃত্যুর কারণ অপেক্ষা করিয়া শায়িত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক চৈতন্যের অদর্শনে পুরী অন্ধকারময় হইল, নিরানন্দময় হইল এবং পুরীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সুখরবি অস্তমিত হইল। সমস্তই নিরানন্দময় বলিয়া প্রতীয়মান হইল; বৈষ্ণবগণ এক্ষণে আশ্রয়হীন-লতার ন্যায় ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কে আর সেরূপ জাতি নির্ব্বিশেষে প্রেম বিতরণ করিবে, এই চিন্তায় এক্ষণে পুরীবাসিগণ ম্রিয়মান।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কালাপাহাড়।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবের তিরোভাবের পর কিছুকাল নির্ব্বিঘ্নে জগন্নাথদেবের ক্রিয়া কলাপ সমাধা হইতে লাগিল।

জগতে কোন বস্তুই একভাবে চিরকাল থাকে না। ব্যক্তিগত, জাতিগত এবং দেশসম্বন্ধীয় ভাগ্য পরিবর্ত্তনশীল নিয়মের অধীন।

ইহা আবহমান কাল মানবের নয়ন সমক্ষে ঘটিতেছে। দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ জগন্নাথ দেবেরও সম্বন্ধে আমরা দেখিয়া আসিতেছি। জগন্নাথ দেবকে লইয়া কত বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলতা পাঠক দেখিতেছেন।

মোগল সম্রাট আকবার সাহের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে পাঠান জাতীয় সাহ রাজগণ বাঙ্গালায় রাজত্ব করিতেছিলেন। সোলেমান সাহের পুত্র দাউদ সাহ বাঙ্গালার শেষ পাঠান রাজা।

যখন বঙ্গদেশে সোলেমান রাজত্ব করেন তখন উড়িয়ার সিংহাসনে মুকুন্দদেব আসীন, এবং হস্তিনায় আকবার সাহ রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। পশ্চিম ভারত-প্রান্তে যখন আকবার সাহ যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত, তখন সোলেমান উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে তাহার ব্রাহ্মণ কুলদূষণ সেনাপতি রাজুকে (প্রকাশ্য নাম কালাপাহাড়) প্রেরণ করেন। রাজু মুকুন্দ দেবকে যাজপুরের নিকট সমরে হত্যা করেন। তদনন্তর দেব দেবীর মূর্ত্তি সকল নষ্ট করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হয়।

ইতিপূর্ব্বে পাণ্ডাগণ জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি চিল্কা হ্রদের তীরবর্ত্তী পারিকুদ নামক স্থানে ভূগর্ত্তে লুকায়িত রাখিয়াছিলেন।

কালাপাহাড় এই সংবাদ প্রাপ্তে তথা হইতে জগন্নাথ মূর্ত্তি উদ্ধার পূর্ব্বক হস্তী পৃষ্ঠে চাপাইয়া গঙ্গাতীরে আনিয়া তাহার দাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে উক্ত পাষণ্ডের দেহ হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল খসিয়া গলিয়া পড়িতে লাগিল এবং তৎক্ষণাৎ সেই দুর্বৃত্ত মৃত্যু মুখে পতিত হইল।

কালাপাহাড় যৎকালে শ্রীমুর্ত্তি লইয়া বাঙ্গালায় গঙ্গাতীরে আইসে তৎকালে বেসর মহান্তী ছদ্মবেশে তাহার অনুসরণ

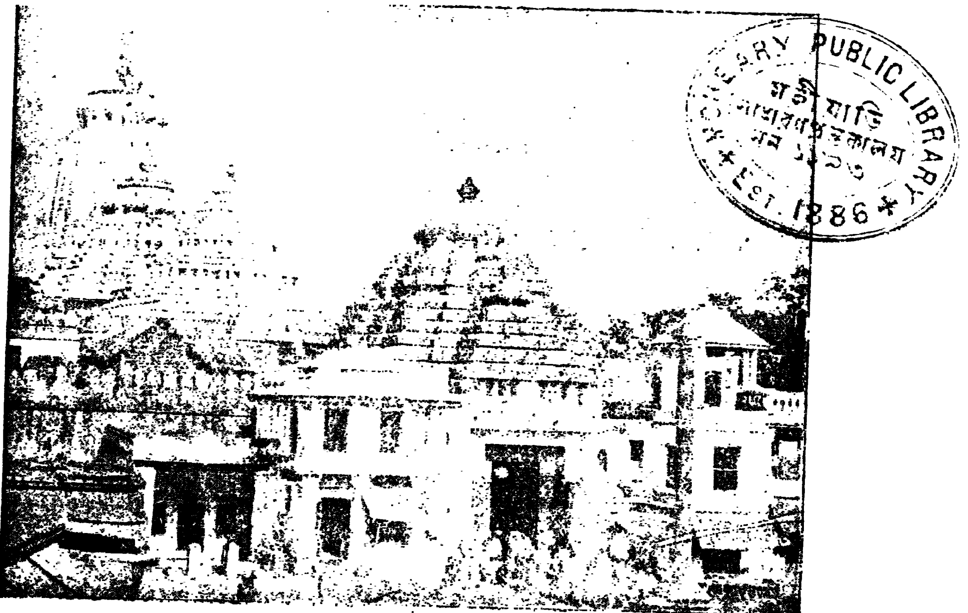
করিয়াছিল। জগন্নাথের অর্দ্ধদগ্ধ মূর্ত্তি যবনেরা জলে ফেলিয়া দিলে বেসর মহান্তী গোপনে ইহার অনুসরণ করতঃ কোন নিভৃত স্থানে তুলিয়া তাহা হইতে স্বয়ম্ভূ প্রদত্ত "ব্রহ্ম মণি" সংগ্রহ করিয়া সংগোপনে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কুজং দুর্গাধিপতি খাণ্ডায়তের নিকট তাহা অতি যত্নে সংরক্ষণ করেন। বিংশতি বৎসর কাল শ্রীমন্দির দেবতা শূন্য হইয়া থাকেন। তৎপরে খুড়দার রাজা রামচন্দ্র দেবের সময়ে "ব্রহ্মমণি" কুজং হইতে পুরিতে আনিত হয়। তখন পুনরায় নিম্বকাষ্ঠ দ্বারা নবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মোগল, মহারাষ্ট্র ও ইংরাজ।

তদনন্তর মোগলাধিকারের সময়ও দেবতাকে চিল্কাহ্রদের পরপারে জঙ্গল মধ্যে লুকায়িত রাখিতে হয়। খুড়দার রাজা বার্ষিক নবলক্ষ মুদ্রা যাত্রী-কর দিতে স্বীকার হইয়া পুনরায় যথা স্থানে দেবতা স্থাপন করেন। মোগল সম্রাটদিগের পর মহারাষ্ট্রীয়গণ উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শাসনকালে প্রজাগণের প্রতি অত্যাচরের বিষয় লিখিত থাকিলেও জগন্নাথ দেবের উপর কোনরূপ বিশেষ অত্যাচার হয় নাই।

১৮০৪ খৃ উড়িষ্যা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের হস্তে আইসে। প্রথমে শুনা যায় ইংরেজ কোম্পানি যাত্রীদের নিকট শুল্ক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন; পরে যে কারণে হউক তাহা উঠাইয়া দেন এবং খুড়দা পতিকে জগন্নাথ দেবের সমস্ত ভার অর্পণ করেন।



পুরীর শ্রীমন্দির (বহিঃ দৃশ্য) ৬৬ পৃঃ

তদবধি জগন্নাথ দেব নিশ্চিন্ত মনে নির্ব্বিঘ্নে "দুবেলা দুমুটো" আহার করিয়া কালযাপন করিতেছেন। আর ইংরাজ রাজপুরুষদিগকে শত শত আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

এতাবৎ পাঠকগণকে কেবল জগন্নাথ দেবের অতীত জীবনের ব্যাপারাদিতে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলাম। তৎসম্বন্ধে এবং পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অন্যান্য দ্রষ্টব্য বিষয় সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছুই বলা হয় নাই। এক্ষণে সেই সকল বিষয় ক্রমান্বয়ে পাঠকগণের নিকট প্রকাশ করিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্রীমন্দির-বিবরণ।

শ্রীমন্দির সমুদ্রতীর হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে নীলাচলের উপরে অবস্থিত। নীলাচল একটী ক্ষুদ্র পাহাড় কুড়ি ফিট মাত্র উচ্চ। মন্দিরের ৪টী দ্বার আছে। প্রধান বা সিংহ-দ্বার পূর্ব্ব মুখে। সুতরাং পশ্চিম মুখ হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। সিংহ-দ্বারের সম্মুখে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ আছে তাহাকে অরুণ-স্তম্ভ বলে। ইহা ৩৫ ফিট উচ্চ। ইহা কোনার্ক হইতে আনিত হইয়া এই স্থানে প্রোথিত হইয়াছে।

উত্তর দিকের দ্বার হস্তিদ্বার নামে, দক্ষিণ দিকের দ্বার অশ্ব দ্বার নামে এবং পশ্চিম দিকের দ্বার খাঞ্জাদ্বার নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পশ্চিমদ্বার ব্যতিত সকল দরজার দুই পার্শ্বে নামানুযাইক মূর্ত্তি সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে সুউচ্চ, সুপ্রশস্ত ও (ল্যাটারাইট) প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত "মেঘনাদ" নামক প্রাচীর মন্দিরকে সুরক্ষিত করিতেছে। ইহার

উচ্চতা ২৪ ফিট এবং প্রস্থ ২২ ফিট। ইহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৬৮৭ ফিট ও উত্তর-দক্ষিণে ৬৬৬ ফিট ' দরজা গুলি এত উচ্চ যে বারণ পৃষ্ঠস্থ বরগুকোপরি উপবেশন পূর্ব্বক মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। সিংহ-দ্বারের ছাদ দর্শন করিলেই "পিরামিড" আকারে নির্ম্মিত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ইহা কারুকার্য্য বিশিষ্ট কৃষ্ণ ক্লোরাইট প্রস্তরে গঠিত। যেমন দরজা তদুপযুক্ত কপাট। দ্বারদেশে জয় ও বিজয়ের মূর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। পুরাণজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই জয় বিজয়ের ইতিহাস জানা আছে বিষ্ণু মন্দিরের সম্মুখে উক্ত মূর্ত্তিদ্বয় সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্য। সিংহ-দ্বারে প্রবেশ করিয়া বাম দিকে শ্রীকাশী বিশ্বনাথ ও শ্রীরাম চন্দ্র মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তদনন্তর দ্বাবিংশতী সিঁড়ির প্রস্তরময় ধাপ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় প্রাকার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়। এই স্থানেই আনন্দ বাজার আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানের দরজা অতিক্রম করিয়া অন্তর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হয়। এই বিস্তৃত দরজার দুই পার্শ্বে আনন্দ-লাড়ু আদির পণ্যবীথিকা সজ্জিত রহিয়াছে।

এই অন্তর্প্রাঙ্গণ পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৪০০ ফিট ও উত্তর-দক্ষিণে ২৭৮ ফিট। বহির্প্রাঙ্গণে অনেক ছোট বড় মন্দির ও গৃহাদি আছে। পূর্ব্বাদি দিকের বহির্প্রাঙ্গণে যে সকল দ্রষ্টব্য বিষয় আছে তাহার তালিকা নিম্নে ক্রমান্বয়ে প্রদত্ত হইতেছে।

বামভাগে,—১। নূতন রন্ধনশালা * ২। ভাণ্ডারগৃহ ।৩। একা-

* এই রন্ধনশালা একটী সুদীর্ঘ ও সুপ্রসস্থ গৃহ ; তন্মধ্যে বৃহদাকারের বহু উনানের উপরে এককালে শত শত রন্ধন-পাত্র চাপাইয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইতেছে। এই গৃহের চতুর্ত্রিংশৎ কেন নির্গমনের পথ আছে, তন্মধ্য দিয়া কেন

দর্শীগৃহ।৪। গঙ্গা যমুনা কূপদ্বয়। ৫। ময়দা কল। ৬। ভেতমণ্ডপ। ৭। কৃষ্ণ। দক্ষিণভাগে,—৮। আনন্দ বাজার (এই স্থানে মহা-প্রসাদ বিক্রয় হয়)। ৯। স্নানবেদি। ১০। চাহনিমণ্ডপ (ইহাতে বসিয়া লক্ষ্মী দেবী স্নানোৎসব দর্শন করেন)। উত্তরদিকে,—১১। মহাদেব। ১২। ঈশানেশ্বর; উদীচ্য দ্বার দিয়া অন্তর্প্রাঙ্গণে প্রবেশ দ্বারের বামভাগে মৃত্তিকার ভিতর প্রোথিত; মন্দিরের চূড়া মাত্র ঊর্দ্ধে, অবশিষ্ট ভূগর্ব্তে। ১৩। লোকনাথ। ১৪। শাতলা। ১৫। উত্তরায়ণ। ১৬। মহাবীর। ১৭। রাধাকৃষ্ণ। ১৮। মহাদেব। ১৯। বৈকণ্ঠপুরী—(এখানে স্নানোৎসবের পর দেবমূর্ত্তি চিত্রিত হইয়া থাকে; তাহাকে নবযৌবন উৎসব বলে; ইহার পশ্চিমদিকস্থ চত্বরে দেবের কলেবর প্রস্তুত হয়)। ২০। কূপ। পশ্চিমদিকে;—২১। শিব। ২২। শিব। ২৩। চন্দ্রনারায়ণ। দক্ষিণদিকে;—২৪। পঞ্চমুখ হনু-মান। ২৫। নৃসিংহ। ২৬। শিব। ২৭। শিব। পূর্ব্বোক্ত মন্দিরাদির বিষয় যাহা বলা হইল তাহা বাহির প্রাকার ও অন্তর প্রাকারের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। অতঃপর অন্ত-প্রাঙ্গণে সন্নিবিষ্ট দেবদেবীর কথা বলিতেছি।

নির্গত হইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ বাঁধান পয়ঃপ্রণালীতে পতিত হইয়া "ফেন নদীর" আকার ধারণ করিয়াছে। পাকক্রিয়া জন্য গঙ্গা যমুনা নামক দুই পার্শ্বের দুই কূপ হইতে শত শত লোক বারি উত্তোলনে নিযুক্ত। সেই প্রকার নানা স্থানে লোক সকল ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ব্রতী। পাকশালা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য ইহার মধ্যে ভিন্ন গৃহে সম্পন্ন হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রহিয়াছে। ভোগের সময় উপস্থিত হইলে ভারে করিয়া শত শত লোক ভোগ লইয়া মধ্যবর্ত্তী দরজা দিয়া ভোগমণ্ডপে উপস্থিত হয়

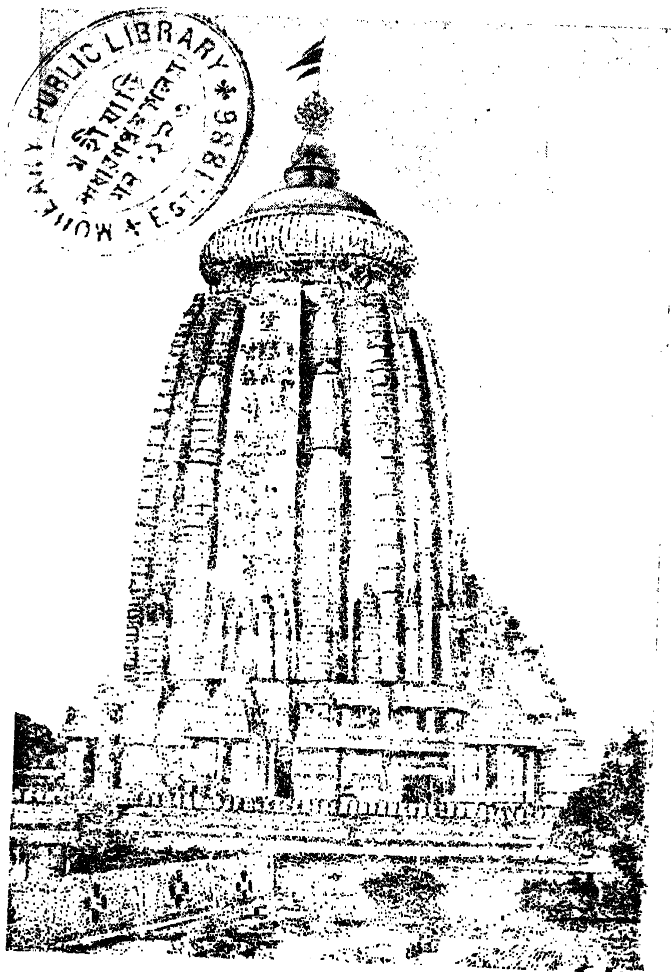
এই প্রাঙ্গণের মধ্য স্থলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রধান মন্দির এবং চতুষ্পার্শ্বে নানা দেবদেবীর ছোট বড় মন্দির আছে। পাঠকের অবশ্য স্মরণ আছে বর্ত্তমান শ্রীমন্দির অনিয়ঙ্ক-ভীম দেবের সময়ে নির্ম্মিত। সুতরাং ইহা সাত শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। এক্ষণে ইহার পুনঃ সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত মন্দির চারি ভাগে বিভক্ত। পশ্চিম ভাগে মূলমন্দির যাহার মধ্যে রত্নবেদীর উপর জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্র সমাসীন। তাহার পর জগমোহন, তাহার পর লাটমন্দির এবং তৎপরে পূর্ব্বদিকে ভোগমন্দির; শেষোক্তটীতে অনেক কারুকার্য্য উৎকীর্ণ আছে।

দরজার উপর সুন্দর নবগ্রহমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। ইহার চারিদিকে চারিটী প্রবেশ দ্বার। ইহাতে অন্নভোগ হয় এই জন্য ইহার ভিতরে যাইবার যাত্রিগণের নিষেধ আছে, ইহার দীর্ঘপ্রস্থ ৫৮ × ৫৬ ফুট।

ভোগমণ্ডপ অপেক্ষা নাটমন্দির দীর্ঘ-প্রস্থে এবং উচ্চতায় অধিক। কিন্তু ইহাতে কোন বিশেষ কারুকার্য্য দৃষ্টিগোচর হইল না; কেবল মাত্র গরুড়স্তম্ভের নিকট শেষ নাগোপরি নারায়ণ মূর্ত্তি প্রাচিরে উৎকীর্ণ। ইহার উচ্চতা ১২০ ফিট। মূল মন্দিরের দীর্ঘ-প্রস্থ প্রায় লাট মন্দিরের মত অর্থাৎ ৮০ ফিট; কিন্তু ইহার উচ্চতা ১৯২ ফিট। সুতরাং ইহা অনেক দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

এক্ষণে অন্তর প্রাঙ্গণ মধ্যে অপরাপর যে সকল দেব দেবীর মন্দির আছে তাহাই নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

পূর্ব্বদিকে,—১। চৈতন্য। ২। রাধাশ্যাম। ৩। যানাদির



শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মূল মন্দির।

দক্ষিণ পার্শ্বের আভ্যন্তরিক দৃশ্য —

ভাণ্ডারগৃহ। ৪। প্রাচীন-রন্ধনশালা। ৫। রাধাকৃষ্ণ। ৬। বদরি নারায়ণ। উত্তরদিকে—৭। কৃষ্ণ। ৮। পটলেশ্বর। ৯। জগন্নাথ। ১০। সূর্য্য। ১১। সূর্য্য নারায়ণ। ১২। রাধাকৃষ্ণ। ১৩। রাধাকৃষ্ণ।

পশ্চিমদিকে—১৪। লক্ষ্মী। ১৫। সরস্বতী। ১৬। মাখন-চোরা। ১৭। গোপীনাথ। ১৮। বড় গণেশ। ১৯। রথযাত্রা সময়ের বস্ত্রাদি রাখিবার ভাণ্ডার গৃহ। ২০। রাধাকৃষ্ণ। ২১। রাধাকৃষ্ণ। দক্ষিণ দিকে—। ২২। রোহিণী কুণ্ড। ২৩। বিমলা। ২৪। ভুষণ্ডিকাক। ২৫। গণেশ। ২৬। চন্দন গৃহ। ২৭। নৃসিংহ। ২৮। মুক্তি মণ্ডপ। ২৯। ক্ষেত্রপাল। ৩০। সূর্য্য। ৩১। বটেশ্বর। ৩২। মার্কণ্ডেয়। ৩৩। মঙ্গলা। ৩৪। বটকৃষ্ণ। এক্ষণে পাঠক দেখিতে-ছেন এক জগন্নাথ দেবের মন্দিরে প্রায় সমস্ত দেব দেবিরই আবির্ভাব হইয়াছে।

মধ্যস্থলে সুবৃহৎ মন্দির, নাটমন্দিরাদি এবং চতুর্দ্দিকে এত দেব দেবীর মন্দির সত্ত্বেও মধ্যস্থানে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ পতিত রহিয়াছে। অনেক সময় তাহাতে ভক্তগণ ও যাত্রিগণ কেহ শয়ন কেহ উপবেশন পূর্ব্বক আরাম করিয়া থাকেন; এবং সময়ে সময়ে সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় দলে দলে নৃত্য গীত করিতে করিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করেন।

দক্ষিণ-দ্বারে প্রবেশ করিয়া বিস্তৃত প্রাঙ্গণ; তাহার দক্ষিণ ভাগে নিতাই-গৌর মন্দির; তাহার পার্শ্বে রন্ধনশালায় যাইবার অন্যতম পথ।

নিম্নে ক্ষেত্রাধিপতি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রভৃতি দেবতাত্রয় রত্ন-

বেদীর উপর আসীন আছেন। যাঁহারা স্বচক্ষে এই বেদী দর্শন করেন নাই, তাঁহারা ইহার প্রকৃত ধারণা করিতে অক্ষম। ১৬ ফিট দীর্ঘ ৩ ফিট প্রস্থ এবং ৪ ফিট উচ্চ এক খণ্ড কৃষ্ণ-প্রস্তর (পাণ্ডাগণ বলেন ইহাতে লক্ষ শালগ্রাম শিলা আছে) রত্নবেদী নামে অভিহিত হয়।

উক্ত বেদীর উপর বামভাগে (দর্শকের দক্ষিণভাগে) সুদর্শন-চক্র, তৎপরে শ্রীজগন্নাথ, তৎপরে শ্রীশ্রীসুভদ্রা দেবী, তৎপরে শ্রীবলভদ্র দেব অবস্থিত। ইহা ব্যতীত বেদীর উপর আরও কতকগুলি ধাতু নির্ম্মিত মূর্ত্তি বর্ত্তমান যথা,— স্বর্ণনির্ম্মিত লক্ষ্মীদেবী, রৌপ্য-নির্ম্মিত ভূদেবী এবং পিত্তলাদি নির্ম্মিত অন্যান্য মূর্ত্তি।

স্নানযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি পর্ব্ব ভিন্ন কোন সময়ে অথবা বর্ত্তমান মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন সময় ভিন্ন, ঐ সকল মূর্ত্তিকে রত্নবেদী হইতে কখন ও স্থানান্তরিত করা হয় না।

যাত্রিগণ সকল সময় মূলমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবতা দর্শন করিতে পান না। জগমোহন অথবা নাটমন্দির হইতে দর্শন হয়। ইহাকে পাণ্ডাগণ "ঝাঁকি" দর্শন বলে।

সন ১৩০৭ সালে ১৬ই পৌষ বেলা ৯৷৷০ টার সময় আমরা প্রথমবার পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের পুরিষ্টেষণে পৌছিয়া বেলা প্রায় ১০ টার সময় পাণ্ডাসহ বাসায় উপস্থিত হইলাম। তৎপরে যেরূপ ভাবে দর্শনাদি করিয়াছিলাম তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। প্রথমে চন্দন সরোবরে (অপর নাম নরেন্দ্র সরোবর বা তলাও) স্নান করণান্তর শ্রীমন্দিরে ঠাকুর দর্শনে বহির্গত হইলাম।

আমরা সেই বিরাট মন্দিরের সিংহদ্বারে উপনীত হইলে,

মনে যে কি অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব।

অরুণস্তম্ভের নিকট একজন পাণ্ডা যাত্রীর নিকট প্রণামী স্বরূপ পয়সা আদায় করিয়া থাকেন; এবং স্তম্ভটী "ভীমের গদা" বলিয়া বুঝাইয়া দেন। এই স্থানে যাত্রীকে প্রণাম করিতে হয়।

তদনন্তর সিংহদ্বার সম্মুখে প্রণাম করতঃ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক জগমোহনে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীমূর্ত্তি সকল সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। তৎকালে যাত্রীর সমাগম অতি স্বল্প থাকায় দর্শনের কোন অসুবিধা হয় না। তখন ভোগের সময়, তজ্জন্য গর্ভাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক দর্শন ও রত্নবেদী প্রদক্ষিণ হইল না। সন্ধ্যার পর পাণ্ডার ছড়িদার সে কার্য্য সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। যাত্রিগণ রত্নবেদীতে যাহা কিছু প্রদান করে তাহা দেবতার প্রাপ্য, পাণ্ডার তাহাতে কোন অধিকার নাই।

আমরা এই সময় কতকক্ষণ আনন্দিত মনে অনিমেষ নয়নে নয়নাভিরাম মূর্ত্তি চতুষ্টয় দর্শন করিতে লাগিলাম।

এস্থলে হয়তো কোন পাঠক উপহাস করিয়া প্রশ্ন করিতে পারেন যে নয়নাভিরাম মূর্ত্তি "কোন খানটায় দেখিলেন।"

তদুত্তরে আমার দুইটী বক্তব্য আছে—

প্রথম—মূর্ত্তিগুলি পুষ্প মালাদির দ্বারা এরূপ সজ্জিত হইয়া থাকে যে ভক্তের ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাহা নয়নাভিরাম ভিন্ন অন্য কোন রূপ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়—সুভদ্রা, সুদর্শনচক্র, বলরাম ও শ্রীজগন্নাথ এই মূর্ত্তি চতুষ্টয় লইয়াই শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য। মহাত্মা ও সাধকগণ

দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকল জগতাং সিন্ধুসদনে
জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥

৭। ন চেদ্রাজৎ রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্য বিভবে
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজন কাম্যাং বরবিধে।
সদা কালে কামঃ প্রথম পঠিতোদ্‌গীত চরিতো
জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥

৮। হরত্বং সংসারং দৃঢ়তরমসারং সুরপতে
বরত্বং ভোগীশং সততমপরং নীরজপতে।
অহো দীননাথ নিহিতমচলং নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥

ইতি জগন্নাথাষ্টকঃ।

যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তন্ত্র মন্ত্র জানেন না, তাঁহাদের নিজের ভাষায় প্রাণের অন্তরতমস্থল হইতে যে স্বাভাবিক ভাষা বহির্গত হয়, শুদ্ধাশুদ্ধ যেরূপ বা যে কোন ভাষা হউক না, সেই ভাষাতে তাঁহারা ধ্যান ধারণা করিলে ভাবগ্রাহী ভগবান তাহা জানিতে পারেন। সাধকেরও তাহাতে অধিকতর আনন্দ অনুভব হয়। সেইহেতু আমিও আমার হৃদয়ের নিজের ভাষায় তুই চারি কথায় ভগবানের স্তুতি করিলাম।

হে নিখিলপতি! হে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর! তুমি দেবতাও ঋষি গণেরও মনোবাণীর অতীত। আমি অতি তুচ্ছ কীটানুকীট। আমার কি সাধ্য তোমার ইয়ত্তা করি অথবা তোমাকে হৃদয়ে ধারণা করি। করুণানিধি! কৃপা করিয়া এই অধম সন্তানকে এই বর দাও যেন তোমার চরণে চিরকাল অচলা

ভক্তি থাকে এবং দিনে দিনে বাসনানিচয় ক্ষয় হইয়া যায়। তদন্তর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক প্রাঙ্গণে আসিলাম।

কিন্তু দর্শকগণের কথা সতন্ত্র। নানা দেশের নানা শ্রেণীর দর্শকমণ্ডলী নরনারিগণ যখন ভক্তি গদগদ চিত্তে, গললগ্ন কৃতবাসে করযোড়ে প্রাণের আবেগে উদ্‌গ্রীব ও ব্যস্ত হইয়া দ্রুতবেগে জগন্নাথ দর্শনে ধাবিত হয়, তখন তাহাদের সেই ভক্তি ও প্রেমপূর্ণ মূর্ত্তি দর্শনে আমার হৃদয়ে সমধিক ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। আমি তাহাদিগকে উদ্দেশ্যে প্রণাম করি এবং বলি ভগবান আমাকে ঐরূপ অচলা ভক্তি দেও। তীর্থ দর্শনের এই পরম লাভ।

পুরাণে যেরূপ ভাবে দেবতার পূজা, উপাসনা ও দর্শন বিধান আছে, পাণ্ডাগণ তাহা করান নাই। যাত্রিদিগেকে লইয়া রত্নবেদী স্পর্শ ও প্রদক্ষিণ করাইয়া ছাড়িয়া দিলেই পাণ্ডার সমস্ত কার্য্য হইয়া গেল। শাস্ত্রের সঙ্গে পাণ্ডার সম্পর্ক অতি অল্প। পাণ্ডার সহিততো একদিনের সম্পর্ক। যে গুরুপুরোহিতের সহিত কেবল নিজ জীবনের নহে পরম্পর পুরুষানুক্রমিক সম্বন্ধ, অস্মদ্দেশীয় আধুনিক সেই গুরুপুরোহিতের কথা একবার ভাবিয়া দেখুন না কেন! নিয়মানুসারে শাস্ত্রীয় পূজাদির ব্যবস্থা জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ "পুরোষোত্তম তত্ত্ব" দর্শন করিবেন। তদুক্ত বিধিমতে যখন অধুনা পূজাদি হয় না তখন সেই সকলের অবতারণা করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না।

দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীমন্দির হইতে নামিয়া সন্মুখে মুক্তিমণ্ডপ। এই স্থানে পণ্ডিতেরা শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন। ইহার

পোতাথামাল উচ্চ এবং ৩৮ ফিট দীর্ঘ-প্রস্থ জমির উপর অবস্থিত। ইহা রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের সময়ে ১৪৪৬ শকে নির্ম্মিত। উহার পশ্চিমে শ্রীনরসিংহ দেবের মন্দির। তৎ পশ্চিমে চন্দনগৃহ অর্থাৎ এখানে চন্দনাদি ঘর্ষিত ও অনুলেপন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উহার পশ্চিমে গণেশ মূর্ত্তি; বায়ু কোণে ভুষণ্ডীকাক। এই কাকই ব্রহ্মসন্নিধানে রোহিণী কুণ্ডে অবগাহনান্তর নীলমাধব দর্শনে চতুর্ভুজ হইয়া ছিলেন। (১)

গণেশের পশ্চিমে রোহিণীকুণ্ড। ইহার পশ্চিমে শ্রীশ্রীবিমলার মন্দির। এই মন্দির অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার নাটমন্দির ভোগমন্দির ও মোহন আছে। বিমলা দেবী অষ্টশক্তির অন্যতম। কেহ বলেন ৫২ পিঠের একপিঠ ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত নহে।

যাহা হউক আশ্বিনের মহাষ্টমীতে রাত্রি দুই প্রহরের সময় জগন্নাথদেব শয়ন করিলে এই দেবীর সম্মুখে ১টী ছোট ছাগল বলিদান হয়। (ইহা বোধ হয় স্থানীয় শাক্তগণকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য; কেহ না চটেন।) বিমলার পৃথক রন্ধনশালা নাই।

---

(১) রৌহিণ কুণ্ড এক্ষণে বোজান হইয়া তাহা প্রস্তরদ্বারা বাঁধান হইয়াছে। তাহার উপর একটী প্রস্তর নির্ম্মিত চতুর্ভুজ কাক শায়িত আছে। কাক রৌহিণ কুণ্ডে নিপতিত হইয়া চতুর্ভুজ অথাৎ বিষ্ণুরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাই পুরাণের সার ভাব; কিন্তু প্রস্তরের যে কাক রৌহিণ কুণ্ডোপরি বিরাজিত তাহার অতিরিক্ত দুইটী হস্ত নির্ম্মিত করা হইয়াছে মাত্র। কাক মূর্ত্তির কোন বৈলক্ষণ্য দেখান হয় নাই। ইহাতে রচয়িতা সমালোচকের হস্ত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইবেন, তাহা একবারও ভাবেন না।

বলরামের সঙ্গে ইহার ভোগ প্রস্তুত হয়। শ্রীমন্দিরের বায়ুকোণে লক্ষ্মীর মন্দির। ইহা আকারে ছোট হইলেও গঠন অতি সুন্দর, এবং চারিভাগে বিভক্ত। লক্ষ্মীদেবীর পৃথক রন্ধনশালা আছে। তথা হইতে অপরাপর বিগ্রহ গণের ভোগান্ন প্রেরিত হয়। তৎপরে রাধাশ্যাম ও গৌরাঙ্গের মধ্যস্থলস্থিত দ্বার দিয়া আনন্দ বাজার অতিক্রম করতঃ স্নানবেদী দেখিতে যাই। ইহা একটী সুপ্রশস্থ ও উচ্চ স্থান। ইহাতে প্রস্তরের তিনটী স্নান পিঁড়ী প্রোথিত আছে। এখান হইতে সমুদ্র ও পুরীর অনেক স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পুরাতন পাকশালার পশ্চিম ভাগস্থ বটকৃষ্ণ মূর্ত্তি দর্শন করনান্তর ঈশান কোণে বটমূলে অবস্থিতা মঙ্গলা দেবী সন্নিধানে গমন করি। ইনি ও অষ্টশক্তির অন্যতম। ইঁহার মহিমা শাস্ত্রে অতুলনীয়া। তাঁহার দক্ষিণে অক্ষয় বট মূলে শ্রীবটেশ্বর বিরাজিত। এই অক্ষয় বটই কল্প বৃক্ষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যেরূপ বিষ্ণু মন্দির তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে হয় তদ্রূপ এই বিষ্ণুরূপী অক্ষয় বটকেও তিনবার প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম ও নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যথা ;—

কল্পবৃক্ষং ততো গত্বা কৃত্বা ত্রিঃপ্রদক্ষিণম্।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মন্ত্রেণানেন তং বটম্॥
ওঁ নমোঽব্যক্ত রূপায় মহাপ্রলয়প্রাণতো।
মহদ্রসোপবিষ্টায় ন্যগ্রোধায় নমোনমঃ॥
অমরস্ত্বং মহাকল্পে হরেশ্চায়তনং বট।
ন্যগ্রোধ হর মে পাপং কল্পবৃক্ষ নমোঽস্তু তে॥

তস্যা প্রদক্ষিণং কৃত্বা মহাকল্পবটং নরঃ।
সহসা মুচ্যতে পাপাৎ জীর্ণত্বচ ইবোরগঃ॥
ছায়াং তস্য সমাসাদ্য কল্পবৃক্ষস্য ভো দ্বিজাঃ।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি চাধিকম্।
তথা স্ববংশমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

ইতি ব্রহ্মপুরাণে

পুণ্যং কল্পবটং তত্র দারুব্রহ্মসমীপতঃ।
যস্য ছায়া সমাক্রম্য ব্রহ্মনাশাদ্বিমুচ্যতে॥
কৃত্বা প্রদক্ষিণং তস্য যত্নং চ পূজয়েৎ বটং।
তস্য জন্মশতোদ্ভূতং দোশাচ্চ ক্ষমতে হরিঃ॥
মঙ্গলা বটমূলে চ দেবমঙ্গল দায়িনীম্।
তাং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ মোহ বন্ধাদ্বিমুচ্যতে॥

কপিল সংহিতা। ৫ম, অঃ।

এই ক্ষেত্রের মধ্যে অষ্টপ্রধান শম্ভু বা শিবলিঙ্গ আছেন যথা—১। মার্কণ্ডেশ্বর। ২। যজ্ঞেশ্বর। ৩। নীলকান্তেশ্বর। ৪। বিশ্বেশ্বর। ৫। কপাললোচন। ৬। বালেশ্বর। ৭। ঈশানেশ্বর। ৮। পাতালেশ্বর।

অষ্ট প্রধানা শক্তি যথা—১। মঙ্গলা। ২। বিমলা। ৩। সর্ব্ব-মঙ্গলা। ৪। অর্দ্ধাশনি। ৫। অলম্বা (আঠার নালার নিকটে)।৬। দক্ষিণা কালিকা। ৭। মরিচিকা। ৮। হরচণ্ডি।

ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের শ্রীমন্দিরে অবস্থিতি তাঁহাদেরই তখন দর্শন হইল, অপরাপর গুলি দূরে অবস্থিতি হেতু হইল না।

তদনন্তর তিনবার শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। বাসায় আসিবার অত্যল্পক্ষণ পরেই পাণ্ডাগণ মহাপ্রসাদ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। অতি প্রীতি ও আনন্দের সহিত তাহা ভোজন করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম পূর্ব্বক সঙ্গিগণ সহ অপরাহ্নে সমুদ্র দর্শনে বহির্গত হইলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরের বিবিধ বেশ ও দৈনিক ভোগ।

দিবারাত্র ও মাস বিশেষে দেবতাত্রয় নানাবিধ বেশ ধারণ করিয়া থাকেন। অতি প্রত্যুষে।

১। মঙ্গলারতি বেশ। তৎপরে ২। অবকাশ বেশ।

৩। প্রহর বা বৈকালিক বেশ। তৎপরে

৪। চন্দনলাগি বেশ।

৫। বড় শৃঙ্গার বেশ। সন্ধ্যা আরতির পর।

৬। বুদ্ধ বেশ। বৈশাখের কোন কোন দিনে।

৭। দামোদর বেশ। ৮। পাবন্দি বেশ।

৯। বামন বেশ। ভাদ্র মাসের কোন কোন দিনে হয়।

১০। গণেশ বেশ। স্নানযাত্রার অব্যবহিত পরে।

বর্ত্তমান সালে (১৩১২ সালে) ১লা বৈশাখে শ্রীরাম নবমী হওয়ায় এই বৎসর রঘুনাথ বেশ হইয়াছিল।

দেবতার দৈনিক ভোগ বা পূজা।

১। দুন্দুভিধ্বনি ও আরতি দ্বারা জাগরণ।

২। দন্তধাবন জন্য কাষ্ঠ প্রদান।

৩। বস্ত্র পরিধান।

৪। সকাল ধূপ বা বাল্যভোগ।

ইহাতে লাজ নবনীত দধি ও নারিকেল প্রদত্ত হয়।

৫। যুক্ত পূর্ব্বাহ্ন ভোগ। দশঘটিকার সময় খেচরান্ন ও পিষ্ঠক প্রদত্ত হয়।

৬। দ্বিপ্রহর ধূপ বা মধ্যাহ্নভোগ।

ইহাতে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রদত্ত হইয়া আরতি হয়। তৎপরে ৪টা পর্য্যন্ত দ্বার রুদ্ধ থাকে। তৎপরে

৭। নিদ্রাভঙ্গ ও জিলাপিভোগ।

৮। সান্ধ্য ধূপ বা বৈকালভোগ।

ইহাতে খাজা, গজা, মতিচুর দধি ও পকড়ান্নাদি বিবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রদত্ত হইয়া আরতি হয়।

৯। বড় শৃঙ্গারভোগ বা নৈশ ভোগ।

এই সময় শৃঙ্গার বেশ ও ভোগের জন্য বহুবিধ দ্রব্য প্রদত্ত হয়।

এই প্রকারে নয়বার দেবতাকে পূজা ও ভোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক বার ভোগের সময় এক ঘণ্টা কাল মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ থাকে এবং নাট মন্দিরে নৃত্য, গীত ও বাদ্য হইতে থাকে।

পূর্ব্বের প্রথানুসারে এক্ষণে সেই শ্বপচবংশধরগণই পাচকের কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু এখন ও তাহা অতি পবিত্র বলিয়া

বিবেচিত হয়। আরও এতদ্ সম্বন্ধে এরূপ উক্তি আছে যে রন্ধন শালায় স্বয়ং লক্ষী দেবী সমস্ত তত্বাবধারণ ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন এবং আস্বাদন পরীক্ষা করিয়া থাকেন। ভোগের সমস্ত দ্রব্যাদি শ্রীমন্দিরেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। পুরীর রাজবাটী হইতে প্রত্যহ দেবতার বিশেষ রূপ ভোগ প্রস্তুত হইয়া শ্রীমন্দিরে আইসে। তাহার নাম "গোপাল বল্লভ"। ইহা মিষ্টান্ন ভোগ, এবং বড় শৃঙ্গার ভোগের সময় আইসে। ইহা দেবতাকে নিবেদন পূর্ব্বক বাজারে যাত্রিগণকে বিক্রয় করা হয়; এবং তাহার মূল্য রাজসকাশেই প্রেরিত হইয়া থাকে।



নবম পরিচ্ছেদ।

উৎসব।

জগন্নাথ ক্ষেত্রে দ্বাদশ মাসে অষ্টাদশটী উৎসব বা যাত্রা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

১। ঘরলাগি। অগ্রহায়ণ মাসে অরুণ-ষষ্ঠী দিনে হয়।

২। অভিষেক। পৌষ পূর্ণিমাতে উত্তম শৃঙ্গার বেশ হয়।

৩। মকর সংক্রান্তি। ঐদিন নূতন দ্রব্যের ভোগ প্রদত্ত হয়।

৪। দোলযাত্রা। বা হোলি ইহা ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে হয়। অধুনা মদনমোহন মূর্ত্তিতে দোলযাত্রার কার্য্য সমাধা হয়।

৫। শ্রীরামনবমী। ঐ দিন রামবেশে পূজা করা হয়।

৬। **দমন ভঞ্জিকা যাত্রা।** জগন্নাথ বল্লভ মঠের উদ্যানে সম্পাদিত হয়।

৭। **চন্দন যাত্রা।** অক্ষয় তৃতীয়ায় আরম্ভ হইয়া ২২ দিন থাকে। মদন মোহনকে চন্দনে লিপ্ত করিয়া নরেন্দ্র সরোবরে নৌকায় ভ্রমণ করান হয়।

৮। **রুক্মিণী হরণ একাদশী।** ঐ দিন মদন মোহন গুণ্ডিচা-উদ্যানে রুক্মিণী হরণ করিয়া অক্ষয়বট-মূলে বিবাহ করেন।

৯। **স্নানযাত্রা।** জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে স্নান-বেদীর উপর বিগ্রহ সকলকে রোহিণী কুণ্ডের জলদ্বারা স্নান করান হয়। লক্ষ্মী দেবী তখন চাহনি মণ্ডপ হইতে দর্শন করিতে থাকেন; তৎপরে মোহনের পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে পক্ষকাল থাকেন। এই সময় দেবতার জ্বর হইয়াছে বলিয়া একপক্ষ দরজা ও পাকশালা বন্ধ থাকে।

১০। **রথযাত্রা।** বিবরণ পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য।

১১। **শয়ন একাদশী।** আষাঢ় মাসের শুক্ল একাদশীতে হয়।

১২। **ঝুলনযাত্রা।** শ্রাবণ মাসে শুক্ল একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত উৎসব হয়।

১৩। **জন্মাষ্টমি।** ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে হয়।

১৪। **পার্শ্ব পরিবর্ত্তন একাদশী।** ভাদ্র মাসের শুক্ল একাদশীতে হইয়া থাকে।

১৫। কালিয় দমন। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ একাদশীতে মার্কণ্ডেয় সরোবরে উক্ত অভিনয় হয়।

১৬। বামন জনম। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে হরি বাসরে হইয়া থাকে।

১৭। কুয়ার পুনৈ। বা কোজাগর পূর্ণিমা। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে হয়। ইহা রাসযাত্রা।

১৮। উত্থাপন একাদশী। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল একাদশীতে হয়। ইহা ব্যতিত আরও কতকগুলি উপযাত্রা বা উপউৎসব আছে। তাহা তাদৃশ উল্লেখ যোগ্য নহে।

পূর্ব্বোক্ত উৎসব সকলের মধ্যে দোলযাত্রা এবং রথযাত্রা উৎসব পুরীধামে মহাসমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বজন বিদিত। চন্দনযাত্রা, স্নানযাত্রা, ঝুলনযাত্রা রুক্মিণী হরণ এবং জন্মাষ্টমীতেও অধিক দূর দেশের লোক সমাগম না হইলেও স্থানীয় বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। অবশিষ্ট গুলিতে স্বল্প জনতা ও অপেক্ষাকৃত স্বল্প ধূম ধাম হইয়া থাকে।

জগন্নাথ দেবের প্রাচীনতম ও প্রধান উৎসব রথযাত্রা। এতদ্ সম্বন্ধে পাঠকগণের নিকট কথঞ্চিৎ বিশদভাবে প্রকাশ করিয়া বলা আবশ্যক।—

গুণ্ডিচাগড় বা গৃষ্ম নিকেতন।

জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা বর্ণন করিবার পূর্ব্বে গুণ্ডিচা গড় (যাহাকে চলিত অপভাষায় এক্ষণে "গুঞ্জোবাড়ী" বলে এবং স্থানীয় লোকেরা "মৌসীগর" বলিয়া থাকে) সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা আবশ্যক।

শ্রীমন্দিরের সম্মুখ হইতে একটী সুপ্রশস্ত রাজপথ (যাহাকে স্থানীয় ভাষায় "বড়-দন্দ" বলে) গুণ্ডিচাগড় পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহার দূরত্ব প্রায় ২ মাইল হইবে। উক্ত রাজপথ রথযাত্রার নিমিত্তই নির্ম্মিত। গুণ্ডিচাগৃহ শ্রীমন্দিরের ঈষাণ-কোণে অবস্থিত।

এই গুণ্ডিচাগড় প্রকৃত একটী ছোট খাট দুর্গ সদৃশ, এই জন্য ইহা গড় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই মন্দির উচ্চে ৭৫ ফিট; এবং ইহার তলদেশ ৫৫ × ৪৬ ফিট। এই মন্দিরের মধ্যে ও ৪ ফিট উচ্চ এবং ১৯ ফিট দীর্ঘ একটী বেদী আছে; তাহাকে মহাবেদী কহে। রথের সময় দেবতাত্রয় উক্ত বেদীর উপরে স্থাপিত হয়েন। এই হেতু রথযাত্রা উৎসবকে "মহাবেদী উৎসব" বলা হয়।

এই মন্দিরের প্রাঙ্গণ ৪৩০ × ৩২০ ফিট। ইহা ২০ ফিট উচ্চও ৫॥ ফিট প্রস্থ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই মন্দিরগাত্রে বোধ হয় মহাভারতোক্ত সমস্ত দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত আছে; ঐ সকল দেখাইয়া অনেক পাণ্ডা বা তাহার ছড়িদার যাত্রী বিশেষের নিকট হইতে পয়সা আদায় করিয়া থাকে। এই গুণ্ডিচাগড়ের রন্ধনশালা অতি অদ্ভুত ব্যাপার ও অতি বৃহৎ। কারণ রথযাত্রার সময় লক্ষ লক্ষ যাত্রীর জন্য এই স্থানে ভোগ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা বর্ণনা দ্বারা পাঠকের ধারণা করান সহজ ব্যাপার নহে। বঙ্গদেশে ইক্ষু শালায় গুড় জ্বাল দিবার জন্য যেরূপ উনান বা "বাণশাল" প্রস্তুত হইয়া থাকে ঐ সকল উনান অনেকটা সেইরূপ। একেবারে হাঁড়ির উপর হাঁড়ি বসাইয়া অন্নাদি সিদ্ধ হইতে থাকে।

পৌরাণিক উক্তি অনুসারে এই স্থানেই ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রথমে পট-মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করেন। এই স্থানেই তিনি শতাশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই স্থানটিকে অশ্বমেধ ক্ষেত্র বলা হয়। হিন্দুস্থানীগণ জগন্নাথ দেবের এই যাত্রাকে "জনকপুর যাত্রা" কহে। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা দেবতার নির্ম্মাতা সুতরাং এক অর্থে পিতা। এই হেতু তাহারা ইহাকে পিত্রালয়ে যাত্রা কহে।

উড়িয়াগণ ইহাকে জগন্নাথ দেবের মাসীর বাড়ী (মৌসিগর) বলিয়া থাকে। ইন্দ্রদ্যুম্নের পাটরাণী গুণ্ডিচা দেবীর সহিত জগন্নাথ দেবের "মাসী বনপো" সম্বন্ধ উড়িয়াগণ স্থির করেন।

এক্ষণে রথোৎসবের বর্ণনা করা যাইতেছে।

এই রথযাত্রা উৎসব বৌদ্ধদিগের সময়ে বৌদ্ধগণের দ্বারা ভারতে আরব্ধ হইয়াছিল; এবং ইহা মহা সমারোহে সম্পাদিত হইত। ইহা বিদেশীয় ভ্রমণকারীগণের লিখিত ইতিহাস হইতে জানা যায়। ৩২১ শকাব্দে চীন বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি খোটান প্রদেশে উপস্থিত হইয়া বৌদ্ধগণের রথোৎসব সচক্ষে পরিদর্শন করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

"Pilgrimage of Fahian" নামক গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষে যখন দেশের সমস্ত পথ ঘাট মাট জলসিক্ত ও জলপ্লাবিত তখন নগরের রাজপথ ও প্রবেশ দ্বার নানা বর্ণের পত্র পুষ্প ও পতাকা দ্বারা সজ্জীকৃত হইয়া থাকে। রাজা রাজ্ঞী ও অপরাপর সুন্দরী মহিলাগণ বিবিধ বসন ভূষণে

ভূষিত হইয়া সঙ্ঘালয়ের শ্রমণদিগের সহিত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন এবং তাঁহাদের সহিত দেবতার অগ্রে পদব্রজে গমন করেন। তথা হইতে ১ মাইল দূরে ত্রিশ ফুট উচ্চ এক রথ প্রস্তুত থাকে। রথের আকার গৃহের ন্যায়; সপ্তরত্ন, পুষ্প ও রেশমী পরদা দ্বারা বিভূষিত। রথোপরে মধ্যস্থানে দেবমূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুই বোধিসত্ত্ব আসীন। অপিচ রথের চারি দিকে কনক, রৌপ্য এবং বিবিধ বহু মূল্যের প্রস্তর নির্ম্মিত দেবদেবীর মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। উক্ত প্রবেশ দ্বার হইতে রাজা এক শত পদ নগর মধ্যে যাইয়া রাজ মুকুট ও পাদুকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করত সাষ্টাঙ্গে দেব মূর্ত্তিকে প্রণাম এবং পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করেন। রথ রাজভবনের নিকটবর্ত্তী হইলে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ প্রাসাদের ছাদ হইতে পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা রথ ছাইয়া ফেলেন।

ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের তীরোভাব হইলেও বৌদ্ধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক ক্রিয়া কলাপ রূপান্তর ভাবে হিন্দু ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

কেবল পুরীতে কেন, ভারতের নানা স্থানে অধুনা রথযাত্রা উৎসব হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তিনখানী রথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। উৎসব শেষ হইবার কিছুকাল পরে রথ সকল ভঙ্গ করা হয়। এই ভঙ্গ-প্রথা কিন্তু অন্যত্র দৃষ্ট হয় নাই।

জগন্নাথদেবের রথের নাম "নন্দীঘোষ" অথবা "গরুড়ধ্বজ"। ইহা ৪৮ ফিট উচ্চ এবং দীর্ঘে প্রস্থে ৩৫ ফিট। ষোলটী পাকী বিশিষ্ট ৭ ফিট ব্যাসের ১৬টী লোহচক্র দ্বারা ইহা পরিচালিত হয়। ইহার শীর্ষদেশে গরুড় পক্ষীর মূর্ত্তি থাকে।



সুভদ্রার রথের নাম "পদ্মধ্বজ" ইহা ৪২ ফিট উচ্চ। দীর্ঘ প্রস্থে ৩২ ফিট; ইহাতে ৬ ফুট ব্যাসের দ্বাদশটী চক্র আছে। শীর্ষ্য-দেশ পদ্ম চিহ্নিত। বলভদ্রের রথ "তালধ্বজ" নামে খ্যাত। ইহার উচ্চতা ৪৫ ফিট এবং দীর্ঘপ্রস্থে ৩৪ ফিট। ইহাতে ৬॥ ফিট ব্যাসের ১৪টী চক্র থাকে। শীর্ষদেশ তালবৃক্ষ চিহ্নিত।

পুরুষোত্তম মাহাত্মে সংস্কৃত ভাষায় রথের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

আষাঢ় মাসের শুক্ল দ্বিতিয়ার পূর্ব্বে রথ তিন খানি নির্ম্মিত হইয়া সিংহদ্বার সম্মুখে বর্ত্তমান থাকে। রথযাত্রার দিন অর্থাৎ আষাঢ়ের শুক্ল দ্বিতীয়াতে জগন্নাথ ও বলদেবের মূর্ত্তির কোটি দেশে রেশম নির্ম্মিত রজ্জুদ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক ঝুলাইয়া দৈতপতিরা বহন করিয়া থাকে। সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্র মূর্ত্তি মস্তকে বহন করিয়া রথে উত্তোলন করা হয়।

সুদর্শন চক্র জগন্নাথ দেবের রথেই সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে।

এইরূপে বিগ্রহ সকলকে রথোপরি সংস্থাপন করত রাজ-শৃঙ্গার বেশ করিয়া দেওয়া হয় এবং সুবর্ণ হস্তপদাদি সংযোজিত হয়। তদনন্তর রাজা অমাত্যাদি পরিবেষ্টিত হইয়া রাজবেশে তথায় আগমন পূর্ব্বক প্রাচীন প্রথানুসারে রথের সম্মুখভাগে মুক্তা খচিত সংমার্জনী দ্বারা পরিষ্কার করত গোময় সিঞ্চন করেন, তাহার পর বিগ্রহের যথা বিধি পূজা হয়। তদন্তর রথরজ্জু ধরিয়া টানিতে থাকেন। সেই সময় চারিহাজার দুইশত "কালবেড়িয়া" নামক চাকরাণ বা বৃত্তিভোগী বাহক রথ টানিবার জন্য উপস্থিত থাকে। প্রথমে রাজা প্রভৃতি রজ্জু টানিতে

আরম্ভ করিলে তাহারা ও তাহাতে যোগ দান করে এবং পশ্চাৎ যাত্রিগণ টানিতে আরম্ভ করেন। তখন আনন্দ ও জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া রথত্রয় ক্রমশ চলিতে থাকে।

অষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা।
তস্যাং রথে সমারোপ্য রামঞ্চ ভদ্রয়া সহ ॥
মহোৎসবং প্রকুর্ব্বীত প্রীণয়িত্বা দ্বিজান বহুন্।
গুণ্ডিচামণ্ডপং নাম যত্রাহমজনম্ পুরা ॥
অশ্বমেধ সহস্রস্য মহাবেদী তদা ভবেৎ।
তস্যাঃ পুণ্যতম স্থানং পৃথিব্যাং নেহ বিদ্যতে ॥
গুণ্ডিচাখ্যোৎসবং কুর্য্যাদতি প্রীতিকরং মম।
সমারোপ্য রথে দিব্যে মাং নীত্বাপি মহোৎসবে ॥
যজ্ঞ বেদিং প্রতিখ্যাতাং তত্র সংস্থাপ্য ভূপতেঃ।
সপ্তবাসরমালম্ব বিধিবৎ তত্র পূজয়েৎ ॥
পুণ্যা সা যজ্ঞবেদী চ মম জন্মপ্রদায়িনী।
প্রতিবর্ষঞ্চ মে তত্র যথোক্ত বিধিনা নৃপ ॥

ক্ষেত্র মাহাত্ম্য, ২৯ অঃ।

রথ সেই দিবসই গুণ্ডিচায় পৌঁছিবার কথা কিন্তু এক্ষণে তাহা হয় না, দুই তিন দিন বিলম্বে উপস্থিত হয়। প্রায় চতুর্থিতে পৌঁছিয়া থাকে। ঐ সময় আর একটী হরপঞ্চমী নামে উৎসব হইয়া থাকে। পঞ্চমী তিথিতে লক্ষ্মী দেবী বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া গুণ্ডিচায় আগমন পূর্ব্বক জগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেই দিবসই চলিয়া যান।

জগন্নাথদেব নবমী পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান পূর্ব্বক দশমার দিবস প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বহির্গমন কালে গুণ্ডিচার বিজয় দ্বার দিয়া রথোপরি আরোহণ করেন।

রথ সিংহদ্বার সমীপে আসিবার পূর্ব্বেই লক্ষী দেবী সিংহ দ্বারের নিকটস্থ ভেট মণ্ডপে জগন্নাথের অপেক্ষা করেন এবং আসিবা মাত্র অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। তৎপরে বিগ্রহ মূর্ত্তি সকল পূর্ব্ববৎ মন্দিরে নীত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে রথচক্রে অনেক লোক মারা যাইত। তাহাতে অনেকের এরূপ ধারণা অদ্যাপি আছে যে লোক সকল ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এক্ষণে সে সকল পুলিশ কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে নিবারিত হইয়াছে। ঐ রথের সময়, রেল পথ হইবার পূর্ব্বে, নানা স্থান হইতে প্রায় লক্ষাধিক লোক আসিত। এক্ষণে রথযাত্রা সময়ে ৪'৫ লক্ষ পর্য্যন্ত যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। সাধারণ যাত্রিগণের একটী ধারণা আছে।—"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"

ইহার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই রথের সময় এত অধিক জনতা হয়। অধিক জনতা হেতু এই সময় যাত্রিগণের মধ্যে অনেকেই পীড়া গ্রস্থ এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

প্রকৃত পক্ষে রথের সময় যেরূপ জনতা ও ব্যাপার ঘটিয়া থাকে তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করা অতীব সুকঠিন। স্বচক্ষে সন্দর্শন না করিলে ইহার ধারণা করা যায় না।

অপিচ ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে।

গুণ্ডিচা মণ্ডপং যান্তং যে পশ্যন্তি রথস্থিতম্।
কৃষ্ণং বলং সুভদ্রাঞ্চ তে যান্তি ভবনং হরেঃ॥

যে পশ্যন্তি তদা কৃষ্ণং সপ্তাহং মণ্ডপে স্থিতম্।
হরিং রামং সুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি তে ॥

যাহাদের অন্ধ বিশ্বাস, যাহাদের সরল বিশ্বাস, তাহারা এই শ্লোকের মর্ম্মাবগত হইয়াই বা কিরূপে স্থির থাকিতে পারে?

তাহাদের মন প্রাণ একেবারে উধাও হইয়া চলিয়া যায় যাঁহারা বিষয় সম্পত্তি ও আত্মীয় স্বজন ফেলিয়া সমস্ত ভুলিয়া একমনে এক প্রাণে ভগবানের জন্য কাতর হইয়া তাঁহার দিকে লক্ষ করিয়া সমস্ত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহারা একদিন বামন দেবকে অর্থাৎ আত্মাকে দেহ রথে দর্শন করিলেও করিতে পারেন; সে অতি সুগভীর ভাব; জ্ঞানী ও ভক্ত ভিন্ন তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। আমাদের মত কৃমিকীটের সে ভাব মনে আইসে কই?

কঠোপ নিষদে রথ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যথা;—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াং স্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাহশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥
বিজ্ঞান-সারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদম্ ॥
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥
এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥

ইহার ভাবার্থ ;—এই মানবদেহকে রথ কল্পনা করিয়া আত্মাকে রথস্বামী, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ রজ্জু, ইন্দ্রিয় গণকে অশ্ব এবং রূপরসাদি বিষয়কে রথ-গমনের পথ কল্পনা করা হইয়াছে। বিবেকী ব্যক্তিগণ শরীর, ইন্দ্রিয় এবং মন সংযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা অর্থাৎ সংসার ভোগী বলিয়া থাকেন। বুদ্ধিরূপ সারথি অপটু হইলে সুন্দররূপে রথ চালাইতে পারে না এবং নিপুণ হইলে সুন্দররূপে রথ চালনক্ষম এবং ব্রহ্মপদ লাভে কৃত কার্য্য হয়। স্থূল ইন্দ্রিয় হইতে রূপাদি পঞ্চতন্মাত্র, রূপাদি হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ পদার্থ নাই। এই

পরমাত্মা ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতে বিরাজ করিতেছেন। সূক্ষ্ম তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি ভিন্ন ইহার ধারণা অসম্ভব।

শ্রীমৎ পরমহংস শিব নারায়ণ স্বামী জগন্নাথ দেবের উল্‌টা ও সোজা রথ সম্বন্ধে কিরূপ লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"জগন্নাথের উল্‌টা রথ ও সোজা রথ অর্থে জীবের মনোবৃত্তির গতি। পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ গুরুমাতা পিতা আত্মাতে পূর্ণ রূপে নিষ্ঠা বিহীন জীব বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ দেখিয়া বহির্মুখী মনোবৃত্তির দ্বারা বাসনায় আবদ্ধ হইয়া সত্য হইতে বিমুখ হয় ও মিথ্যায় আশক্তি বশতঃ নানা কষ্ট ভোগ করে, জন্ম মৃত্যুর সংশয় থাকে—ইহাকেই উল্‌টা রথ বলে। আর এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই, ইহা জানিয়া নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে জীবের যে নিষ্ঠা হয় ইহাকে সোজা রথ বলে।

রথে তিন জ্যোতিঃ আছেন, বলভদ্র, জগন্নাথ ও সুভদ্রা জীবসমুহের নেত্র দ্বারে জগন্নাথ তেজোময় সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ নাসিকাদ্বারে প্রাণরূপে চন্দ্রমা জ্যোতিঃ সুভদ্রা মাতা, মুখ দ্বারে অগ্নিরূপ জ্যোতিঃ বলভদ্র।"

এক্ষণে পাঠকগণ আপনাপন ধী ও প্রজ্ঞানুসারে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্রকে চিনিয়া লইবেন।

দোলযাত্রা।

ভগবানের দোল-যাত্রা সম্বন্ধেও কিছু বিশদভাবে বলা আবশ্যক। অন্যান্য স্থানের মত এখানেও ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ঠাকুরের দোল-যাত্রা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ১৪৮১ শকের

পূর্ব্বে জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তিতেই দোল-লীলার সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইত। কিন্তু উক্ত বৎসর রাজা গোবিন্দ দেবের সময়ে দোল মঞ্চ ভাঙ্গিয়া জগন্নাথ মূর্ত্তি পতিত হওয়ায় তাঁহার হস্ত ভগ্ন হইয়াছিল। তদন্তর দেবতার ভোগমূর্ত্তি মদন মোহনের দ্বারা দোল-লীলার কার্য্য সমাধা হয়। মন্দিরের ঈশান কোণস্থ স্নান-মঞ্চোপরি দোল-লীলা সম্পন্ন হয়। সেই সময় সমস্ত দর্শকগণ দেবতার উপর ফাগমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

নরো দোলাগতং দৃষ্ট্বা গোবিন্দং পুরুষোত্তমম্।
ফাল্গুন্যাং সংযতো ভূত্বা গোবিন্দস্য পুরং ব্রজেৎ॥
ইতি ব্রহ্মপুরাণে।

দোলের সময়েও এখানে অত্যন্ত জনতা হইয়া থাকে। দেশ দেশান্তর হইতে এত লোকের সমাগম হয় যে থাকিবার স্থান সংকুলান হয় না। মিউনিসিপালটীকৃত বড় রাস্তার পার্শ্বে তাল পত্রের নির্ম্মিত "চালায়" পড়িয়া শত সহস্র দরিদ্র যাত্রী কয়েক দিবস অতিবাহিত করে।

আমরা সন ১৩০৭ সালের ১৭ ফাল্গুন দোল-যাত্রার সময় দ্বিতীয় বার পুরীতে গিয়াছিলাম। এই সময় লোক-প্রতি ৮।১০ টাকা করিয়া ঘরভাড়া হইয়াছিল। আমরা ৫ জন ছিলাম। সুবিধা জনক বাসা পাওয়া তখন অতি দুর্ল্লভ। আমরা এক স্থানে অবস্থান করিয়া বাসা অনুসন্ধান করিতেছি এমন সময়ে আমার জনৈক উচ্চপদস্থ বন্ধুর (তিনি এক্ষণে পুরীধামে অবস্থান করেন) সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহার পরিচিত কোন রাণীর জন্য জগন্নাথ বল্লভ

মঠে পটাবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু দৈব ঘটনায় তিনি আসেন নাই।

বন্ধুবর সেই পটাবাসে আমাদের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমাদের যথেষ্ট উপকার ও আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন। আমরা বাসায় থাকিলে এরূপ সচ্ছন্দতা ও আনন্দ লাভ করিতে পারিতাম না। উক্ত মঠ একটী বহু জলাশয় ও বিবিধ ভূমিরুহ বিশোভিত সুবৃহৎ মনোরম উদ্যানে স্থিত।

ঐ বৎসর দোলের পূর্ব্বেই গোবিন্দ-দ্বাদশীর যোগ পড়ায় জনতার অত্যন্ত আধিক্য হইয়াছিল। ঐ যোগ দ্বাদশ বৎসর অন্তর হইয়া থাকে। এই যোগে সমুদ্রে স্নানাদিতে বহু পুণ্য সঞ্চয় হয়। ১৮ই ফাল্গুন সমুদ্র তীর প্রত্যুষের পূর্ব্ব হইতেই লোকে লোকারণ্য—বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী মাড়য়ারী, পাঞ্জাবী, শিখ, তৈলঙ্গী, দ্রাবিড়ী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি সর্ব্বদেশের অসংখ্য হিন্দু নরনারিগণ অদ্য অম্ভোনিধির সুবিশাল তীরে স্নানার্থে সমবেত। কি মনোহর দৃশ্য! স্বয়ং রাজা অমাত্য পরিবেষ্টিত হইয়া পদব্রজে স্নানার্থে সমাগত। তাঁহার সুসজ্জিত ও কনক-খচিত মাতঙ্গবেদী পৃষ্ঠে লইয়া মন্থর গমনে করী অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে।

গঙ্গাতীরে কোন প্রকৃষ্ট স্নানের যোগ উপলক্ষে নরনারীর যেরূপ জনতা হয়, তাহা অনেকেই দর্শন করিয়াছেন। গঙ্গা ও সমুদ্রের তুলনা করিলে এই সমুদ্রতীরের জনতা ও দৃশ্য কিরূপ মনোহর তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন।

এইরূপ উৎসব সময়ে মন্দিরে অতি কষ্টে দেবতা দর্শন হইয়া থাকে। অনেকের ভাগ্যে আদৌ ঘটে না। আমার অসুস্থতা নিবন্ধন উৎসবের শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া সমস্ত অবলোকন করিতে পারি নাই। ২।৩ দিন থাকিয়া চলিয়া আসিয়াছিলাম।

জগন্নাথ মন্দিরে আর একটী প্রথা (কুপ্রথা) প্রচলিত আছে। উহা যাত্রাদি উৎসবের আনুসঙ্গিক কিনা তাহা অবগত নহি।

জগন্নাথের কতকগুলি রক্ষিতা পণ্যাঙ্গনা আছে। অপরাহ্নে অথবা গভীর রাত্রে ঐ সকল রমণিগণের মধ্যে নর্ত্তকী বেশে কেহ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে সময়ে সময়ে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়। ইহার রহস্য কিছু বুঝা যায় না। অনেকেই ইহার মর্ম্মাবগত নহে। পাণ্ডাগণকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে উহারা ভিতরে যাইয়া কেবল জগন্নাথ দেবকে গীতগোবিন্দ শ্রবণ করায়। ঐ সকল দেবোপপত্নী রাজ সরকার হইতে জায়গীর ভোগ করিয়া থাকে। অনেক বিদেশী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এ প্রথার নিন্দা ও কুৎসা করিয়াছেন। ইহারা স্বর্গ বেশ্যাদিগের অনুকরণে কি দেবতার সন্নিধানে নৃত্য-গীত করিয়া থাকে? তাই কি ইহাদের পালন? ফ্রান্স দেশীয় ভ্রমণকারী বর্ণিয়ায় সাহেব এই প্রথা দর্শনে সমস্ত হিন্দু জাতির উপর দোষারোপ করিয়াছেন।

আর একটী কথা, মন্দিরের শীর্ষ প্রদেশে কতকগুলি কুৎসিৎ প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। ইহার অনুকরণে বঙ্গদেশে রথোপরি অনেক অশ্লীল পুত্তলিকা গঠিত হয়। ইহার কি কোন কারণ নাই? অবশ্যই আছে। তাহা ইতর সাধারণে অবগত নহে। এই সকল নানাবিধ প্রলোভন দ্বারা যাহার মন বিচলিত না হইয়া ভগবানের দর্শনের জন্য সংযত থাকিতে পারে সেই ব্যক্তি ভগবান দর্শন করিবার যোগ্য।

দশম পরিচ্ছেদ।

পুরীমধ্যে দ্রষ্টব্য স্থান।

একক্ষণে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র মধ্যে অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান সকল এবং তৎ তৎ স্থানে যাত্রিগণের কর্ত্তব্য বিষয় সকল ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হইতেছে।

১ম। স্বর্গদ্বার।

শ্রীমন্দিরের সিংহ-দ্বারের সম্মুখ দিয়া দক্ষিণাভিমুখে যে পথটী ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে হেলিয়া গিয়াছে তদবলম্বনে স্বর্গদ্বারে পৌছান যায়। ইহা বঙ্গোপসাগর সন্নিধানে বেলা ভূমিতে অবস্থিত। পৌরাণিক বচনানুসারে এই স্থানে ব্রহ্মা ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত দেবমূর্ত্তি গঠনার্থে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এই স্থানে এক্ষণে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মঠ ও মন্দিরাদি আছে।

(১) নিমাই চৈতন্যের মঠ।

(২) বিদুরাশ্রম বা মুলুকদাস বাবাজীর মঠ। এখানে খুদের অন্ন ও শাক ভাজা দর্শকদিগকে বিতরিত হয়।

(৩) স্বর্গদ্বার সাক্ষী। (৪) কান-পাতা হনুমান।

(৫) সুদামা পুরী।

(৬) নানকপন্থীর মঠ। এই স্থানে পাতাল-গঙ্গা নামে তীর্থ আছে। গুরু নানকের নাম সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তিনি পাঞ্জাব দেশীয় জনৈক সিদ্ধ পুরুষ এবং একেশ্বর বাদী ছিলেন। তিনি আমাদের মহাপ্রভু চৈতন্যের সমসাময়িক। তাঁহাকে শ্মশ্রুধারী

দর্শনে যবন মনে করিয়া পাণ্ডাগণ শ্রীমন্দির ইহাতে বিতাড়িত করেন। তিনি এই স্থানে আসিয়া কাতরে ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন। অবশেষে গভীর রাত্রিতে ভগবান স্বয়ং স্বর্ণ-থালে করিয়া প্রসাদ আনিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। এবং ভক্তের গৌরব রক্ষার্থে তিনি এই স্থানে পদ দ্বারা কূপ খনন করিয়া গঙ্গা দেবীকে আনয়ন করেন। পর দিবস সমস্ত রহস্য প্রচার হইয়া নানকের অতিশয় সম্মান বৃদ্ধি হইল। এক্ষণে উক্ত কূপ গুপ্তগঙ্গা নামে অভিহিত হয়। যাত্রিগণ এই পবিত্র জল স্পর্শ করিয়া থাকে। পাঞ্জাবের রাজা মহাসিংহ পুরীতে আসিয়া কূপের কপাট করিয়া দিয়াছেন। এই মঠে শিখ সন্ন্যাসী অতিথিগণ আশ্রয় পাইয়া থাকেন।

(৭) কবির পন্থি মঠ।

কবির সম্বন্ধেও অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে। কবিরের কাষ্ঠপাদুকা ও জপের মালা অদ্যাপি পূজিত এবং যাত্রিগণকে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এখানে আমানি প্রসাদের ব্যবস্থা আছে। শ্রীমন্দির হইতে স্বর্গদ্বারে যাইতে পথ-পার্শ্বে আরও অনেক উদ্যান, মঠ ও দেবালয় আছে। সেগুলি তাদৃশ বিখ্যাত নহে এই জন্য তাহার বিবরণ আমরা সংগ্রহ করি নাই। স্বর্গদ্বারে দ্রষ্টব্য বিষয় উপরে উক্ত হইল। এক্ষণে সমুদ্রে স্নানাদি সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য বিষয় ও শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

মহোদধৌ নরঃ স্নাত্বা দৃষ্টা শ্রীপুরুষোত্তমম্।
ব্রহ্মহত্যাদি পাপানি ক্ষয়িত্বা মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥
গঙ্গায়াঞ্চ সরস্বত্যাং গোদাবর্য্যাঞ্চ ভো দ্বিজাঃ।
যদযৎ ফলমাপ্নোতি তৎ লবণাম্বুধি দর্শনাৎ॥

কপিলসংহিতা। ৫ম অঃ।

সূর্য্যগ্রহণ সময়ে এই স্থানে স্নান করিলে কোটি জন্মের পাপ হইতে স্নাতব্যক্তি বিমুক্ত হইয়া থাকে। যথা ;—

কোটিজন্মকৃতং পাপং পুরুষোত্তমসন্নিধৌ।
কৃত্বা সূর্য্যগ্রহে স্নানং বিমুঞ্চতি মহোদধৌ॥

ইতি মৎস্য পুরাণবচনম্।

ক্রন্দন্তি সর্ব্বপাপানি সম্ভ্রান্তা সর্ব্বপাতকাঃ।
অনিষ্টানি পলায়ন্তে সিন্ধুস্নানোদ্যতস্য বৈ॥
অন্যতীর্থে কৃতং পাপং সিন্ধুতীরে বিনশ্যতি।
সিন্ধুতীরে কৃতং পাপং সিন্ধুস্নানাদ্বিনশ্যতি॥
সিন্ধুস্নানে রতং নিত্যং দৃষ্ট্বৈব যমকিঙ্করাঃ।
দিশো দশ পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা যথা মৃগাঃ॥
যমোঽপি ভীতস্তং দৃষ্ট্বা প্রণিপত্য প্রপূজ্য চ।
ন শক্নোতি তথা স্থাতুং তস্যাগ্রে পুণ্যকর্ম্মণঃ॥
মেরুমন্দরমাত্রোঽপি রাশিঃ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
সিন্ধুস্নানেন দগ্ধঃ স্যাৎ তৃণরাশিরিবাললাৎ॥
ব্রহ্মঘ্নো বা সুরাপো বা গোঘ্নো বা পঞ্চপাতকি।
সর্ব্বে তে নিষ্কৃতিং যান্তি সিন্ধুস্নানান্ন সংশয়ঃ॥
কপিলাকোটিদানাত্তু সিন্ধুস্নানং বিশিষ্যতে।
সকৃৎ সিন্ধাবগাহনং কুলকোটীঃ সমুদ্ধরেৎ॥
সর্ব্বতীর্থেষু যৎ পুণ্যং সর্ব্বেষ্বায়তনেষু চ।
লভেচ্চ তৎ ফলং সর্ব্বং সিন্ধুস্নানান্নসংশয়ঃ॥

ইতি উৎকলখণ্ডে।

পুরুষোত্তমতত্ত্বে যাত্রিগণের সাগর সমীপে কর্ত্তব্য বিষয় যেরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কৃত্বা চাব্দৈবতৈর্ম্মন্ত্রৈরভিষেকঞ্চ মার্জ্জনম্।
অন্তর্জ্জলে জপেৎ পশ্চাৎ ত্রিরাবৃত্ত্যঘমর্ষণম্॥
দেবান্ পিতৃংস্তথা চান্যান্ সন্তর্প্যাচম্য বাগ্যতঃ।
হস্তমাত্রং চতুষ্কোণং চতুর্দ্বারং সুশোভনম্॥
পুরং প্রলিখ্য ভো বিপ্রাস্তীরে তস্য মহোদধেঃ।
মধ্যে তত্র লিখেৎ পদ্মং অষ্টপত্রং সকর্ণিকম্।
একং মণ্ডলমালিখ্য পূজয়েৎ তত্র ভো দ্বিজাঃ॥
অষ্টাক্ষর বিধানেন নারায়ণমজং বিভুম্।
অর্চ্চনং যে ন জানন্তি হরের্ম্মন্ত্রৈর্যথোদিতম্॥
তে তত্র মূলমন্ত্রেণ পূজয়ন্ত্বচ্যুতং সদা।
এবং সংপূজ্য বিধিবৎ ভক্ত্যা তং পুরুষোত্তমম্॥
প্রণম্য শিরসা পশ্চাৎ সাগরন্তু প্রসাদয়েৎ।
প্রাণস্ত্বং সর্ব্বভূতানং যোনিশ্চ সরিতাং পতে।
তীর্থরাজ নমস্তুভ্যং ত্রাহি মামচ্যুতপ্রিয়॥
তীর্থে চাভ্যর্চ্চ বিধিবৎ নারায়ণমনাময়ম্।
রামং কৃষ্ণং সুভদ্রাঞ্চ প্রণিপত্য চ সাগরম্।
দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বদুঃখ বিবর্জ্জিতঃ।
কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য বিষ্ণোর্লোকঞ্চ গচ্ছতি॥
পিতৃণাং যে প্রযচ্ছন্তি পিণ্ডং তত্র বিধানতঃ।
অক্ষয়াং পিতরস্তেষাং তৃপ্তিং সংপ্রাপ্নুবন্তি বৈ॥

ইতি ব্রহ্মপুরাণে।

উক্ত বচনের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম। প্রথমে আপোহিষ্টাদি মন্ত্র

দ্বারা অভিষেক ও গাত্র সম্মার্জ্জন করিবে। তাহার পর ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ ইত্যাদি অঘমর্ষণ মন্ত্র জলমধ্যে অবস্থান করতঃ তিনবার জপ করিবে। তাহার পর দেব ও পিতৃগণের তর্পণ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন অবস্থায় সাগরতীরে একটী চতুর্দ্বার ও চতুষ্কোণ বিশিষ্ট হস্তপরিমিত পুর অঙ্কন করিবে, তন্মধ্যে অষ্টাদশ পদ্ম আঁকিয়া তাহার প্রত্যেক দলে "ওঁ জগন্নাথায় নমঃ" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র দ্বারা প্রভু নারায়ণের পূজা করিবে। যথা নিয়মে হরিপূজার মন্ত্র অজ্ঞাত থাকিলে মূল মন্ত্রেই তাঁহার পূজা চলিবে। এইরূপে ভক্তি সহকারে বিধিপূর্ব্বক পুরুষোত্তমের পূজা ও নমস্কার করিয়া সমুদ্র দর্শন করিবে। এবং নিম্নোক্ত প্রকারে তাঁহার প্রসন্নতা উৎপাদন করিবে।

হে অচ্যুতপ্রিয়! আপনি সকল প্রাণীর জীবন ও কারণ স্বরূপ এবং তীর্থ সমুদায়ের রাজা। হে সরিৎপতে! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন।

এই মহাতীর্থে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার ও সাগরের বিধিবৎ পূজা ও প্রণাম করিয়া সকলেই দশাশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিতে, সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্তি পাইতে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে এবং একবিংশতি কুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতে সক্ষম হয়। এই তীর্থে পিতৃগণকে পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণ নিশ্চয় অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন।

সমুদ্রতীরে অধুনা যাত্রিগণ পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় উপদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য সমাধা করিতে পারেন না। কারণ তাহা সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের যাত্রীর পক্ষে সম্ভবপর নহে। অতএব নিম্নোক্ত

প্রকারে ভক্ত ও ঈশ্বরপরায়ণ যাত্রিগণ সংক্ষেপে স্নানাদি কার্য্য সমাপন ও স্ব স্ব ইষ্টমন্ত্র জপ করিবেন।

প্রথমে সাগরকূলে গমন করতঃ সুবিশাল অনন্ত অম্ভোনিধি সমক্ষে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক করযোড়ে নিম্নোক্ত প্রকারে সমুদ্রের স্তব করিবেন।

সমুদ্র-স্তব ও স্নানমন্ত্র।

"বেদাদির্বো বেদবশিষ্ঠযোনিঃ
সরিৎপতিঃ সাগর রত্নযোনিঃ।
অগ্নিশ্চ তে তেজ ইলা চ তেজো
রেতোধা বিষ্ণুরমৃতস্য নাভিঃ॥
ইদন্তে অন্যাভিরস্য মানমদ্ভির্যাঃ
কাশ্চ সিন্ধুং প্রবিশন্ত্যাপঃ॥
সার্পোজীর্ণামিব ত্বচং জহামি পাপং শরীরাৎ॥"

তদন্তর—ভগবান বিষ্ণুর অবাহান ও সান্নিধ্য মন্ত্র।—

"বিশ্বাচি * ত্বং ঘৃতাচি † ত্বং বিশ্বযোনে বিশাম্পতে।
সান্নিধ্যং কুরু মে দেব সাগরে লবণাম্ভসি॥

তদন্তর পূজোপকরণ যাঁহার যাহা দেয় তাহা নিম্নোক্ত অর্ঘ মন্ত্র সহ প্রদান করিবেন।—

অর্ঘ্যমন্ত্র।—

"সর্ব্বরত্নময়ং শ্রীমান্ সর্ব্বরত্নাকরাকর।
সর্ব্বরত্ন প্রধানস্ত্বং গৃহানর্ঘ্যং মহোদধে॥"

---

* বিশ্বাচি—বিশ্বব্যাপী † ঘৃতাচি—ঘৃতভুক অর্থাৎ যজ্ঞভুক।

প্রণাম মন্ত্র। (করযোড়ে)

নমস্তে বিশ্বগুপ্তায় নমোবিষ্ণো হ্যপাম্পতে।
নমো হিরণ্যশৃঙ্গায় নদীনাং পতয়ে নমঃ॥
সমুদ্রায় বরুণায় প্রোচ্চার্য্য প্রণমেত্তথা॥

প্রার্থনা মন্ত্র ;—

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি প্রাবিশস্ত্বাং মহোদধে।
স্নানস্য মে ফলং দেহি সর্ব্বস্মাৎ ত্রাহি মাস্তসঃ॥

তৎপরে স্বীয় স্বীয় ইষ্ট মন্ত্রাদি জপ সমাপন পূর্ব্বক বারিধি সন্নিধানে তীর্থ দর্শনের অনুমতি জন্য নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন।

অনুমতি মন্ত্র—

"অশেষজগদাধার শঙ্খচক্রগদাধর।
দেহি দেব মমানুজ্ঞাং যুষ্মত্তীর্থ নিসেবনে॥

এইরূপে স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া তীর্থ দর্শনে যাইবেন। সমুদ্রকে অর্ঘ্য অর্থাৎ পূজাদ্রব্য যিনি যাহা সংগ্রহ করিতে পারিবেন তাহাই ভক্তি সহকারে অর্পণ করিবেন। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন; ভক্তের ভগবান। এক তণ্ডুলকণা অথবা একটী হরিতকী বা যে কোন একটী দ্রব্য ভক্তি সহকারে অর্পণ করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন।

আমরা প্রথমবার পুরী গমন করিয়া অপরাহ্নে সমুদ্র সন্দর্শনে যাইয়া তত্রস্থ সমুদয় দ্রষ্টব্য দর্শন করি। সুতরাং স্নানাদি সে দিবস হয় নাই, পরদিন প্রাতে হইয়াছিল। সমুদ্রগর্ভে যাইতে অর্দ্ধমাইল বালুকা ময় বেলা ভূমি অতিক্রম করিতে হয়। এই আমাদের প্রথম সমুদ্র দর্শন। দৃষ্টি মাত্রেই স্তম্ভিত, বিস্মিত এবং নিস্পন্দিত হইলাম। ভাবিলাম এই কি ভবসাগর! আমরা কি সেই

ভববারিধি কুলে দণ্ডায়মান! কিম্বা আমরা কি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে উপনীত! এই যে সম্মুখে ভীষণ তরঙ্গমালা পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-নীলাভ জলরাশি দেখিতেছি, ইহা যে অসীম, অনন্ত! অন্তরাত্মা যেন বলিতে লাগিল—"তোমার সম্মুখে ঐ অনন্তদেব লীলা করিতেছেন প্রণাম কর।" অমনি আমি সেই স্থানে পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করিলাম। আবার দেখিলাম। প্রাণ ভরিয়া নিমেষ শূন্য নয়নে দেখিতে লাগিলাম। সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছি, জীবনের কোন কথা, দেশের কথা সংসারের কথা, কিছুই মনে নাই। মনে হইল আমি স্বর্গে আসিয়াছি, আর মর্ত্ত্যে নাই; নিমেষ মধ্যে সেই সুখের সময় চলিয়া গেল; দেখিতে দেখিতে প্রভাকর নাচিতে নাচিতে পশ্চিম সাগর-সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক তিমির মধ্যে আমাদিগকে নিক্ষেপ করিলেন।

এই সময় রঘুবংশে উল্লিখিত দশানন প্রপীড়িত বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের ভগবান সন্নিধানে গমন ও সুমধুর স্তব মনোমধ্যে উদিত হইল। সেই সুধা-ক্ষরিত স্তব ভক্তি সহকারে পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম।

দশানন কর্ত্তৃক যখন দেশ অত্যন্ত উৎপীড়িত হয় সেই সময়ে অযোধ্যাপতি রাজা দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে ঋষিগণ সেই সময়ে সমুদ্রতীরে ভগবান সন্নিধানে গমন করেন। তাঁহার নিকট যেমন ঋষিগণ উপস্থিত হইলেন অমনি তাঁহার যোগ নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সেই শেষ নাগের সহস্র ফণার সহস্র মণির জ্যোতিতে ও স্বীয় বক্ষস্থিত কৌস্তভ মণির জ্যোতিতে ভগবানের তাৎকালিক কিরূপ রূপ হইয়াছিল এবং ঋষিগণ তাঁহাকে কিরূপে স্তুতি করিয়াছিলেন, তাহা মহাকবি কালিদাসের অমৃত-ক্ষরণী লেখনী হইতে কিরূপাকারে বহির্গত হইয়াছে, তাহা রঘুবংশের

দসম সর্গে দ্রষ্টব্য। পাঠকগণের বিদিতার্থ নিম্নে উক্ত মহাকবি কৃত বিষ্ণুস্তোত্র উদ্ধৃত হইল।

আমাদের বিবেচনায় ঋষিগণ এই স্থানে আসিয়া ভগবান দর্শন করিয়াছিলেন। কারণ এই স্থান অপেক্ষা পবিত্রতম স্থান আর নাই; দ্বিতীয়ত অযোধ্যা হইতে এই স্থানেই আগমন বিশেষ সুবিধাজনক ও সম্ভব।

বিষ্ণু-স্তোত্র।

নমো বিশ্বসৃজে পূর্ব্বং বিশ্বং তদনু বিভ্রতে।
অথ বিশ্বস্য সংহর্ত্তে তুভ্যং ত্রেধা স্থিতাত্মনে॥
রসান্তরাণ্যেকরসং যথা দিব্যং পয়োঽশ্নুতে।
দেশে দেশে গুণেষ্বেবমবস্থাস্ত্বমবিক্রিয়ঃ॥
অমেয়ো মিতলোকস্ত্বমনর্থো প্রার্থনাবহঃ।
অজিতো জিষ্ণুরত্যন্তমব্যক্ত ব্যক্তকারণম্॥
হৃদয়স্থমনাসন্নমকামং ত্বাং তপস্বিনম্।
দয়ালুমনঘস্পৃষ্টং পুরাণমজরং বিদুঃ॥
সর্ব্বজ্ঞস্ত্বমবিজ্ঞাতঃ সর্ব্বযোনিস্ত্বমাত্মভূঃ।
সর্ব্বপ্রভুরনীশস্ত্বমেকস্ত্বং সর্ব্বরূপভাক্॥
সপ্তসামোপগাতং ত্বাং সপ্তার্ণবজলেশয়ম্।
সপ্তার্চ্চিমুখমাচখ্যুঃ সপ্তলোকৈকসংশ্রয়ম্॥
চতুর্ব্বর্গফলং জ্ঞানং কালাবস্থাশ্চতুর্যুগাঃ
চতুর্বর্ণময়ো লোক স্তত্বঃ সর্ব্বং চতুর্মুখাৎ॥
অভ্যাসনিগৃহীতেন মনসা হৃদয়াশ্রয়ম্।
জ্যোতির্ম্ময়ং বিচিন্বন্তি যোগিনস্ত্বাং বিমুক্তয়ে॥

অজস্য গৃহ্নতো জন্ম নিরীহস্য হতদ্বিষঃ।
স্বপতো জাগরুকস্য যাথার্থ্যং বেদ কস্তব॥
শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ভোক্তুং চরিতুং দুশ্চরং তপঃ।
পর্য্যাপ্তোঽসি প্রজা পাতুম্ ঔদাসীন্যেন বর্ত্তিতুম্॥
বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘাঃ জাহ্নবীয়াঃ ইবার্ণবে॥
ত্বয্যাবেশিতচিত্তানাং ত্বৎসমর্পিতকর্ম্মণাম্।
গতিস্ত্বং বীতরাগাণামভূয়ঃ সন্নিবৃত্তয়ে॥
প্রত্যক্ষোঽপ্যপরিচ্ছেদ্যো মহ্যাদির্মহিমা তব।
আপ্তবাগনুমানাভ্যাং সাধ্যং ত্বাং প্রতি কা কথা॥
কেবলং স্মরণেনৈব পুণাসি পুরুষং যতঃ।
অনেন বৃত্তয়ঃ শেষা নিবেদিতফলাস্ত্বয়ি॥
উদধেরিব রত্নানি তেজাংসীব বিবস্বতঃ।
স্তুতিভ্যো ব্যতিরিচ্যন্তে দূরাণি চরিতানি তে॥
অনবাপ্তমবাপ্তব্যং ন তে কিঞ্চন বিদ্যতে।
লোকানুগ্রহ এবৈকঃ হেতুস্তে জন্মকর্ম্মণোঃ॥
মাহিমানং যদুৎকীর্ত্ত্য তব সংহ্রিয়তে বচঃ।
শ্রমেণ তদশক্ত্যা বা ন গুণানামিয়ত্তয়া॥

রঘুবংশ ১০ম সর্গ।

(৮)। **গোবর্দ্ধন বা শঙ্কর মঠ।** স্বর্গদ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে বাম দিকে অর্থাৎ রাস্তার পশ্চিম দিকে যে পথটী গিয়াছে (এক্ষণে সেই পথের প্রবেশ দ্বারে একটী সাইন-বোর্ডে "গোবর্দ্ধন মঠে যাইবার পথ" বলিয়া লেখা আছে) তদ্দারা

শঙ্করাচার্য্যের উক্ত মঠে যাওয়া যায়। দূরত্ব অর্দ্ধ মাইলের অধিক নহে। যে স্থানে শঙ্কর-মঠ অবস্থিত সে স্থানটীকে বালু-সাইর কহে। চারিদিকে উচ্চ বালুকাময় পাহাড়, মধ্য স্থলে নিম্ন ভূমিতে মঠের মন্দিরাদি ও প্রাঙ্গণ। অনেকে বলেন এই মঠ শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কোন্ সময়ে শঙ্করাচার্য্য পুরীতে আসিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহা পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ দামোদর তীর্থ ভারতী স্বামী। ইনি বেদান্ত শাস্ত্রে বিশেষ দক্ষ ইঁহার তত্ত্বাবধানে পুরীতে বেদাধ্যয়ন হয়। শঙ্কর-মতাবলম্বী সাধুরা এখানে আশ্রয় পাইয়া থাকেন। অধুনা বিদেশী ব্যক্তিগণ এই মঠের অন্তর্গত সাগর-কূলের জমি কায়েম জমা লইয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

সন ১৩১১ সালের ১৪ই পৌষ সপ্তম বার পুরী যাত্রায় আমরা শঙ্কর-মঠের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত দর্শন করি। মঠের মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের ১৮ বৎসর বয়সের একটী শ্বেত পাথরের সৌম্য মূর্ত্তি আছে। এই বৎসর ভূহানন্দ স্বামী দেহত্যাগ করায় জগন্নাথ বল্লভ মঠের সম্পত্তি শঙ্কর-মঠাধ্যক্ষের হস্তে আসিয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য পশ্চিম ভারতের কেরল নামক জনপদের (বর্ত্তমান মালাবার) কালপি নামক গ্রামে ৭১০ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শিবগুরু তাঁহার জন্মের ১ বৎসর পরে পরলোক গমন করেন। নবম বর্ষে অনেক কৌশলে মাতা সুভদ্রার অনুমতি লইয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তভাষ্য ও কয়েক খানি সারবান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন; তাহা অতি জ্ঞানগর্ভ পবিত্র এবং লোক-হিতকর। কিন্তু অধুনা কয়জন তাহার মর্ম্ম অবগত হইবার চেষ্টা ও যত্ন করেন। তিনি যে অতি সংক্ষেপে সরল ভাষায় মুক্তির

পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে কয়জন সেই পথের পান্থ হইয়াছেন? তবে অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি কেবল মাত্র বৃথা উল্লাস করিয়া বলে যে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মের মুলে কুঠারাঘাৎ করিয়াছেন।

তিনি যে "মণি রত্নমালা" গাঁথিয়া গিয়াছেন কয়জন তাহা হৃদয়ে ধারণ করেন?

চিরকাল যুগে যুগে এইরূপ হইয়া আসিতেছে যে, যখন কোন এক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পতন হয় বা হইতে আরম্ভ হয়, তখন ভগবান আর এক মহাপুরুষকে তাহার সংস্কার জন্য পাঠাইয়া দেন, অথবা স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন।

শঙ্করাচার্য্যের জন্মের পূর্ব্বে ভট্টপাদ নামে অন্য এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। কিন্তু তাঁহার নাম শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় বিখ্যাত হয় নাই। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম উচ্ছেদে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্যের প্রধান মঠ মহিযুরের উত্তরদিগবর্ত্তী তুঙ্গভদ্রা নদী তীরে শৃঙ্গগিরীর শীর্ষ দেশে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মঠে অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। এখানে অনেক উচ্চ সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসি সকল অবস্থান করেন। মঠাবাস পূর্ব্বে ছিল না। বুদ্ধদেব এই প্রথার সৃষ্টি করেন। শঙ্করাচার্য্য ইহা উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হিমালয়ের বদরিকাশ্রম শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত। অনেকে শঙ্করাচার্য্যকে শঙ্করের অবতার বলিয়া বিবেচনা করেন। দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ বয়সে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন। মান্দ্রাজের কাঞ্চিনগরে (Conjeevaram) তাঁহার সমাধি-মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কাঞ্চী-নগরী প্রাচীন সুবিখ্যাত সপ্তনগরীর অন্যতম।

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকা॥"

২য়। মার্কণ্ডেয় সরোবর বা হ্রদ।

শ্রীমন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল পশ্চিম-উত্তরে অবস্থিত। ইহা কৃষ্ণের দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া পুরাণে উক্ত আছে।

ইহার চতুর্দ্দিকেই বাঁধা ঘাট। দক্ষিণ দিকে মার্কণ্ডেশ্বর নামক শিবের তিন ভাগে বিভক্ত মন্দির। রাজা কুণ্ডল কেশরী দ্বারা ৮২০ খৃঃ নির্ম্মিত। বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র ইহার সংস্কার করিয়া দিয়াছেন।

তস্মিন্নীলাচলে বিপ্রা দেবরাজস্য দক্ষিণে।
যমেশ্বর ইতি খ্যাতো যমসংযম তৎপরঃ॥
মার্কণ্ডেয়ঞ্চ তত্রৈব তীর্থং ত্রৈলোক্য পাবনম্।
যত্র স্নাত্বা সুরাঃ সর্ব্বে স্বপুরং প্রাপ্নুয়ুঃ পুরা॥
মার্কণ্ডেয়বটং বিপ্রা স্বয়ং কৃষ্ণেন নির্ম্মিতম্।
হিতার্থং মহর্ষেশ্চৈব মার্কণ্ডেয়স্য ধীমতঃ॥

কপিল সংহিতা।

উত্তর ঘাটের সন্নিকটে নিম্নোক্ত অষ্ট-মাতৃক-মূর্ত্তি আছেন। যথা,

(ক) চারি মস্তক ও চারি হস্তবিশিষ্ট হংসবাহিনী ব্রাহ্মী মূর্ত্তি।

(খ) ষণ্ডোপরি অবস্থিতা ঈশানী।

(গ) ময়ূরাসনে অবস্থিতা কার্ত্তিক গেহিনী কৌমারী।

(ঘ) গরুড়-বাহিনী বৈষ্ণবী মূর্ত্তি।

(ঙ) ষণ্ড-বাহিনী বারাহি।

(চ) ঐরাবৎ-বাহিনী ইন্দ্রাণী।

(ছ) চামুণ্ডা। (জ) চণ্ডিকা।

(ক) তত্র ব্রাহ্মী চতুর্বক্ত্রা ষড়্ভূজা হংসসংস্থিতা।
পিঙ্গলা ভূষণোপেতা মৃগচর্ম্মোত্তরীয়কা॥
বরং সূত্রং শ্রুবং ধত্তে দক্ষবাহুত্রয়ে ক্রমাৎ।
বামেতু পুস্তকং কুণ্ডীং বিভ্রতী চাভয়প্রদা॥

(খ) মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া পঞ্চবক্ত্রা ত্রিলোচনা।
শুক্লেন্দুভৃজ্জটাজুটা শুক্লা সর্ব্বসুখপ্রদা॥
ষড়্ভূজা বরদা দক্ষে সূত্রং ডমরুকং তথা।
শূলঘণ্টাভয়ং বামে সৈব ধত্তে মহাভুজা॥

(গ) কৌমারী রক্তবর্ণা স্যাৎ ষড়্বক্ত্রা সার্কলোচনা।
রবিবাহুর্ময়ূরস্থা বরদা শক্তিধারিণী॥
পতাকাং বিভ্রতী দণ্ডঞ্চাপং বাণঞ্চ দক্ষিণে।
বামে চাপমথো ঘণ্টাং কমলং কুক্কুটং স্বধঃ॥

(ঘ) পরশুং বিভ্রতী তীক্ষ্ণং তদধস্ত্বভায়ান্বিতা।
বৈষ্ণবী তার্ক্ষ্যগা শ্যামা ষড়্ভুজা বনমালিনী॥
বরদা গদিনী দক্ষে বিভ্রতী চাম্বুজস্রজম্।
শঙ্খচক্রাভয়া বামে সা চেয়ং বিলসদ্ভুজা॥

(ঙ) কৃষ্ণবর্ণা তু বারাহী শূকরাস্যা মহোদরী।
বরদা দণ্ডিনী খড়গং বিভ্রতী দক্ষিণে সদা॥
খেটপানাভয়া বামে সৈব চাপি লসদ্ভুজা।

(চ) ঐন্দ্রী সহস্রদৃক্ সৌম্যা হেমাভা গজসংস্থিতা॥

বরদা সূত্রিণী বজ্রং বিশত্যূর্দ্ধস্তু দক্ষিণে।
বামে তু কলসং পাত্রং ত্বভয়ং তদধঃ করে॥
(ছ) চামুণ্ডা প্রেতগা রক্তা বিকৃতাস্যা হি ভূষণা।
দংষ্ট্রাগ্রক্ষীণদেহা চ গর্ত্তাক্ষী ভীমরূপিণী॥
দিগ্বাহুঃ শ্যামকুক্ষিশ্চ মুশলং কবচং শরম্।
অঙ্কুশং বিভ্রতি খড়্গং দক্ষিণে ত্বথ বামতঃ॥
খেটং পূর্ণধনুর্দ্দণ্ডং কুঠারঞ্চেতি বিভ্রতী।
(জ) চণ্ডিকা শ্বেতবর্ণা স্যাৎ শবারূঢ়া চ ষড়্ভুজা॥
জটিনা বর্ত্তুলাত্র্যক্ষা বরদা শূলধারিণী।
কর্ণিকাং বিভ্রতী দক্ষে পানপাত্রোভয়ান্বিতঃ।
ইত্যেবং মাতরঃ প্রোক্তা রূপভেদব্যবস্থয়া॥

হেমাদ্রি ব্রতখণ্ড, ১ম অঃ।

মূর্ত্তিগুলির গঠন সুন্দর হইলেও শাস্ত্রের সহিত মিল নাই। হ্রদের পূর্ব্ব তীরে কৃষ্ণমূর্ত্তি কালিয় সর্পের ফণায় দাঁড়াইয়া বংশী বাজাইতেছেন। এখানে যথাবিধি স্নান ও শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা আছে।

৩য়। যমেশ্বর।

শ্রীমন্দিরের প্রায় অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কোন মতে ইহা যমরাজের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। উৎকল খণ্ডের মতে শিব এখানে যমের সংযম নষ্ট করায় যমেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছেন।

তত্র স্নাত্বা নরঃ শ্রেষ্ঠো দৃষ্ট্বা শৈলসুতাপতিম্।
কোটিজন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নাশয়েৎ॥

যমেশ্বরং সমালোক্য পূজয়িত্বা তু ভক্তিতঃ।
নরঃ শিবমবাপ্নোতি যমদণ্ড বিবর্জ্জিতঃ।

কপিল সংহিতা।

৪র্থ। অলাবুকেশ্বর।

তস্য পশ্চিম দিগ্ভাগেঽলাবুকেশ্বর সংজ্ঞকঃ।
আশ্রয়িত্বা নরস্তঞ্চ, মনোরথমাপ্নুয়াৎ॥
অপুত্রঃ পুত্রবাংশ্চৈব ব্যঙ্গঃ কন্দর্পরূপধৃক্।
ভবত্যেবং মহীপালঃ তস্য লিঙ্গস্য সেবনাৎ॥

কপিল সংহিতা।

যমেশ্বরের পশ্চিম ভাগে ইহা অবস্থিত; ললাটেন্দু কেশরী কর্ত্তৃক ৬৫০খৃঃ প্রতিষ্ঠিত। উপরিউক্ত শ্লোকে ইহার মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য।

৫ম। কপাল মোচন।

অলাবুকেশ্বরের অতি সন্নিকটে অবস্থিত।

কপাল মোচনো নাম লিঙ্গং সন্নিহিতং প্রভো।
তং দৃষ্ট্বা বিধিবদ্ভক্ত্যা ব্রহ্মহত্যা বিমুচ্যতে।

কপিল সংহিতা।

৬ষ্ঠ। শ্বেত-গঙ্গা।

শ্রীমন্দিরের পশ্চিমভাগে অতি সন্নিকটে অবস্থিত। ইহার পার্শ্বে শ্বেত ও মৎস্য মাধব বিরাজিত। ইহার উভয় তীরে সমাধি ও সার্ব্বভৌম মট দ্বয়। ইহার মাহাত্ম্য নিম্ন শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

তত্র নীলাচলে বিপ্রাঃ শ্বেতগঙ্গা ইতি শ্রুতা।
শ্বেতমাধব রূপেণ তত্রাস্তে ভগবান্ প্রভুঃ॥

মৎস্য মাধবস্তত্রৈব বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
উভয়ো দৃষ্ট সংযোগে কীটো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥
ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ গোঘ্নো বা পিতৃঘাতকঃ।
তে সর্ব্বে মুক্তিমায়ান্তি মধ্যে চ শ্বেতমৎস্যয়োঃ॥
শ্বেতায়াঞ্চ নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা তৌ শ্বেতমৎস্যকৌ।
পাপানি চ পরিত্যজ্য শ্বেতদ্বীপে ব্রজেদ্ ধ্রুবম্॥

শ্বেত-গঙ্গার জল অতি অপরিষ্কার হেতু গত বর্ষে ৫।৬ মাস ধরিয়া জলোত্তলন যন্ত্রের দ্বারা ইহা শুষ্ক করিতে পারে নাই। কিন্তু পবিত্র বিধায় অনেক যাত্রী ইহাতে স্নান করিয়া থাকে। ইহার চতুর্দ্দিক প্রস্তরে বাঁধান এবং প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। সন ১৩১২ সালের ২২শে আশ্বিন ৮ম বার পুরী যাত্রায় আমরা শ্বেতগঙ্গার পশ্চিম পার্শ্বে রাঘবদাস মঠের সন্নিকটে একটী দ্বিতল বাটীতে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। এই বাসায় বসিয়া সুন্দররূপে সমুদ্র দর্শন হইতে পারে। এই বাটীর দ্বিতল গৃহের ছাদ হইতে পুরীর সমস্ত স্থান দৃষ্টিগোচর হয়; এবং প্রভাতে তথা হইতে জলধি উপরে তপনদেবের উদয় দর্শন হয়।

৭ ম। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।

গুণ্ডিচাগড়ের ঈশান কোণে অর্দ্ধমাইল দূরে অবস্থিত। জল অতি স্বচ্ছ, সুন্দর, এবং কৃষ্ণবর্ণ। ইহা দীর্ঘে ৪৮৬ ফিট প্রস্থে ৩৯৬ ফিট। চতুর্দ্দিকে প্রস্তর-বাধান ঘাট। ইন্দ্রদ্যুম্নের যজ্ঞে যে সকল গাভী দানার্থে আনিত হয়, তাহাদের খুরাগ্রখনিত খাতই ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে পরিণত। ইহাতে অনেক বৃহদাকারের পঞ্চাঙ্গ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। যাত্রিগণ মুড়কির মোয়া

প্রভৃতি ক্রয় করিয়া তত্রস্থ পঞ্চগুপ্তগণকে প্রদান করে। বৃন্দারণ্যে সূর্য্য-তনয়ার কূলে একদিন এই পঞ্চাঙ্গ-লীলা দর্শনে আমরা অতিশয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম।

ইন্দ্রদ্যুম্নসরঃ স্নাত্বা ইন্দ্রেণ সম্প্রপূজিতম্।
তত্র স্নাত্বা নরো বিপ্রা ইন্দ্রেণ সহ মোদতে॥
তত্রস্থং নরসিংহঞ্চ হরন্তু নীলকন্দরম্।
দৃষ্ট্বা নত্বা পূজয়িত্বা জ্যোতির্লোকং ব্রজেন্নরঃ॥

কপিল সংহিতা

৮ম। চন্দন সরোবর বা নরেন্দ্র তলাও।

শ্রীমন্দির হইতে অর্দ্ধমাইলের কিঞ্চিদধিক। পুরীর মধ্যে ইহাই বৃহৎ সরোবর। এবং "বড়দন্দ" নামক রাজমার্গের অতি সন্নিকটে। ইহা কেশরি নরসিংহ দেবের সময়ে খনিত হইয়াছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তর-বাঁধান ঘাট মধ্যস্থলে দুইটী দ্বীপ ও দ্বীপোপরি মন্দির বিরাজিত। বৈশাখ মাসে চন্দন যাত্রার সময় মদনমোহন মূর্ত্তি অপর চারিটী লিঙ্গমূর্ত্তির সহিত এই স্থানে আনিত হইয়া একবিংশতি দিবস অবস্থিত এবং নৌকায় ভ্রমণ করান হয়।

৯ম। লোকনাথ।

ইহা পুরীর পশ্চিম সীমায় অবস্থিত। প্রবাদ যে রাবণ কর্ত্তৃক ত্রেতা যুগে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দিকে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। স্থানটী চ্যুতকাননে পরিবৃত। প্রবেশ দ্বার সমীপে একটী ছোট সরোবর। মধ্যস্থলের মন্দির লোকনাথ দেবের এবং তৎপার্শ্বস্থ প্রধান মন্দির হরপার্ব্বতির। মন্দির-নিম্নে জলের স্প্রিং বা উৎস থাকায় সর্ব্বদা জল উঠিতেছে।

লিঙ্গটী সর্ব্বক্ষণই জল নিমগ্ন থাকেন। মন্দিরে প্রবেশ করিতে প্রত্যেককে অর্দ্ধআনা করিয়া দিতে হয়। সন ১৩১১ সালের কার্ত্তিক মাহায় আমাদের ষষ্ঠবার পুরীযাত্রায় লোকনাথ দর্শন হয়। ইহা সমুদ্রের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। তথায় যাইতে কতকটা জলমগ্ন পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। আমরা গোযানে গমন করিয়াছিলাম। এই মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে রন্ধনশালা আছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণটী প্রশস্ত। প্রাঙ্গণে অনেক মহীরুহ থাকায় রৌদ্রের সময় তাহার ছায়ায় বসিয়া অনেকে আরাম করিতে পারে। উক্ত লোকনাথজীউ শ্রীজগন্নাথ দেবের তোষাখানার দাওয়ান, সেই হেতু তাঁহাকে প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথ দেবের নিকট "হাজিরা" দিতে হয়।

সেই হেতু লোকনাথ দেবের ভোগমূর্ত্তি প্রতি রাত্রিতে শ্রীমন্দিরে আনিত ও প্রাতে পুন প্রেরিত হইয়া থাকে। শিব-রাত্রির সময় এখানে বিশেষ সমারোহ ও লোক সমাগম হয়। সেই সময় লোকনাথ দেবের মূর্ত্তি জল হইতে জাগিয়া উঠে।

১০ম। সিদ্ধ-বকুল।

ইহা শ্রীমন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে অবস্থিত। এখানে অনেক দেবদেবীর মন্দির আছে। এখানকার অধ্যক্ষ অতি ভদ্র ও বিনীত। ইহা একটী মঠ। ঐ বাটীর মধ্যে একটী বকুল বৃক্ষের গুঁড়ি ভগ্ন হইয়া শায়িত অবস্থায় রহিয়াছে। প্রবাদ এই যে এই স্থানে কতকগুলি সন্ন্যাসি শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে বাস করিতেন। তাঁহাদের অত্যন্ত রৌদ্র লাগিত বলিয়া একজন প্রভুর নিকট বলিলেন। তখন তিনি যে বকুলবৃক্ষের ডালে দন্তধাবন করিতেছিলেন, সেই দাঁতনকাটিটী তথায় প্রোথিত করিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে তাহা বৃক্ষে

পরিণত হইয়া তথায় ছায়া সম্পাদন করিল। সেই বৃক্ষটী অদ্যাপী অতি পবিত্র বৃক্ষ বলিয়া পূজিত এবং সিদ্ধ-বকুল নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এক সময়ে শ্রীমন্দিরে একটী বৃক্ষের গুঁড়ি আবশ্যক হওয়ায় ঐ বৃক্ষটিকে ছেদন করিবার স্থির হইল। বৃক্ষটীকে ছেদনার্থ যাইবার সময়ে বৃক্ষটী এমন ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িল, যে তাহার গুঁড়ির সমস্ত কাষ্ঠ চিরিয়া ফাটিয়া নষ্ট হইয়া গেল। কেবল মাত্র ত্বকের উপর নির্ভর করিয়া বৃক্ষটী হেলিয়া রহিল। অদ্যাবধি সেই বকুল বৃক্ষ সেই ভাবেই জীবিত রহিয়াছে এবং উহা "সিদ্ধ-বকুল" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সন ১৩০৯ সালের পৌষমাসে চতুর্থবার পুরী যাত্রায় ইহা সন্দর্শন করিয়াছিলাম।

১১ শ। চক্রতীর্থ। ইহা পুরি-ষ্টেশণের অন্যূন অর্দ্ধ মাইল দূরে অগ্নিকোণে সমুদ্র তীরে "বালগুণ্ডি নালার" ধারে অবস্থিত। শ্রীমন্দির হইতে দূরত্ব দুই মাইল হইবে। ইহা একটী ঝিল সদৃশ ক্ষুদ্র জলাশয়। সমুদ্র হইতে বালুকাময় পাহাড় দ্বারা পৃথক করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে অতি স্বল্প বালুকাময় বাঁধ মাত্র ব্যবধান সত্ত্বেও ইহার জল অতি সুমিষ্ট। সমুদ্র-সলিলের ন্যায় লবণাক্ত নহে। এখানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া যাত্রিগণকে বালুকা পিণ্ড প্রদান করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞ সময়ে এই স্থলে শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণার্থ ব্রহ্মদারু ভাসিয়া আসিয়াছিল। ইহার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধদেশে মন্দির মধ্যে শ্রীচক্র-নারায়ণ মূর্ত্তি বিরাজিত। অনতিদূরে অন্য মন্দিরে হনুমান মূর্ত্তি বিরাজিত। এই স্থানে একটী নূতন পঞ্চবটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

চক্র-নারায়ণ-মন্দির সমীপে মৃত্তিকার মধ্যে একটী গহ্বর আছে, তাহার উপরি ভাগটী বাঁধান ও তাহার মধ্যদিয়া ভিতরে

যাইবার একটী সুড়ঙ্গ পথ আছে। ইহার অপর কোন গুপ্ত পথ আছে কিনা বুঝিতে পারিলাম না। সুড়ঙ্গটী অতি সরু। মস্তক প্রবেশের মত স্থান আছে। তন্মধ্যে এক সাধু বাস করেন; একথা তথাকারই এক ব্যক্তি বলিল। আমরা তথায় গমন করিলে "বাবাজী বাবাজী" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কোন উত্তর না পাইয়া বলিল তিনি হয় বহির্দ্দেশ গিয়াছেন নচেৎ ইহার ভিতরে ধ্যানস্থ আছেন। তিনি এই সুড়ঙ্গ দিয়া যাতায়াত করেন। আপনাদের যাহার যাহা দিবার আছে ইহার ভিতরে নিক্ষেপ করিয়া দিন। সন ১৩১১ সালের পৌষ মাসে সপ্তম-বার পুরী যাত্রায় আমরা ইহা দর্শন করিয়াছিলাম। আমরা স্বর্গদ্বারে স্নান করতঃ বিশাল বারিধির বালুকাময় বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া এস্থানে আসিয়াছিলাম। এস্থলে আসিলে জনৈক পাণ্ডা স্ত্রীলোকগণকে লইয়া সেই স্থানে জল স্পর্শ করাইয়া প্রত্যেককে তিনটী করিয়া বালির মন্দির করাইলেন এবং প্রত্যেকের নিকট ছয়টী পয়সা ও অন্যান্য দ্রব্য লইলেন। ইত্যবসরে আমরা দুই জনে তত্রস্থ জনেক সাধুর আশ্রমে বসিয়া গীতাপাঠ শ্রবণ করিলাম। একটী ক্ষুদ্র কুটীরে তুলসীবৃক্ষ পরি বেষ্টিত হইয়া কয়েক খানি ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া এক সাধু অবস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রশান্তচিত্ত ও আত্মজয়ী বলিয়া অনুমান হইল। রমণিগণও অবশেষে সাধু সন্নিধানে আসিয়া উপবিষ্টা হইলেন। তৎপরে সাধু শ্রীমৎভাগবতের এক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। তৎপরে সকলে সাধুকে যথাসাধ্য প্রদান পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া নির্ম্মাল্য গ্রহণে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

স্থানটী অতি বিবিক্ত। সাধুর জীবনে কোন অশান্তি নাই।

অনন্ত সমুদ্রের তীরে অনন্তের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া সাধু অনন্ত শান্তি সুখ উপভোগ করিতেছেন। এ সুখ নৃপতি প্রাসাদেও দুষ্প্রাপ্য। শুনিলাম সাধু অধ্যয়ন সমাপন করিয়া আর প্রতারণা ও গরলময় সংসারে প্রবেশ করেন নাই। এই স্থানে অনাহারে দিবা রাত্র বসিয়া থাকিলেও কোন ক্লেশ বোধ হয় না। এই স্থানে চিরশান্তি বিরাজমান।

তৎপরে আমরা সমুদ্র গর্ভ হইতে উৰ্দ্ধে উঠিয়া চক্র-নারায়ণ দর্শন করি। ইহা চক্র মধ্যস্থ নৃসিংহ মূর্ত্তি। এখানে একটী অসম্পূর্ণ মন্দির রহিয়াছে। দেবতার এখানে অন্নভোগের বন্দোবস্ত আছে। তৎপরে আমারা ষ্টেষণের পার্শ্বস্থিত ভিন্ন পথ দিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এবার আমরা জয়-জয়-রাম মঠে বাসা লইয়াছিলাম। ইহার মধ্যে একটী ঠাকুর বাটী আছে। অবশিষ্ট ঘর ভাড়া দিবার জন্য। এরূপ ধরণের অনেক মঠ পুরীধামে বিদ্যমান আছে। পুরীতে ছোটবড় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ৭৫২টী মঠ আছে। প্রধান ২ মঠ গুলির পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে।

সমুদ্র তীরে সূর্য্যোদয় দর্শন।

সমুদ্রতীরে সূর্য্যোদয় দর্শন একটী আনন্দ জনক ব্যাপার। এই হেতু অনেক শিক্ষিত যাত্রী প্রত্যুষে উঠিয়া সমুদ্রতীরে গিয়া উপনীত হন। দর্শকগণ অনন্ত জলরাশির অরুণবর্ণাভ পূর্ব্বদিক লক্ষ করিয়া তীরে দণ্ডায়মান থাকেন। এমন সময় বোধ হয় যেন তপন দেব সমুদ্র হইতে গোলাকার সুবর্ণ দেহের কিঞ্চিদংশ জলের উপর দেখাইলেন। তাহার পর বোধ হয় যেন অরুণ-সারথি লম্ফ দিতে দিতে একেবারে জলের মধ্য হইতে আকাশ পথে উদয় হন। শেষের লম্ফটী দ্রুততম এবং স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ইহার কারণ তথায় তির্য্যগ্‌গত ক্ষিতিজ রেখা পরিলক্ষিত

হয়। অপিচ পৃথিবীর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ২০ মাইল; সুতরাং যে স্থলে সমুদ্রের সমতল সলিল-রাশি ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই দৃষ্টি গোচর হয় না, সেই জলধি উপরিস্থিত চক্রবালের সঙ্গম-স্থলে ঐ গতির অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। অন্যত্র বৃক্ষাদির অন্তরায় হেতু তাহা ঘটে না। আমরা কয়েকবার ইহা দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু পূর্ব্বাকাশে জলধর বিদ্যমান থাকায় ইহা ভালরূপ দর্শন হয় নাই। পয়োধি উপরিস্থিত পূর্ব্বাকাশে প্রায়ই বাল-প্রভাকরের অরুণবর্ণ কিরণ প্রভায় অনুরঞ্জিত নানা বর্ণের পয়োধর সকল বিবিধ জীব জন্তুর আকার ধারণ পূর্ব্বক বর্ত্তমান থাকায় সুন্দররূপে সূর্য্যোদয় দর্শনের অন্তরায় ঘটে। সন ১৩০৮ সালে আশ্বিন মাসে আমরা বিশাখপত্তনের (Vizagapatam) সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটী দ্বিতল বাসা হইতে অতি সুন্দররূপে সূর্য্যোদয় দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছিলাম। ভাস্কর দেবের সাগরসলিলোপরি অস্তগমন কালীন দৃশ্য ও অতি মনোহর। উদয়কালে যেমন লম্ফ দিতে দিতে উদিত হন অস্তকালে তদ্রূপ সাগর সলিলে নিমগ্ন হন। সাগর পুলিনে উপবিষ্ট হইয়া অনন্ত নীল-চন্দ্রাতপ তলে শ্বেত ঊর্ম্মিমালা পরিপূর্ণ নীলসলিলা রত্নাকরের অপূর্ব্ব মনোহর এবং ভীতি ও আনন্দ ব্যঞ্জক দৃশ্য দর্শনে ভগবানের প্রতি প্রীতি ও ভক্তি মনোমধ্যে জাগরিত হইয়া অপার আনন্দ উপজিত হয়। তাই প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব পূর্ব্বোক্ত জগন্নাথাষ্টক গাথা সর্ব্বদা এই স্থানে বসিয়া গাহিতেন ও আনন্দ সাগরে ভাসিতেন। যাঁহাদের দিব্য চক্ষু লাভ হইয়াছে তাঁহারা শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তর অপেক্ষা এই স্থানে শ্রীভগবানের মূর্ত্তি অধিকতর আনন্দ সহ নিরীক্ষণ করিতে পারেন।

১২ শ। সাক্ষী গোপাল বা সত্যবাদী।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে সত্যবাদী বা গুপ্ত-বৃন্দাবন গ্রামে উদ্যান মধ্যে উক্ত সাক্ষী গোপাল ৭০ ফিট উচ্চ একটী মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এক্ষণে ঐ স্থানটী সাক্ষীগোপাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাক্ষীগোপালে বঙ্গ-বিদর্ভনগর লৌহবর্ত্ম সমিতির আরোহীদিগের জন্য আরোহণাবরোহণার্থে ষ্টেষণ আছে। ষ্টেষণ হইতে মন্দির এক মাইলের অধিক হইবে না। দ্রুতগামী বাষ্পীয় রথ হইতে উক্ত মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিগোচর হয় যে উদ্যানে মন্দির অবস্থিত তাহা পরীখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। সম্মুখে প্রস্তর নির্ম্মিত ১৮ নালা সদৃশ একটী সেতু উত্তীর্ণ হইয়া প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের সম্মুখে রাস্তার দুই পার্শ্বে তদ্দেশ জাত খাদ্য দ্রব্যের পণ্য-বীথিকা ও যাত্রিগণের বিশ্রাম স্থান। পার্শ্বে একটী সরোবর এবং চারি দিকেই রসালাদি বিবিধ পাদপ রাজি দ্বারা স্থানটী সুশোভিত।

মন্দিরের প্রাঙ্গণ দীর্ঘে প্রস্থে যথাক্রমে ১৬২ ফিট ও ১৩৮ ফিট, প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। মন্দির প্রাঙ্গণেও কয়েটী বৃক্ষ আছে।

মন্দির মধ্যে দুইটী মূর্ত্তি বিরাজিত। শ্রীসাক্ষী-গোপাল ও শ্রীরাধিকা। উভয় মূর্ত্তিই অতি মনোহর। প্রথম কৃষ্ণবর্ণ, ৫ ফিট উচ্চ; দ্বিতীয় গৌরবর্ণ, ৪ ফিট উচ্চ। উভয়েই প্রস্তর নির্ম্মিত।

এই স্থানে দেবতার মিষ্টান্ন ভোগ হইয়া থাকে; অন্ন-ভোগ আদৌ হয় না।

সাধারণ যাত্রিগণের মধ্যে এইরূপ ধারণা এবং এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে সাক্ষী গোপালকে দর্শন করিয়া না গেলে সমস্ত ফল নষ্ট হয়।

পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল যে, পুরী হইতে যাত্রিগণ পাণ্ডার লিপি লইয়া এখানে সেই লিপি গোপাল মূর্ত্তি সন্নিধানে অর্পণ করিত। এক্ষণে সে প্রথার প্রচলন দৃষ্টিগোচর হইল না।

আমরা সন ১৩১১ সালের কার্ত্তিক মাসে ষষ্ঠ বার পুরী যাত্রায় শ্রীসত্য বাদী দেবকে দর্শন করি। অপরাহ্ণ প্রায় সার্দ্ধ চারি ঘটিকার সময় আমরা মন্দির-দ্বারে উপস্থিত হইয়া অবগত হইলাম যে, পাণ্ডা গৃহে গমন করিয়াছেন এবং মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ আছে। সুতরাং তখন কোন যাত্রিই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন নাই। ইত্যবসরে আমরা মন্দিরের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া দর্শন করিলাম। কয়েকটী ক্ষুদ্র মন্দির ভিন্ন আর নিকটে দ্রষ্টব্য কিছুই নাই। কিন্তু উদ্যানটীর নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য আছে।

দিননাথ অদৃশ্য হইলে পাণ্ডা আগমন পূর্ব্বক দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন; এবং অর্দ্ধ আনা প্রত্যেকের নিকট লইয়া প্রবেশ করিতে দিলেন। তদন্তর আমরা মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক পুষ্প-মালাদি প্রদানে মনোহর দেব মূর্ত্তি দর্শনে অতিশয় পুলকিত হইলাম। তৎপরে পাণ্ডার সহকারী লোক আমাদিগকে মিষ্ট প্রসাদ প্রদানে দক্ষিণা গ্রহণ করিলেন। আমরা তৎপরে মন্দির প্রদক্ষিণ ও পঞ্চাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক বহির্গত হইলাম।

কেন এই গোপালের নাম সাক্ষী গোপাল হইল তাহার বিশেষ বিবরণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে, মধ্যম খণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যকে যেরূপে গোপাল চরিত শুনাইয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

চৈতন্যদেব নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসি-বেশে নীলাচলে আসিবার কালীন যাজপুর অতিক্রম পূর্ব্বক কটকস্থ গোপাল সন্দর্শনে আনন্দে নৃত্য-গীত ও স্তব-স্তুতি করিলেন। তদন্তর

ভক্তগণ সহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখাৎ সাক্ষী-গোপাল বৃত্তান্ত শুনিয়া সুখী হইয়াছিলেন।

"নিত্যানন্দ মুখে শুনি গোপাল চরিত।
তুষ্ট হইলেন মহাপ্রভু সভক্ত সহিত॥"

কনজিভারমের (কাঞ্চিপুর) নিকটস্থ বিপ্রদ্বয় তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া গয়া, কাশি, ও প্রয়াগাদি দর্শনান্তর বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া তত্রত্য অন্যান্য দ্রষ্টব্য বিষয় অবলোকন পূর্ব্বক অবশেষে শ্রীগোপাল জীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে কিছু দিবস অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিপ্রদ্বয়ের মধ্যে বিদ্বান, উচ্চবংশ সম্ভূত ও বয়োবৃদ্ধ কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলে সামান্য বংশজাত ও কনিষ্ঠ তাঁহার সেবা শুশ্রূষাদি দ্বারা তাঁহাকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও বাধিত করিলে তিনি কনিষ্ঠ বিপ্রকে স্বীয় অনুঢ়া দুহিতা অর্পণ করিতে গোপাল সন্নিধানে অঙ্গীকার করিলেন। বৃদ্ধ সুস্থ হইলে উভয়ে দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তীর্থের সমস্ত ব্যাপার আত্মীয় স্বজনকে বলিলেন। তাহাতে তাঁহার স্ত্রী-পুত্রগণ ঐরূপ হীনবংশে ও মুর্খ পাত্রে কন্যাদান করা সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি করিলে তিনি কনিষ্ঠ বিপ্রকে কহিলেন আমি অসুস্থ অবস্থাতে কি বলিয়াছি তাহা আমার মনে নাই। তাহাতে কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অপরাপর লোকদিগকে ডাকিয়া এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। তাহাতে জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণের পুত্রাদি-গণ বলিল উহার সাক্ষী প্রমাণ কোথায়? তিনি বলিলেন আমার সাক্ষী শ্রীগোপাল জীউ। তদনন্তর আপত্তিকারিগণ বলিল যে যদি তোমার গোপালজীউ আসিয়া সাক্ষ্য দেন, তবে তোমার সহিত এই কন্যার বিবাহ হইবে। তখন কনিষ্ঠ মধ্যস্থ গণের সাক্ষাতে এই কথা লেখাইয়া লইলেন। তদনন্তর কনিষ্ঠ

কৃষ্ণভক্ত দ্বিজ বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া ভক্তবৎসল গোপালরূপী শ্রীহরির সন্নিধানে সমস্ত নিবেদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের বাক্য ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ না হয় তজ্জন্য প্রার্থনা করিলেন।

"তবে সেই ছোট বিপ্র গেলা বৃন্দাবন।
দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ॥
ব্রহ্মণ্য দেব তুমি বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম্মরাখ হইয়া সদয়॥
কন্যা পাব মোর মনে ইহা নাহি সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় এই বড় দুঃখ॥
এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়।
জানি সাক্ষী নাহি দেয় তার পাপ হয়॥"

তদনন্তর গোপাল তাহাকে বলিলেন যে তুমি দেশে গিয়া সভাকরত সকলকে আহ্বান করিয়া আমাকে স্মরণ করিলে আমি তথায় উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিব। ভক্তবৎসল ভগবান চিরকাল ভক্তের আজ্ঞাকারী। বিপ্র কহিল যে অন্যমূর্ত্তিতে আবির্ভাব হইলে চলিবেনা; এই মূর্ত্তির আবির্ভাব আবশ্যক। তাহাতে গোপাল জীউ সম্মত হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন; আর বলিলেন যে তুমি আমার দিকে চাহিলে আমি আর তথা হইতে অগ্রসর হইব না। তুমি কেবল আমার নূপুর-ধ্বনি শুনিয়া আমার গমন অবগত হইবে।

এইরূপে প্রত্যহ কনিষ্ঠ দ্বিজ উত্তমান্ন পাক করিয়া ঠাকুরের ভোগ প্রদান পূর্ব্বক স্বগ্রাম সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আনন্দে দেববাক্য বিস্মৃতি হেতু পশ্চাৎ দিকে চাহিল। তখন ঠাকুর কহিলেন আমি আর অগ্রসর হইব না। তুমি গৃহে গিয়া

সকলকে এই স্থানে আনয়ন দ্বিজকর। বর এই সংবাদ দিলে অনেকেই তথায় কৌতুহলী হইয়া আগমন পূর্ব্বক দেব সমীপে প্রণতি পূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিয়া গোপাল-বদন বিনিঃসৃত অপূর্ব্ব সাক্ষ্য শ্রবণ করিল। আর কেহ কোন দ্বিরুক্তি করিল না। বৃদ্ধবিপ্র কনিষ্ঠ কৃষ্ণ পরায়ণ ব্রাহ্মণ কুমারকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তদনন্তর গোপাল বিপ্রদ্বয়কে কহিলেন যে জন্মে জন্মে তোমরা কিঙ্কর, তোমাদের সত্যে তুষ্ট হইয়াছি ; বর প্রার্থনা কর। তখন উভয় বিপ্র বর চাহিলেন যে, "এই স্থানে আপনি অবস্থান করুন।" গোপাল সেই স্থানেই রহিলেন এবং উভয় বিপ্র তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ক্রমশ এই ব্যাপার প্রচার হইলে নানাস্থান হইতে অনেকেই গোপাল দর্শনে আসিতে লাগিল। অবশেষে কাঞ্চিপুরের রাজা স্বয়ং গোপাল দর্শনে আসিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন ; এবং যথা বিধানে গোপালের মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বহুগ্রাম দেবসেবার জন্য অর্পণ করিলেন। এইরূপে বৃন্দাবনের গোপাল বিদ্যানগরে সাক্ষী গোপাল নামে অভিহিত হইলেন।

"মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল।
সাক্ষী গোপাল বলি তাঁর খ্যাতি হইল॥"

রাজা উক্ত বিপ্রদ্বয়কেই পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিলেন। উঁহারাই ছোট ও বড় পুরোহিত নামে পরিচিত হইলেন। উঁহাদের সন্তান সন্ততিগণও এক্ষণে সেইরূপ আখ্যা পাইয়াছেন।

কয়েক শতাব্দী পরে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত কাঞ্চিপুরের রাজকন্যা পদ্মাবতীর পরিণয়ের সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু কাঞ্চিপুরাধিপতি যখন শুনিলেন, যে পূর্ব্বোক্ত উৎকলরাজ

প্রতাপরুদ্র জগন্নাথের রথ সম্মুখস্থ পথ চণ্ডালের ন্যায় স্বয়ং ঝাঁট দেন, তখন উক্ত বিবাহের সম্বন্ধ ভঙ্গ হইয়া যায়।

তাহাতে প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন, যে বলপূর্ব্বক উক্ত কন্যাকে আনয়ন করিয়া যথার্থ এক চণ্ডালের হস্তে অর্পণ করিবেন। তদন্তর দুইবার কাঞ্চীনগর আক্রমণ করিলেন। দ্বিতীয়বারে পরমা সুন্দরী রূপলাবণ্যবতী রাজ কন্যা পদ্মাবতীকে এবং তত্রত্য প্রধান উপাস্য দেবতা সাক্ষী গোপালকে আনয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীগোপাল জীউর আদেশানু- সারে তাঁহাকে গুপ্তবৃন্দাবনে স্থাপন করেন। সেই সময়ে রাজাকে প্রত্যাদেশ হয় যে, "অদ্যাবধি আমি মিষ্টান্ন ভোগ গ্রহণ করিব; সাধারণ অন্ন গ্রহণ করিব না"। তদবধি সেই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। প্রতিদিন ৭ বার শৃঙ্গারবেশ ও ৭ বার মিষ্টান্ন ভোগ হইয়া থাকে। মাসিক ভোগের ব্যয় আনুমানিক তিন শত টাকা। এখানে দুইঘর পাণ্ডা আছে। ছোট বিপ্রের বংশধর গণ ও বড় বিপ্রের সন্তানসন্ততিগণ। যাত্রি-প্রদত্ত প্রাপ্য উভয়ে বিভাগ করিয়া লয়েন। অন্যান্য তীর্থের ন্যায় এখানে পাণ্ডাদের খাতায় যাত্রিগণের নাম-ধামাদি লিখিতে বা লেখাইতে হয় না।

ইহাকে একটী স্বতন্ত্র তীর্থ বলা যাইতে পারে না। ইহা পুরীর অন্তর্গত অন্যান্য তীর্থের মধ্যে একটী প্রধান তীর্থ। পুরী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিতির জন্য ইহার স্বাতন্ত্র্য কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি হয়।

"ভক্ত মালা" নামক গ্রন্থেও এই সাক্ষী গোপালের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীক্ষেত্রে যে সকল তীর্থ ও প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান আছে

তাহা সংক্ষেপে যথাসাধ্য বিবৃত হইল। পরিশেষে পুরী সম্বন্ধে আরও কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় উল্লেখ যোগ্য। যথা,—

১। **মহাপ্রসাদ।** ইহা দুই প্রকার, "শুষ্ক" ও "কাঁচা"। প্রথমোক্তটী দেবতার নিবেদিত-ভোগান্ন শুষ্ক করিয়া বাজারে এবং বাসায় বাসায় ফিরি করিয়া বিক্রয় হয়। যাত্রিগণ তাহা ক্রয় করিয়া গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার দুই চারিটি করিয়া অন্যান্য মিষ্টান্ন প্রসাদাদি সহ আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবকে প্রদান করে এবং অবশিষ্ট যত্ন পূর্ব্বক গৃহে রক্ষা করে। ইহা অতি পবিত্র। ইহার মাহাত্ম্য অতুলনীয়। উৎকলখণ্ডে সবিস্তার মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা ব্যাধিগ্রস্ত লোক ভক্তি পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করে।

"কাঁচা প্রসাদ" যাত্রিগণ সেইস্থানে আহার করেন এবং জাতি নির্ব্বিশেষে প্রেমভরে পরস্পর পরস্পরের মুখে প্রদান করে।

পূর্ব্বদিবসের জলসিক্ত এই প্রসাদকে "পকড়ান্ন" বা "পাঁকাল প্রসাদ" বলে।

এই মহাপ্রসাদ কিছুতেই উচ্ছিষ্ট বা বিনষ্ট হয় না। ইহা স্পর্শ দোষে দূষিত হয় না। অতি নীচ জাতি অথবা কুকুর বিড়ালের দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেও ইহার গুণের হানি হয় না।

২। **আটিকা বন্ধন।** শ্রীক্ষেত্রে আটিকা বন্ধনের বিষয় অনেকেই বিদিত আছেন। রেলপথ হইবার পূর্ব্বে যে সকল যাত্রী পুরী গিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রায় সকলকেই আটিকা বাঁধিতে হইয়াছিল। কিন্তু অধুনা যাত্রিগণের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ আটিকা বাঁধে কিনা সন্দেহ। এক্ষণে তিন টাকা চৌদ্দ সিকা পর্য্যন্ত পাণ্ডাগণ আটিকা বলিয়া লইয়া থাকেন। মহিলা যাত্রিগণের মধ্যে এরূপ ধারণা আছে যে আটিকা বন্ধন এই তীর্থের

একটী প্রধান অঙ্গ এবং কর্ত্তব্য কার্য্য। রমণিযাত্রিগণের মধ্যে যিনি অধিক টাকার আটিকা বন্ধন করেন তিনি আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করেন; এবং মহিলাসমাজে তাহার গৌরব বৃদ্ধি হয়।

ঐ প্রকার যাত্রিগণের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে অগ্রে "কে কত টাকায় আটিকা বন্ধন করিয়াছে" তাহাই জিজ্ঞাসা করেন। প্রকৃত আটিকা বন্ধন নিম্নোক্ত প্রকারে পূর্ব্বোক্ত বৈকুণ্ঠধামে সম্পাদিত হয়।

আটিকা বন্ধন কারীর চারি পুরুষের নাম এবং যত টাকার আটিকা বন্ধন হইল তাহা আটিকা বহিতে লেখা হয়। রমণিযাত্রীর পক্ষে নিজের পতির এবং শশুরের নাম লিখিত হয়। লেখা পড়া তালপত্রে হইয়া থাকে। সেই সময়ে পাণ্ডা, সাক্ষী ও পঞ্চায়েৎ উপস্থিত থাকেন। আটিকার টাকার সুদ হইতে দেবতার দৈনিক ভোগ হইয়া থাকে। টাকার পরিমাণানুসারে ভোগের বন্দোবস্ত হয়। ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া দিয়া পাণ্ডা তাহাই গ্রহণ করেন।

সপ্তশ্রেণীর আটিকা আছে যথা,—

১ম। ৫৬০০৲ টাকার। ইহাতে ৫৬ প্রকার খাদ্যাদি দ্রব্য দ্বারা ভোগ দেওয়া হয়।

২য়। ১৫৫০৲ টাকা। মোহন ভোগ প্রদত্ত হয়।

৩য়। ৭৫০৲ টাকা। মালপুয়া ভোগ।

৪র্থ। ৫৫০৲ টাকা। পুরী ও ক্ষীর ভোগ।

৫ম। ৪৩৪৲ টাকা। মশলাযুক্ত খেচরান্ন।

৬ষ্ঠ। ৩৬০৲ টাকা। সাদা খেচরান্ন।

৭ম। ১৩২৲ টাকা। ডালভাত তরকারী।

কোন কোন পাণ্ডা অজ্ঞ যাত্রীর নিকট ২০৲।২৫৲।৫০৲ যাহা পায় আটিকা বলিয়া তাহাই লেখাইয়া লয়েন।

৩। পুরুষোত্তমের পঞ্চ তীর্থ।

যাত্রিগণকে পাণ্ডারা পঞ্চতীর্থ করাইয়া থাকেন। অনেক তীর্থে পঞ্চতীর্থের ব্যবস্থা আছে। পুরীতে নিম্নোক্ত পাঁচটীকে পঞ্চতীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা ;—

মার্কণ্ডেয়ে বটে কৃষ্ণে রৌহিণেয়ে মহোধদৌ
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরস্নাত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

ইতি তীর্থতত্ত্বম্

মার্কণ্ডেয় সরোবরে অক্ষয়বট ও রৌহিণীকুণ্ড সমীপে, সমুদ্রে এবং ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান এবং বিধিপূর্ব্বক তীর্থের কার্য্য করাকে পঞ্চতীর্থ করা বলে ; তদ্বারা মানব পুনর্জন্ম হইতে অব্যাহতি পায়।

পূর্ব্বোক্ত তীর্থ সকল সাধারণ ব্যক্তিগণের পক্ষে প্রশস্ত এবং তাহাদের জন্যই বিধিবদ্ধ হইয়াছে। জ্ঞানিগণের পক্ষে মানস তীর্থই প্রশস্ত। সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা, দয়া, দম, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সরলতা, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, মিষ্টবাক্য, জ্ঞান, ধৈর্য্য, পুণ্য এবং মনঃশুদ্ধি এই সকল মানসিক তীর্থ বলিয়া পরিগণিত।

৪। পুরীধামে শ্রীমন্দির হইতে অনতি দূরে "লক্ষ্মীর জলা" নামক একটী মাঠ আছে তাহাতে বারমাস ধান্য হইতেছে। এই "লক্ষ্মীর জলার" ধান্যের শীষের অনেক গোছা লক্ষ্মী-মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মাঠের ধান্য হইতে যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহাতেই দেবতার ভোগ হইয়া থাকে।

পুরীধামে ভূমি সকল তেজস্কর এবং উর্ব্বরা ; এখানে নানা বিধ ফল মূল ও শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং বঙ্গদেশের সদৃশ উত্তম পান জন্মিয়া থাকে। এখানে অনেক উদ্যান

আছে। আতাও যথেষ্ট জন্মে, তবে ওয়ালটেয়ার ও শিমাচলের ন্যায় নহে। এখানে ফলবন্ত নারিকেল বৃক্ষ প্রচুর।

৫। এখানকার খড়ুয়া ঘর সকল দোচালা এবং ঘরের কপাট সমস্ত একবাল।

৬। এখানকার ইতর সাধারণ রমণিগণ বারমাস হরিদ্রা মাখিয়া স্নান করিয়া থাকে। বসন ভূষণের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এখানকার জলবায়ু সাধারণতঃ মন্দ নহে। কিন্তু সময়ে সময়ে বহু লোক সমাগমের জন্য নানাপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি হইয়া থাকে। অধুনা সমুদ্রতীরে যে সকল হর্ম্ম নির্ম্মাণ হইয়া বসতি হইতেছে, তথাকার জলবায়ু নির্দ্দোষ। স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর দ্বারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উন্নতির চেষ্টা হইয়া থাকে। এখানকার পানীয় জল তত ভাল নহে। দুই একটী কূপের জল ভাল।

৮। পুরী মন্দির হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে নিশানঘাটার কাছে গভর্ণমেণ্টের কাছারি বাড়ী ও আফিসাদি আছে।

এই স্থানে একটী কূপ আছে। তাহার জল অতি সুমিষ্ট, সুতরাং ইহা বিখ্যাত। অনেকেই ইহার জল পান করেন। উহা "কাছারি কূয়া" নামে বিখ্যাত।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এবং ইহা সর্ব্বজন বিদিত যে জগন্নাথ ক্ষেত্র একটী প্রধান বৈষ্ণবতীর্থ। এক্ষণে প্রকৃত বৈষ্ণব কাহাকে বলে, বৈষ্ণবের লক্ষণ কি এবং বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কি প্রভৃতি বিষয় সকল এই প্রবন্ধের উপসংহারে আলোচনা করা সমীচন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক এবং বিষ্ণুভক্তকেই বৈষ্ণব নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। তল্লক্ষণ যথা।—

পরমাপদমাপন্নো হর্ষে বা সমুপস্থিতে।
নৈকাদশীং ত্যজেদ্যস্তু যস্য দীক্ষাস্তি বৈষ্ণবী॥
সমাত্মা সর্ব্বজীবেষু নিজাচারাদবিপ্লুতঃ।
বিষ্ণ্বর্পিতাখিলাচারঃ স হি বৈষ্ণব উচ্যতে॥
ইতি হরিভক্তি বিলাসে।

বৈষ্ণবানি চ শাস্ত্রাণি যে শৃন্বন্তি পঠন্তি চ।
ধন্যাস্তে মানবা লোকে তেষাং কৃষ্ণঃ প্রসীদতি॥
ইতি হরিভক্তি বিলাসে।

বর্ণানাং ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সাধবো বৈষ্ণবা যদি।
বিষ্ণুমন্ত্রো বিহীনেভ্যো দ্বিজেভ্যঃ শ্বপচো বরঃ॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে, প্রকৃতি খণ্ডে ৫৭ অঃ।

পাপানি পাপিনাং তীর্থে যাবন্তি প্রভবন্তি চ।
নশ্যন্তি তানি সর্ব্বাণি বৈষ্ণবস্পর্শমাত্রতঃ॥
কৃষ্ণমন্ত্রোপাসককানাং রজসা পাদপদ্ময়োঃ।
সদ্যোমুক্তা পাতকেভো হৃষ্টা পূতা বসুন্ধরা॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে, প্রকৃতি খণ্ডে ৫৭ অঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে শ্রীভগবান বলিতেছেন ;—

অহং প্রাণা বৈষ্ণবানাং মম প্রাণাশ্চ বৈষ্ণবাঃ।
তানেব দ্বেষ্টি যো মূঢ়ো মমাসূনাং স হিংসকঃ॥

বৈষ্ণবো যদি পুত্রঃ স্যাৎ স তারয়তি পূর্ব্বজান্।
পিতৃনধস্তনা বংশাস্তারয়স্ত্যতি পাবনাঃ।

ইতি পদ্মপুরাণে, ভূমি খণ্ডে ১২০ অঃ।

বৈষ্ণব দিগের খাদ্যাখাদ্য।

সায়ং প্রাতর্দ্বিজাতীনাং ভুক্ত্যুক্তমশনং তথা।
বিষ্ণুভক্তাবশিষ্টেন দিনপাপাৎ প্রমুচ্যতে॥
অন্নং ব্রহ্মা রসো বিষ্ণুঃ খাদয়ন্নাম চোচ্চরন্।
এবং জ্ঞাত্বা তু যো ভুঙ্‌ক্তে সোঽন্ন দোষৈর্ন লিপ্যতে॥

ইতি পাদ্মে, পাতাল খণ্ডে ১১ অঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

বৈষ্ণবানাং লক্ষণানি কল্পকোটিশতৈরপি।
সম্যগ্বক্তুং ন শক্নোমি সংক্ষেপাৎ শৃণু সত্তম॥
সংসারো বৈষ্ণবাধীনো দেবা বৈষ্ণবপালিতাঃ।
অহঞ্চ বৈষ্ণবাধীনস্তস্মাৎ শ্রেষ্ঠাশ্চ বৈষ্ণবাঃ॥
ক্ষণমাত্রমপি ব্রহ্মণ্ বিহায় বৈষ্ণবং জনম্।
তিষ্ঠামি নাহমন্যত্র বৈষ্ণবো মম বান্ধবঃ॥
কাম ক্রোধ বিহীনা যে হিংসাদম্ভবিবর্জ্জিতাঃ।
লোভমোহবিহীনাশ্চ তে জ্ঞেয়া বৈষ্ণবা জনাঃ॥
অমৎসরা দয়াযুক্তাঃ সর্ব্বভূত হিতৈষিণঃ।

* * * ইতি পাদ্মে, ক্রিয়া যোগসারে, ২ অঃ

কুলাচারবিহীনোঽপি দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রশস্তঃ সর্ব্বলোকানাং ন ত্বষ্টাদশবিদ্যকঃ॥

ভক্তিহীনো নৃপশ্রেষ্ঠঃ সজ্জাতিধার্ম্মিকস্তথা।
বাসুদেবস্য ভক্তস্য ন ভেদো বিদ্যতেঽনয়োঃ॥
বাসুদেবস্য যে ভক্তাস্তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্।
প্রশান্তচিত্তাঃ সর্ব্বেষাং সৌম্যাঃ কামজিতেন্দ্রিয়াঃ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা পরদ্রোহমনিচ্ছবঃ।
দয়ার্দ্রমনসো নিত্যং স্তেয়হিংসা পরাঙ্মুখাঃ॥
পশ্যন্তঃ সর্ব্বভূতস্থং বাসুদেবমমৎসরাঃ।
দীনানুকম্পিনো নিত্যং ভৃশং পরহিতৈষিণঃ॥

ইতি উৎকলখণ্ডে

পাঠক! বৈষ্ণবের শাস্ত্রীয় লক্ষণাদি কতক পরিমাণে এক্ষণে অবগত হইলেন। সুতরাং এক্ষণে বুঝিতেছেন যে প্রকৃত বৈষ্ণব জগতে অতি দুর্ল্লভ। তবে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত বহু লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এবং তাঁহাদের কতিপয়ের মধ্যে কতক পরিমাণে বৈষ্ণবের লক্ষণ ও গুণ দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবগণের বৃদ্ধিতে জগতের মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। অতএব সাধু ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বিষ্ণুকে চিনিতে পারিলেই অনায়াসে তাঁহারা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন।

এই মহাক্ষেত্রে দেশ দেশান্তর হইতে কত সাধু মহাত্মা পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন এবং এখনও আসিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তবে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কীর্ত্তিকলাপ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। আর অনেকে নির্জ্জনে নিজ কার্য্য সাধন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

যেখানে মহাত্মা, সাধু ও বৈষ্ণবগণের সমাগম সে স্থান অরণ্য

হইলেও তীর্থ। অতএব আমরা এই মহাতীর্থ দর্শনে এবং তাহার গুণানুকীর্ত্তনে পবিত্র হইলাম।

ভারত বর্ষে আর ও কতকগুলি বিখ্যাত বৈষ্ণবতীর্থ আছে যথা বিষ্ণু কাঞ্চি ও তিরুপেতি (মান্দ্রাজে) গয়া, বৃন্দাবন, দ্বারকা, কুরুক্ষেত্র এবং বদরিকাশ্রম। কোচিন, এখানে বিখ্যাত জংজিৎ গোপালের মন্দির বিদ্যমান।

যতদিন আমাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত না হয়, ততদিন আমরা ভগবান বিষ্ণুর লোক নির্ম্মিত কৃত্রিম ও আংশিক মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকি। তাঁহার প্রকৃত রূপ দর্শন করিতে পারি নাই। তিনি যাঁহাকে কৃপা করিয়া জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা তাহার জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেন, সেই পরম ভাগ্যবান বক্তি তাঁহার অনাদি-অনন্ত-রূপ অবলোকন করিতে সক্ষম হয়। আমরা ক্ষুদ্র কীটানুকীট তাঁহার সেই সুমহান অপরিচ্ছেদ্য অসীম রূপ কিরূপে ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণ করিব?

মহাত্মা ও মহর্ষিগণ সলিল মধ্যে, (যাহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান পর্ব্বত সমুদ্রাদি যুক্তা পদ্মাকৃতি বসুন্ধরা উদ্ভব হইয়াছে) সেই মহাবিষ্ণুর সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুই সমস্ত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী, বিষ্ণুই সমস্ত ভুবন। বিষ্ণুই নদী, পর্ব্বত, বন, উপবন, বৃক্ষ, লতা, এবং ভাব ও অভাব প্রভৃতি যত পদার্থ আছে তৎসমস্তই বিষ্ণুর রূপ ব্যঞ্জক। দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত পদার্থ ও জীব মধ্যে বিষ্ণুর সত্ত্বা বিদ্যমান। অনন্তরূপী ভগবান বিষ্ণু চরাচর মধ্যে সকল স্থানে সকল জীবে সমভাবে বিরাজিত। তিনিই জ্ঞান-স্বরূপ। তিনিই আত্মারাম রূপে আমাদের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন।

আমরা মায়া, মোহ ও অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন থাকিয়া কিছুই

দেখিতে পাইতেছিনা। তাঁহার করুণাকণা লাভ করিতে পারিলে দিব্য চক্ষে তাঁহাকে অন্তরে বাহিরে দর্শন করিয়া পরমানন্দে আনন্দ সাগরে ভাসমান হওয়া যায়। আর তখন তাঁহাকে তীর্থে তীর্থে অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক হয় না। সেই হেতু মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন। "তীর্থং পরং কিং স্বমনো বিশুদ্ধং।" অর্থাৎ সকল তীর্থের সার তীর্থ কি? স্বীয় মনের বিশুদ্ধতা। কিন্তু গৃহে বসিয়া উহা প্রথমে পাওয়া বড়ই কঠিন। তীর্থ ভ্রমণ না করিলে, নানা দেশে ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টির মহিমা স্বচক্ষে সন্দর্শন না করিলে মনের অন্ধকার দূরীভূত হয় না এবং জ্ঞানের বিকাশ হয় না; মনের সংকীর্ণতা ও নীচতা ঘোচে না; নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি হয় না এবং সংসারের অসারত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না। আর এক কথা অধ্যয়ন এবং স্বচক্ষে দর্শন না করিলে কোন বিষয়েরই শিক্ষা সম্পূর্ণ ভাবে হইতে পারে না।

আমরা পুণ্যময় পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আগমন করিয়া বিমল বিশুদ্ধ পরম পুরুষ পূর্ণব্রহ্ম বাসুদেবের কল্পিত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। এবং উপসংহারে পাঠকগণকে পরম পবিত্র, পরাশরাদি ঋষি প্রণীত পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ বর্ণনা উপহার স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

জ্যোতীংষি বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণুঃ
বনানি বিষ্ণুর্গিরয়ো দিশশ্চ।
নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ স এব সর্ব্বং
যদস্তি যন্নাস্তি চ বিপ্রবর্য্য॥
জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ
অশেষ মূর্ত্তির্ন চ বস্তুভূতঃ।

ততো হি শৈলাব্ধিধরাদি ভেদান্
জানীহি বিজ্ঞানবিজৃম্ভিতানি ॥
যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি সর্ব্বং
কর্ম্মক্ষয়ে জ্ঞানমপাস্তশেষম্।
তদা হি সঙ্কল্পতরোঃ ফলানি
ভবন্তি নো বস্তুষু বস্তু ভেদাঃ ॥
বস্ত্বস্তি কিং কুত্রচিদাদিমধ্য-
পর্য্যন্তহীনং সততৈকরূপম্।
যচ্চান্যথা ত্বং দ্বিজ যাতি ভূয়ো
ন তত্তথা কুত্র কুতো হি তত্ত্বম ॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে, ২য় অং, ১২ অঃ

অন্যচ্চ। যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্
যঃ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরঃ।
যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ
যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরম্ ॥

ইতি বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ
ব্যর্থ্যং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্য ত্বনাত্মানং
সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্ ॥ মোহমুদ্গরঃ।

বিশ্বং ত্বং নাস্তি বৈ ভেদস্ত্বমেকঃ সর্ব্বগো যতঃ।
স্তুত্যং স্তোতা স্তুতিস্ত্বঞ্চ সগুণো নির্গুণো ভবান্ ॥

স্কন্দপুরাণে।

জ্ঞাতমেতন্ময়া ত্বত্তো যথা পূর্ব্বমিদং জগৎ।
বিষ্ণুর্বিষ্ণৌ বিষ্ণুতশ্চ ন পরং বিদ্যতে ততঃ॥

বিষ্ণুপুরাণে, ৩য় অং, ৩অঃ।

পাঠক! পরম পুরুষ সত্ত্ব গুণাধার স্বরূপ বিষ্ণুকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন কি?

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী সেই মহাপুরুষের সুমহান দেহ স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়া পুলকিত হইতে চাহেন কি? তবে আসুন আমার সঙ্গে সেই অম্ভোনিধির কূলে স্বর্গদ্বারে আসুন। পূর্ব্বে মহাকবি কালী-দাসের বচন উল্লেখ করিয়া সম্মুখস্থ কূপার সলিলোপরি অনন্ত-শয্যাশায়ী সলক্ষ্মী বিষ্ণুকে দর্শন করাইয়াছি। এক্ষণে পুনরায় একবার উত্তর মেরুদেশে দৃষ্টিপাত করুন। ঐ দেখুন ভীষণ পক্ষবিশিষ্ট ড্রাকো নামক (Constellation Draco) মাণিক্য সুশোভিত ফণা বিস্তৃত অজগর বর্ত্তমান রহিয়াছেন। জগতের ঐ মূলাধার দেবতার নাম অনন্তদেব। বিষ্ণু ঐ অনন্ত দেবের শরীরোপরি অর্দ্ধশায়িত আছেন। অনন্তদেব দীপ্তিমান মাণিক্যবিশিষ্ট সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া পরমপুরুষ বিষ্ণুর শিরোদেশ আচ্ছাদন করিয়া আছেন। দ্বাদশরাশি বিশিষ্ট রাশিচক্রই ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, ঐ সুদর্শনচক্রই কালচক্র রূপে বিশ্বের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে; এবং স্বয়ং জনার্দ্দন গ্রহরূপ ধারণ করিয়া মানবগণের শুভাশুভ অদৃষ্ট পরিচালনা করিতেছেন। সূর্য্যেন্দুসঙ্গমে নিশাযোগে এই দৃশ্য অতি সুন্দররূপে পরিলক্ষিত হয়।

আবার ঐ দেখুন বৈষ্ণব চূড়ামণি ধ্রুব হরিসাধনা করিয়া পরম পুরুষের কণ্ঠভূষণ হইয়া জগৎবাসীকে হরি পরায়ন হইতে শিক্ষা দিতেছেন! আবার ঐ দেখুন তাঁহার দক্ষিণে (সম্মুখে)

ব্রহ্মহৃৎ তারক কৌস্তুভমণিরূপে তাঁহার বক্ষস্থল অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে। পূর্ণিমারাত্রে পূর্ণ চন্দ্ররূপিণী লক্ষ্মী * দেবী অয়নবৃত্তের দক্ষিণে তাঁহার কটিদেশে বিরাজমানা থাকেন।

ভক্তিভাবে এই ভগবৎমূর্ত্তি বিশাল বিমানমধ্যে পরিদর্শন করিয়া কাহার হৃদয় না পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে?

আরও আর্য্য ঋষিগণ ভগবান বিষ্ণুর রূপ কল্পনা করিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে তাঁহাকে অবস্থিত করিয়াছেন।

সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে ত্রয়োদশ লক্ষ যোজন অন্তরে ধামগর্ব্বের সেই প্রসিদ্ধ পরম স্থান কল্পিত হইয়াছে।

ভগবান বিষ্ণু অধঃশিরা ও কুণ্ডলীভূত শিশুমারাকৃতি (১) রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব; লাঙ্গুলাগ্রের অধোভাগে প্রজাপতি ইন্দ্র ও ধর্ম্ম; পুচ্ছমূলে ধাতা ও বিধাতা; কটিদেশে সপ্তর্ষি অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার কুণ্ডলীভূত শরীরের দক্ষিণপার্শ্বে অভিজিৎ হইতে পুনর্ব্বসু পর্য্যন্ত ১৪শটী নক্ষত্র এবং বামপার্শ্বে পুষ্যা হইতে উত্তরাষাড়া পর্য্যন্ত ১৪ শটী নক্ষত্র বিরাজিত রহিয়াছে।

উক্ত শিশুমারাকৃতি ভগবান বিষ্ণুর পৃষ্ঠদেশে অজবীথি এবং উদরে আকাশগঙ্গা। উত্তরহনুতে অগস্ত্য নক্ষত্রও অধরহনুতে যম নক্ষত্র। মুখে মঙ্গল, উপস্থে শনি, গল-পৃষ্ঠ-শৃঙ্গে বৃহস্পতি; বক্ষে সূর্য্য, হৃদয়ে নারায়ণ, মনে চন্দ্র, নাভিতে শুক্র, স্তনে অশ্বিনী

* মৃগাঙ্কের কলঙ্কের নাম লক্ষ বা চিহ্ন এই হেতু লক্ষধারিণী লক্ষ্মীদেবী বলিয়া চন্দ্রকে কল্পনা করা হইয়াছে।

(১) শিশুমার—শিশুক, শুশুক ইতিভাষা।

চুলুপী শিশুমারঃ স্যাদুলুপী শিশুকস্তথা।

শিশুকঃ শিশুমারশ্চ স চ গ্রাহবরাহকঃ॥ ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

কুমারদ্বয়, প্রাণ ও অপানে ধ্রুব, গলদেশে রাহু, সর্ব্বাঙ্গে কেতু এবং লোমকূপে তারাগণ নিবদ্ধ রহিয়াছে।

ইহাই শিশুমারাকৃতি ভগবান বিষ্ণুর সর্ব্ববেদময় সাকার রূপ। তাঁহার নিরাকার রূপ মনো বাণীর অতীত। প্রত্যহ সন্ধ্যাসময়ে প্রযত ও বাগযত হইয়া ইহা নিরীক্ষণ করা বিজ্ঞজনের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঘাটে, মাটে, পথে, ছাদে যে অবস্থায় যেখানে যাঁহার সুবিধা, সন্ধ্যার সময় একবার আকাশ পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক গ্রহনক্ষত্ররূপী ভগবান বিষ্ণুকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলে সমস্ত পাপ ও অজ্ঞান দূর হইয়া হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিবে এবং সর্ব্বদা শান্তি বিরাজমান থাকিবে।

বৈষ্ণবগণের শাখা প্রশাখা।

জগতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল বিষয়েরই শাখা প্রশাখা আছে। ইহা নৈসর্গিক গুণ। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে হিন্দুদিগের প্রধানত বৈষ্ণব, শৈবাদি পঞ্চ ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে। উক্ত এক একটী সম্প্রদায়ের আবার বিভিন্ন প্রশাখা পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যে সকল শাখা প্রশাখা আছে তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

১। শ্রীসম্প্রদায়—রামানন্দী, রামাৎ, কবীরপন্থি, রয়দাসী, সেনপন্থী, থাকী, মুলুকদাসী, দাহুপন্থী, রামসনেহি ও আচারি।

২। ব্রহ্মসম্প্রদায়- মধ্বাচারী। ৩। রুদ্রসম্প্রদায়,—বল্লভাচারী ও মীরাবাই। ৪। নিমাৎ সম্প্রদায়।

৫। চৈতন্য সম্প্রদায়,—রাধারমণি, বলরামী, বিন্দুধারী, দরবেশ, রাধীপালি, সাঁই, সাধ্বিনী কবিরাজী, বিহারিজী

কর্ত্তাভজা, গোবিন্দজী, রামবল্লভী, তিলকদাসী, অনন্তকুলী, বাউল, খুশি বিশ্বাসী, দর্পনারায়ণী, যোগী—বৈষ্ণব, ন্যাড়াবৈষ্ণব, মহাপুরুষী, অতিবাড়ী, গিরি বৈষ্ণব, জগন্মোহিনী সম্প্রদায়, রাধা-বল্লভী, গুরুবাসী বৈষ্ণব, গৌরবাদী, রাত-ভিকারি এবং সখীভাবক ইত্যাদি।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশীয় বৈষ্ণবগণের শাখা। যথা,—বড়গল, তিঙ্গল, বিথলভক্ত, চরণদাসী মার্গী, পল্টুদাসী, আপাপান্থী, সৎনামী, দরিয়াদাসী, বুনিয়াদাসী, অমহদপন্থী, বীজমার্গী, স্বামী—নারায়ণি, হরিশ্চন্দী, সধ্নপন্থী, মাধবী, চুহড়পন্থী, কুড়া পন্থী, হরিব্যাসী, রামপ্রসাদী লস্করী এবং চতুর্ভূর্জী।

বৈরাগী,—ফরারী, দুধাধারী, বাণশয্যা, পঞ্চধুনী মৌনব্রতী, ঠাড়েশ্বরী, কামধেন্বী, এবং মটুকাধারী। ইহা ব্যতীত বৈষ্ণবগণের মধ্যে ব্রহ্মচারী, পরম হংস, দণ্ডী এবং সন্ন্যাসী প্রভৃতি আছেন। ঐ সকলের অধিকাংশই পুরীধামে দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

জাতিবিচার।

এই মহাক্ষেত্রে জাতিবিচার নাই। সকল জাতি একত্রে বসিয়া প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছেন ও প্রেমাবেশে পরস্পর পরস্পরের মুখে প্রসাদান্ন তুলিয়া দিতেছেন। বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেব এই জাতি ধর্ম্ম উঠাইয়া দিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই জাতিধর্ম্ম মানেন নাই। অনেক জ্ঞানী মহাত্মাগণ ও জাতিবিচার প্রথা স্বীকার করেন নাই। দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ বালাজি

প্রভৃতি দুই তিনটী বৈষ্ণব মন্দিরেও জগন্নাথ ক্ষেত্রের ন্যায় জাতি নির্ব্বিশেষে সকলে প্রসাদান্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। ভারতের আর কুত্রাপি এরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। এই মহাক্ষেত্রে একটী মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও সুদূরদর্শী এবং বিজ্ঞ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব। তাঁহার সহিত জাতি সম্বন্ধে কথোপকথন কালে তিনি আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য যে সকল শাস্ত্রীয় বচন, প্রমাণ স্বরূপ প্রয়োগ করিলেন তাহাতে আমরা তাহার বিরুদ্ধে তর্কচ্ছলেও আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলাম না;

তিনি বলিতে লাগিলেন ঃ—

সত্যযুগে মনুষ্যগণের "হংস" নামে একটী মাত্র বর্ণ ছিল। তখন মানবগণ জন্মগ্রহণ দ্বারা কৃতকৃত্য হইত বলিয়া ঐ কালকে "কৃত" অর্থাৎ সত্যযুগ বলিত। তখন মনুষ্যগণ যথা ইচ্ছা অর্থাৎ গিরিগুহা অরণ্যাদিতে বাস করিত। (ইংরাজগণের প্রাচীনও বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করুন।) তাহাতে কোনরূপ বাধা বিঘ্ন ঘটিত না। নিরন্তর নির্ম্মল চিত্তে বিশুদ্ধ ভাবে সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠান দ্বারা শুচি হইয়া কালযাপন করিত। ক্রমে ধন ও শরীর রক্ষার্থে বৃক্ষাদি পরিপূর্ণ, সলিল সংযুক্ত অর্থাৎ নদী হ্রদাদি বিশিষ্ট দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিল। ক্রমশঃ গৃহাদি নির্ম্মাণে শীত গৃষ্ম বর্ষাদির ক্লেশ নিবারণ ও কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবনোপায়ের স্থিরিকরণ করিল। এই রূপে ক্রমে ক্রমে গ্রাম ও নগর স্থাপন করিল। এই রূপে ক্রমে ক্রমে প্রজা বৃদ্ধি হইলে প্রজাপতি ব্রহ্মা দেশ, কাল, পাত্র ও গুণানুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-বিধি সংস্থাপন করিলেন। এবং কৃষি কার্য্যের দ্বারা তাহাঁদের জীবিকা নির্ব্বাহ স্থিরীকৃত হইল। তিনি আরও বলিতে লাগি-

লেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভগবান ভৃগু মহর্ষি ভরদ্বাজকে বলিতেছেন ;—হে মহাতপ! পৃথিবীতে সকলেই ব্রাহ্মণ জাতি বিশিষ্ট ছিলেন, আর অন্য কোন ইতর বিশেষ জাতি ছিল না। পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণ বর্ণ মাত্র সৃষ্ট হইয়াছিল। কালক্রমে কর্ম্মাদি দ্বারা বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। কাম ভোগ প্রিয়, উগ্র স্বভাব, ক্রোধ পরবশ, সাহসী ও স্বধর্ম্মত্যাগী ব্রাহ্মণগণই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পশু পালন বৃত্তি ও কৃষি কর্ম্মোপজীবি ব্রাহ্মণগণই বৈশ্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। হিংসাপ্রিয়, মিথ্যাবাদী, লোভপরায়ণ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবি এবং অশুচি ও আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণগণ অজ্ঞানরূপ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বর্ণচতুষ্টয় কাল ক্রমে বহু শাখা প্রশাখায় পরিণত হইয়া বর্ত্তমানাকার ধারণ করিয়াছে। আরও মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিলেই যে ব্রাহ্মণ হয় এবং শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিলে যে শূদ্র হয় এরূপ নহে। গুণ ও লক্ষণানুসারে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হইয়া থাকে।

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ॥

শ্রীমদ্ভাগত, ১১শ স্কন্ধ ১৭ অঃ।

যথেচ্ছা বাসনিরতাঃ সর্ব্ববাধা বিবর্জ্জিতাঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বানুষ্ঠান নির্ম্মলাঃ॥
সংসিদ্ধায়াস্তু বার্ত্তায়াং প্রজাঃ সৃষ্ট্বা প্রজাপতিঃ।
মর্য্যাদাং স্থাপয়ামাস যথাস্থানং যথা গুণম্॥

বিষ্ণুপুরাণে, ১ম অংশ, ৬ষ্ঠ অঃ।

ঋগ্বেদানুসারেও প্রথমে মনুষ্য মাত্রেরই এক জাতি ছিল।

প্রশস্ত হৃদয় ধিশক্তি সম্পন্ন সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহা জ্ঞান নেত্রে স্পষ্ট অবলোকন করিয়া থাকেন।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পুর্ব্বস্বষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগ প্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্ত স্বধর্ম্ম রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পাতাঃ কৃষ্যুপ জীবিনঃ।
স্বধর্ম্মং নাধিতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপ জীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতে চতুরোবর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।
বিহিতা ব্রাহ্মণা পূর্ব্বং লোভাদজ্ঞানতাং গতা:॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৪ অঃ।

শূদ্রে চৈব ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥

ঐ ১৫ অঃ।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবস্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥

মনুসংহিতা ১০ অঃ।

তামসীং রাজসীঞ্চৈব জাতিঞ্জ্যামপি শ্রিতাঃ।
স্বপ্রযত্নবশাদ্ যান্তি সন্তঃ সাত্ত্বিক জাতিতাম্॥

যোগবাশিষ্টে, স্থিতি প্রকরণে।

তাবদ্বর্ণং কুলং সর্ব্বং যাবদ্‌জ্ঞানং ন জায়তে।
ব্রহ্মজ্ঞানং পদং জ্ঞাত্বা সর্ব্ববর্ণ বিবর্জ্জিতঃ॥

কুলার্ণব তন্ত্রে।

উক্ত শাস্ত্রীয় বচন সকলের স্থূল মর্ম্ম এই যে মানবের অবস্থা, গুণ ও কর্ম্মানুসারে জাতি বিভাগ সৃষ্টি হইয়াছে। অতি নীচ জাতিও সদাচার, শৌচ ও জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহা পবিত্র ঋষিমুখ বিনিসৃতঃ শাস্ত্রীয় বাক্য; কিন্তু ইহার প্রতি কয়জন কর্ণপাত করেন? জ্যোতিষ শাস্ত্রেও মানবগণের প্রকৃতি অনুসারে চারি প্রকার বর্ণের উল্লেখ আছে। জন্মরাশি দ্বারা তাহা নির্ণীত হইয়া থাকে।

কালসহকারে সমস্ত বস্তুই বিনষ্ট, বিধ্বস্ত এবং রূপান্তরিত হইয়া থাকে। সুতরাং সময়ে সময়ে সকল বস্তুরই সংস্কার আবশ্যক। সংস্কারাভাবেই হিন্দু-সমাজের বর্ত্তমান ভাব।

জগন্নাথ দেবের হস্ত সম্বন্ধে একটী গল্প।

আমাদের কোন বন্ধু সপরিবারে পুরী-ধামে গমন করিয়াছিলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে অপর এক বন্ধু তাঁকে উপহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে তুমি যে এত ব্যয় করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতে গেলে, তা জগন্নাথ কি বল্লেন।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন;—"জগন্নাথ বল্লেন আমার হাত নাই।"

তচ্ছ্রবণে উপস্থিত ব্যক্তি সকল হাস্য করিলেন। কিন্তু এই উপহাসের মধ্যে যে কি গূঢ় গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা বোধ হয় সকলে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

জগন্নাথ দেবের দারুময়মূর্ত্তি হস্ত বিহীন করিবার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি আমরা তাহা সম্যক্ অবগত না হইলেও আমাদের

এবং অনেক তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির এইরূপ ধারণা যে জগন্নাথ দেব স্বয়ং হাত তুলিয়া কাহাকেও কিছু দেন নাই; তিনি নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার। তিনি স্বয়ং হস্ত বিহীন হইয়া দর্শকগণকে যেন বলিতেছেন,—"বাপু হে আমার কোন বিষয়ে কিছু হাত নাই; তোমরা স্ব স্ব কর্ম্মফল দ্বারা আপন আপন ফলভোগ কর। সংসারে জীব কর্ম্মফল ভোগের জন্য আগমন করে; কর্ম্মফলের জমা খরচ হিসাব নিকাস না মিলন করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিলে অপুনরাবৃত্তি লাভ হয় না।"

ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাস লোক শিক্ষার নিমিত্ত কর্ম্মফলের বিষয় ধ্রুব জননী সুনীতির দ্বারা যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকবর্গের সুগোচরার্থে নিম্নে প্রকটিত হইল। ধ্রুব সুরুচি কর্ত্তৃক অপমানিত ও পিতা কর্ত্তৃক অনাদৃত হইলে ক্ষোভে দুঃখে স্বীয় জননী সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক সমস্ত ব্যক্ত করিলেন। সুনীতি ধ্রুবকে সান্ত্বনা বাক্যে বলিতে লাগিলেন;—

নোদ্বেগস্তাতকর্ত্তব্যঃ কৃতং যত্তবতা পুরা।
তৎ কোঽপি হর্ত্তুং শক্নোতি দাতুং কশ্চাকৃতং ত্বয়া॥

বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ, ১১ অঃ।

হে বৎস! তোমার উদ্বিগ্ন বা বিমর্ষ হওয়া উচিত নহে। কারণ পূর্ব্ব জন্মে তুমি যাহা করিয়াছ, কে তাহা খণ্ডন বা দূরীভূত করিতে সক্ষম, অর্থাৎ তোমার কৃত পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল অবশ্য তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে। এবং যে শুভ-কর্ম্ম কর নাই, তাহার ফল কে তোমাকে দিতে সক্ষম হইবে।

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি হইতে যে সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে সমস্ত স্বীয় কর্ম্মফলে হইয়া থাকে।

ব্রজবাসী গোপগণ ইন্দ্র যজ্ঞের আয়োজন করিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন ;—

জীবগণ কর্ম্মদ্বারা জন্ম গ্রহণ করে এবং তদ্দ্বারাই লয় প্রাপ্ত হয়। সুখ, দুঃখ, ভয় এবং কল্যাণ কর্ম্ম দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। আর যদি অন্যের কর্ম্মফলদাতা একজন ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে তিনি "কর্ম্মকর্ত্তারই" পূজা করিয়া থাকে। অতএব জীবগণ যখন কর্ম্মেরই বশবর্ত্তী হইতেছে, তখন তাহাদের ইন্দ্রে কি আবশ্যক? প্রাক্তন সংস্কারানুসারে মানব-ভাগ্যে যাহা বিহিত হয়। তাহার অন্যথা কিছুতেই হইবে না। সুতরাং কর্ম্মই ঈশ্বর। অতএব স্বভাবস্থ কর্ম্মকারী জীব কর্ম্মেরই পূজা ও উপাসনা করিবে।

কর্ম্মণা জায়তে জন্তু কর্ম্মণৈব বিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ২৪ অঃ।

মানব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছে তাহার ফল অনিবার্য্য, ছায়ার ন্যায় অনুগামী। তাহাকে সেইফল ভোগ করিতেই হইবে।

এতদ্ সম্বন্ধে আমরা আর একটী শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

আকাশমুৎপততু গচ্ছতু বা দিগন্তম্।
অম্ভোনিধিং বিশতু তিষ্ঠতু বা যথেষ্টম্॥
জন্মান্তরার্জ্জিতং শুভাশুভকৃন্নরাণাম্।
ছায়েব ন ত্যজতি কর্ম্মফলানুবন্ধিঃ॥ শিল্হন সংহিতা।

মায়া-মোহ বিজড়িত ভ্রমান্ধ মানব এই সকল অবগত হইয়াও প্রাক্তন সুকৃতিবলে সুন্দর সুস্থদেহ, উচ্চ পদবী ও ক্ষমতাদি-প্রাপ্ত হইয়া একেবারে সমস্ত ভুলিয়া যাইতেছে; আর জ্ঞানশূন্য হইয়া সগর্ব্বে অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে ও কর্ম্মফলরূপী বিধাতাকে অগ্রাহ্য করিতেছে।

অদৃষ্ট বা কর্ম্মফল সম্বন্ধে আরও কয়েকটী সাধু দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভবিতব্যং ভবত্যেব তচ্চ লোকেন বুধ্যতে।
যদ্ভাব্যং তদ্ভবত্যেব যদভাব্যং ন তদ্ভবেৎ॥
ইতি বৃহন্নারদীয় পুরাণে।

নৈবাকৃতিঃ ফলতি নৈব কুলং ন শীলং।
বিদ্যাপি নৈব ন চ যত্নকৃতাপি সেবা॥
ভাগ্যানি পূর্ব্বতপসা কিল সঞ্চিতানি।
কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষাঃ॥
ইতি নীতিশতকম্।

মাতা ধরিত্রী জনকঃ পিতা মে পতিশ্চ রামো জগতামধিপঃ।
তথাপি দুঃখার্ণব-মধ্যে মগ্না নিবার্য্যতে কেন ললাটলেখম্॥
সীতা উক্তি।

ব্রহ্মাদিকীটপর্য্যন্তং জগদ্ ভুংক্তে স্বকর্ম্মণাং।
ফলং বুদ্ধিস্বরূপাসি ত্বং ন জানাসি কিং শিবে॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে।

জগন্নাথ দর্শনে যাইবার দুইটী পথ; একটী "হাঁটা পথ" বা প্রবৃত্তি মার্গ। আর একটী "রেল পথ" বা নিবৃত্তি মার্গ। পাঠকের যে পথটী সুবিধা বিবেচনা হয়, সেই পথে যাইবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভুবনেশ্বর।

—— ঃ০ঃ ——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—— ঃ০ঃ ——

প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থা।

কালের অনন্ত মহিমা। সে মহিমা বর্ণনা করে, কাহার সাধ্য? কালের ঘূর্ণায়মান চক্রে কেহ লয় পাইতেছে, আবার কুম্ভকারের কুলাল চক্রের ন্যায় কালচক্র কত নূতন নূতন বস্তুর সৃষ্টি করিতেছে। নিয়ত পরিভ্রাম্যমান কালচক্রে কত জন নিষ্পেষিত হইয়া বিলীন হইতেছে, আবার তাহাতেই কত জনের নব অভ্যুদয় হইতেছে। কত নগর—অরণ্যে এবং কত অরণ্য নগরে পরিণত হইতেছে; ভিক্ষুক রাজা হইতেছে এবং রাজা সৌধ-অট্টালিকার সুখময় কোমল শয্যা পরিত্যাগ করত পাদ-পতলে ধরা-ক্রোড়ে শয়ন করিতেছেন। তাই বলিতেছি, কালের অনন্ত মহিমা কে বুঝিবে? ভুবনেশ্বরের প্রাচীন অবস্থা চিন্তা ও বর্ত্তমান অবস্থা স্বচক্ষে সন্দর্শন করিলে মনোমধ্যে সাতিশয় বিষাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। এক্ষণে আমরা ভুবনেশ্বরের প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় পাঠকগণের নিকট সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

ভুবনেশ্বর এক সময় কলিঙ্গ নগরী নামে কিশোরী রাজ-বংশের রাজধানী ছিল। এক্ষণে উড়িষ্যা প্রদেশের কটক ডিষ্ট্রীক্টের অধীন; কটক হইতে নয় ক্রোশ ব্যবধান।

ভারতের অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরীর ন্যায় ইহাও সমৃদ্ধিশালী বলিয়া এক সময়ে পরিগণিত ছিল। ইহার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু অট্টালিকা হর্ম্যাদি ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র কতকগুলি প্রাচীন ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন মন্দির ইতস্তত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক দ্রব্যাদি কালস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে।

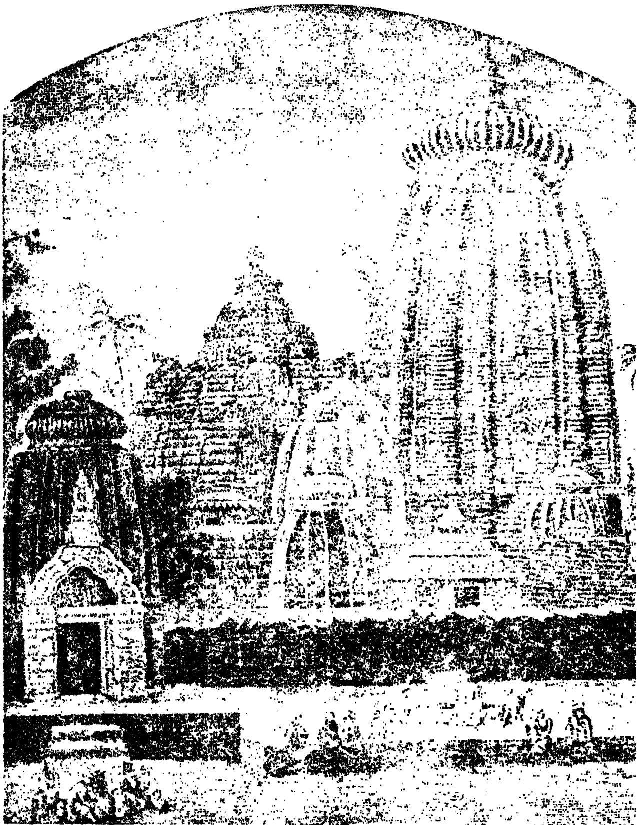
ভুবনেশ্বরের অবস্থা হীন হইয়াছিল, কিন্তু অকস্মাৎ যেন নির্ব্বাণোন্মুখ তৈল হীন দীপে কে তৈল প্রদান করিতেছে বলিয়া, যেন কোন শুভগ্রহের শুভ দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

প্রায় পঞ্চদশ শতবর্ষ অতীত হইল কিশোরী রাজবংশ উড়িষ্যা প্রদেশে প্রবল প্রতাপের সহিত রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। সেই রাজবংশ এক্ষণে কালের করাল কবলে কবলিত। সে বংশের এক্ষণে একজনও নাই, সেই প্রাসাদের কোন চিহ্ন সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ষ্টেশন হইতে ভুবনেশ্বর যাইবার পথে রামেশ্বর মন্দিরের সন্নিকটে যে সকল প্রস্তরময় ভগ্নস্তূপ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাই কিশোরী রাজবংশের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট হয়। যযাতি কিশোরী এই বংশের স্থাপয়িতা। তিনি অযোধ্যা হইতে আসিয়া প্রথমে যাজপুরে রাজধানী স্থাপন করেন; সেখানেও রাজধানীর কোন চিহ্ন নাই। তাঁহার নাম হইতেই যাজপুর নাম হইয়াছে। তাঁহার

রাজত্বকালে তিনি হীন-প্রভ বৌদ্ধদিগকে জয় করিয়া এবং উড়িষ্যা হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া হিন্দুধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগে একাম্র-কাননে (ভুবনেশ্বরে) রাজধানী স্থাপন করেন।

ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দির নির্ম্মাণের আয়োজন উদ্‌যোগ হইতেছে, এমন সময় যযাতি কিশোরী মানব-লীলা সম্বরণ করেন, সুতরাং তাঁহার সময়ে মন্দির-নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে অনন্ত কিশোরীর সময়ে, মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়া ললাটেন্দু কিশোরীর রাজত্বকালে ৫৮৮ শকে ভুবনেশ্বরের ও তৎসন্নিহিত কতিপয় মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। সূর্য্য কিশোরী যযাতি কিশোরীর পর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার সময়ে মন্দিরের কার্য্য কিছুই হয় নাই। মূল-মন্দিরের সংলগ্ন অন্যান্য মন্দির এক সময়ে নির্ম্মিত নহে।

ভুবনেশ্বরের মন্দির প্রাচীন হিন্দুদিগের একটী অদ্ভুত কীর্ত্তি-স্তম্ভ; বহু শতাব্দী অতীত হইল কিশোরী রাজবংশ ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু ভুবনেশ্বরের মন্দির এখনও জগৎবাসীর নিকট তাঁহাদের নাম—তাঁহাদের কীর্ত্তি—ঘোষণা করিতেছে। এবং আর্য্য স্থাপত্য বিদ্যার পরিচয় দিতেছে। সুবিস্তৃতপ্রাঙ্গণ মধ্যে প্রস্তর-নির্ম্মিত উচ্চ ও গভীর প্রাচীর পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবত্যাদি দেবীর মন্দির সহ গগনস্পর্শাকাঙ্ক্ষী ভুবনবিদিত ভুবনেশ্বরের কারুকার্য্য-খচিত মন্দির বিমর্ষভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার বর্ণনা দ্বারা পাঠকের প্রকৃত ধারণা করা বড়ই কঠিন। ইহা স্বচক্ষে দর্শন না করিলে আশা তৃপ্ত হইবে না। মন্দিরের সংলগ্ন নাট-মন্দির ও ভোগ-মন্দির বা ভোগ-



ভুবনেশ্বরের শ্রীমন্দির — ১১৮ পৃঃ

মণ্ডপ আছে। মন্দিরের গাত্রে পাথরের উপর যেরূপ সূক্ষ্ম ভাস্কর-কার্য্য আছে, তদ্রূপ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। দুর্ব্বৃত্ত কালাপাহাড় প্রস্তরোপরি ক্ষোদিত প্রতিমূর্ত্তি সকল বিকলাঙ্গ করিয়া দিয়াছে। মন্দিরাভ্যন্তরস্থ সুবৃহৎ শিবলিঙ্গের মস্তক ভগ্ন করিতেও সেই দুর্ব্বৃত্ত কুণ্ঠিত হয় নাই।

পূর্ব্বদ্বার বা সিংহদ্বার সম্মুখস্থ রাস্তাটী কপিলেশ্বরের মন্দিরাভিমুখে গিয়াছে। এই রাস্তার পূর্ব্বপারে একটী ক্ষুদ্র সরোবর আছে, তাহার নাম "দেবীপাদহরা"; ইহার বিশেষ বিবরণ পরে উক্ত হইবে। এই মন্দির হইতে কপিলেশ্বরের মন্দির কিঞ্চিন্ন্যূন এক মাইল। তথায় কপিলেশ্বর শিব ও কালী আছেন। এখানে অনেক দুরারোগ্য রোগী "হত্যে" দিয়া থাকে। স্থানটীর নাম কপিলাসপুর। ইহা একটী ভিন্ন গ্রাম। এখানে ৭।৮ শত ঘর লোকের বসতি।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের উত্তরদিকে "বড়দন্দ" নামক একটী প্রশস্ত রাজপথ; দক্ষিণদিকে জঙ্গল পরিপূর্ণ ভগ্ন-মন্দির ও ভগ্ন প্রাসাদ চিহ্নবিশিষ্ট স্থান; এবং পশ্চিমদিকে ছোট ছোট কতক গুলি ভগ্ন-মন্দির ও তাহার প্রাঙ্গণ আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রধান মন্দির বিবরণ।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরটী পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা। ইহা দীর্ঘে ৫২০ ফিট এবং প্রস্থে ৪৬৫ ফিট। সুপ্রশস্ত, সুউচ্চ এবং সুদৃঢ় প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীরের দ্বারা চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত। প্রাচীরটী প্রস্থে

৭ ফিট ৫ ইঞ্চি। অনেকটা পুরীর মন্দিরের মত, পুরীর মন্দিরে সিঁড়ির ধাপ সকল সিংহদ্বার হইতে ক্রমে উর্দ্ধে উঠিয়াছে, এখানে তাহা নহে। এখানে সিংহদ্বার প্রবেশ করিয়া কতকটা নিম্নে নামিয়া তৎপরে আবার খানিকটা উর্দ্ধে উঠিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে হয়। সিংহদ্বার পুরী মন্দিরের ন্যায় পূর্ব্বদিকে।

মন্দির প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে সম্মুখে অরুণ-স্তম্ভ এবং বামদিকে ছোট একটী মন্দির, তন্মধ্যে গণেশ বিরাজিত। স্তম্ভের পর ভোগমণ্ডপ, তাহার পর নাটমন্দির তৎপরে মোহন ও প্রধান মন্দির, পরস্পর সংলগ্ন। অরুণস্তম্ভ হইতে বামদিক দিয়া প্রথমে দক্ষিণ তৎপরে পশ্চিমমুখী হইয়া মূল মন্দিরে দেবদর্শনে যাইতে হয়। ইহার দক্ষিণ দিকে পাকশালা। উত্তর-মূখীন হইয়া মন্দিরে উঠিয়া পরিশেষে আবার পশ্চিমমুখে মূল মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়।

মন্দির মধ্যে ৮ ফুট ব্যাসসমন্বিত বিরাট শিবলিঙ্গ বিরাজিত। গৃহ অন্ধকারময়, ক্ষীণ দ্বীপালোক সাহায্যে যাত্রিগণকে পূজা ও দর্শনাদি করিতে হয়। মূল-মন্দির প্রবেশকালে দ্বারদেশে প্রত্যেক যাত্রীকে মন্দির সংস্কার জন্য অর্দ্ধ আনা হিসাবে দিতে হয়। ভিতরে পূজার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। যাঁহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাই দিয়া ফুল বিল্বপত্রসহ পূজা করিতে পারেন। মন্দির-গাত্রে অনেক শিল্প-নৈপুণ্যপূর্ণ প্রস্তর ক্ষোদিত মূর্ত্তি সকল দেখাইয়া তত্রস্থ পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগের নিকট হইতে পয়সা আদায় করে। বাস্তবিক সে সকল দেখিবার যোগ্য। ভোগমণ্ডপ দীর্ঘে ৫৬ ফিট নাটমন্দির ৫২ ফিট, মোহন গৃহ ৬৫ ফিট এবং মূল-মন্দির ৫৬ ফিট একুনে দীর্ঘে ২২৯ ফিট, প্রস্থে ৫০ ফিট। মূল-মন্দিরের উচ্চতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহার চূড়া ১৬০ ফিট উচ্চ।

যে সকল পাঠক ইহা স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহারা মন্দিরের আয়তন জানিয়া মনে মনে অনেকটা অনুভব করিতে পারিবেন যে ব্যাপারটা কি! ইহা ব্যতীত ইহার বহির্গাত্রের ক্ষোদকারীর শিল্পনৈপুণ্যও অতীব সুন্দর।

মূল-মন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণে ভগবতির মন্দির বিরাজিত। ইহা বিজয় কেশরী নৃপতির রাজত্ব সময়ে ৭৮৮ শকে নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরটী আকারে ছোট হইলেও ইহার শিল্পনৈপুণ্য ও ভাস্করকার্য্য অতীব মনোহর এবং তজ্জন্য ইহা প্রসিদ্ধ মন্দির বলিয়া পরিগণিত। মন্দিরের উত্তর দিকে একটী সুবৃহৎ কূপ আছে। ইহা ব্যতিত মন্দির প্রাঙ্গণে আরও অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির আছে। তাহাদের অবস্থা এক্ষণে অতীব হীন। এমন কি ভগবতীর প্রসিদ্ধ মন্দিরে এরূপ চর্ম্মচর্চ্চিকার আবাসস্থান হইয়াছে, যে তথায় কেহ অধিকক্ষণ "তিষ্ঠিতে" পারে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিত্যপূজার ব্যবস্থা।

নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে দেবতার নিত্য পূজা ও উপাসনা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

১। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হেতু দুন্দুভিধ্বনি হয়, সেই সময়ে পূজারি ব্রাহ্মণ সম্মুখে দর্পণ ধরিয়া আরতি করেন।

২। তৎপরে দন্ত ধাবন জন্য দাঁতন প্রদান।

৩। ৭ টার সময় স্নানাভিষেক। ৪। তৎপরে বস্ত্র পরিধান।

৫। ৮ ঘটিকা[illegible] সময় লাজ, নবনীত[illegible]যুক্ত বাল্যভোগ।

৬। ১০ ঘটিকার সময় সকাল ভোগ। ইহাতে পিষ্টক, খেচরান্ন ও মিষ্টান্ন অর্পিত হয়।

৭। ১১ টার সময় ভোগমণ্ডপে পক্কান্ন ভোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই সময়ে মূল-মন্দিরেও মিষ্টান্ন ভোগ অর্পিত হয়।

৮। ১২ টার সময় ভোগ মণ্ডপে মধ্যাহ্ন ভোগ হইয়া থাকে। ইহাতে অন্ন, ব্যঞ্জন, মালপো, পায়স, সর ও সরবৎ আদি নিবেদিত হয়। ভোগাবসানে কর্পূরালোকের আরতি হয়। তৎপরে দরজা বন্ধ হয়। চারি ঘণ্টা কাল আর দরজা খোলা হয় না।

৯। চারি ঘণ্টা কাল দেবতা বিশ্রাম করেন। পুনরায় ৪ টার সময় দুন্দুভিধ্বনি ও আরতি হয়।

১০। ঐ সময় বৈকালিক ভোগস্বরূপ জিলাপী প্রদত্ত হয়।

১১। তৎপরে প্রাতঃকালের ন্যায় পুনরায় জলাভিষেক হইয়া থাকে। তাহার পর সন্ধ্যাকালীন শৃঙ্গার বেশ ও ধূপদীপাদি অর্পণ করা হয়। উক্ত শৃঙ্গার বেশে বস্ত্র, চন্দন, বিল্বদল, তুলসী, পুষ্পমালা এবং অন্যান্য আভরণ সমর্পিত হয়।

১২। সন্ধ্যাভোগ। ইহাতে মতিচূর, গজা, পকড়ান্ন, গুড়, অলাবুর অম্ল, নারিকেল ও ঘৃত এবং তদন্তে তাম্বুল প্রদত্ত হইয়া থাকে। তদনন্তর আরতি হয়।

১৩। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে পুনরায় আরতি হইয়া বড় শৃঙ্গার বেশ হয়। তাহাতে পীত বর্ণের বস্ত্র ও নানাবিধ সৌগন্ধ দ্রব্য অর্পিত হয়। তদনন্তর মোহনভোগ, পিষ্টক ও পকড়ান্ন প্রদত্ত হয়।

১৪। ইহার ১ ঘণ্টা পরে নিজ গৃহে গোপাল ভোগ হয়। ইহাতে পকড়ান্ন ও দধি প্রদত্ত হয়।

১৫। ইহার পর পুষ্পাঞ্জলি হইয়া থাকে। ইহাতে পঞ্চপাত্র,

মিষ্টান্ন ও কদলী পরিপূর্ণ করিয়া মন্দিরস্থ বেদী পীঠোপরি রক্ষিত হয়। ১৬। তদনন্তর আরতি।

১৭। অনন্তর শয়ন। তজ্জন্য মন্দির মধ্যে খট্টাঙ্গ, শয্যা, তাম্বুল, জল ও পুষ্প প্রভৃতি যথা স্থানে রক্ষা করিয়া অর্চ্চক দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"দেবী আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।" এই বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করেন।

তৎপরে অর্চ্চক নিম্নোক্ত ধ্যান ও মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রণাম করত স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

শিবের ধ্যান।

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভম্
চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকরোজ্জ্বলাঙ্গম্
পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমস্তাৎ স্তুতমমরগণৈঃ
ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজম্
নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥
মন্ত্র। ওঁ নমঃ শিবায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উৎসব।

চন্দনযাত্রা, পুষ্যাযাত্রা এবং অশোকাষ্টমী যাত্রা আদি চতুর্দ্দশ পর্ব্ব উপলক্ষে এবং ধনুসংক্রান্তি, ভৈমী একাদশী আদি দ্বাদশ উপপর্ব্ব উপলক্ষে এখানে বহুপূর্ব্বে বিশেষ সমারোহ হইত; এখনও যথাসাধ্য হইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ প্রধান উৎসব বা যাত্রা যথা,—

১। প্রথমাষ্টমী যাত্রা। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে মন্দিরের পশ্চিমদিকস্থ ক্ষুদ্র পাপনাশিনী সরোবরে ভুবনেশ্বরের ধাতুময়ী মূর্ত্তি রথারোহণে আনিত হইয়া অভিষিক্ত ও যথানিয়মে পূজিত হয়েন।

২। প্রাবরণ ষষ্ঠী যাত্রা। ইহা উক্ত মাসের শুক্ল ষষ্ঠীতে সম্পাদিত হয়েন।

৩। পূষ্যাভিষেক যাত্রা। পৌষ মাসের পূর্ণিমাতে সম্পাদিত হয়।

৪। মকর সংক্রান্তি বা ঘৃতকম্বল যাত্রা।

৫। মাঘ সপ্তমী যাত্রা। ৬। শিবরাত্রি যাত্রা।

৭। অশোকাষ্টমী যাত্রা। চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে হইয়া থাকে। ইহা পুরীর রথযাত্রার স্তায়।

৮। দমনভঞ্জিকা যাত্রা। ইহা চৈত্র মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে হইয়া থাকে।

৯। চন্দন যাত্রা। বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়াতে নিষ্পন্ন হয়।

১০। পরশুরামাষ্টমী যাত্রা। আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমীতে সম্পন্ন হয়।

১১। শয়ন চতুর্দ্দশী যাত্রা। আষাঢ় মাসের চতুর্দ্দশীতে সমাধা হয়।

১২। পবিত্রারোপণ যাত্রা। শ্রাবণ মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে সম্পন্ন হয়

১৩। যমদ্বিতীয়া যাত্রা। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল দ্বিতীয়াতে হয়।

১৪। উত্থান চতুর্দ্দশী যাত্রা। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে হয়।

দ্বাদশ উপযাত্রা; যথা,—১ ধনু-সংক্রান্তি। ২। বসন্ত-পঞ্চমী। ৩। ভৈমী-একাদশী। ৪। কপিল-যাত্রা। ৫। দোল-যাত্রা। ৬। নব পত্রিকা। ৭। শীতলাষ্টমী। ৮। জন্মাষ্টমী। ৯। গণেশ-চতুর্থী। ১০। ষোড়শদিন পর্ব্ব। ১১। বিজয়া-দশমী। ১২। কুমারাষ্টমী॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিন্দু-সাগর।

ভুবনশ্বরের মন্দিরের অতি সন্নিকটে বিন্দু-সাগর নামক একটী সুবৃহৎ সরোবর বিরাজিত, তাহার মধ্যস্থলে একটী দ্বীপ, তদুপরে মন্দির সুশোভিত রহিয়াছে। চারিদিকে বাঁধাঘাট। সরোবরের পূর্ব্বদিকের মধ্যস্থলে অনন্ত-বাসুদেবের মন্দির। ইহার সম্মুখস্থ ঘাট মণিকর্ণিকা ঘাট নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

১। ভুবনশ্বরে যে ৮টী প্রধান সরোবর আছে, তন্মধ্যে বিন্দু-সরোবর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিন্দু-সরোবরস্থ মন্দিরে বৈশাখ মাসে চন্দন-যাত্রা পর্ব্বোপলক্ষে নৌকাযোগে যাইয়া পাণ্ডাগণ সাময়িক পূজাদি উৎসব-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত অষ্ট সরোবরের নাম যথা—১। বিন্দু-সাগর, ২। পাপনাশিনী, ৩।

গঙ্গা-যমুনা, ৪। কোটীতীর্থ, ৫। ব্রহ্মকুণ্ড, ৬। মেঘকুণ্ড, ৭। অলাবুকুণ্ড এবং ৮। রামকুণ্ড। এই অষ্ট সরোবর অষ্টতীর্থরূপে অত্র বিরাজিত।

বিন্দু-সরোবর একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া নানাবিধ পুরাণে উক্ত হইয়াছে। এখানে যাত্রিগণ সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান ও শ্রাদ্ধাদি-কার্য্য সমাপন করিয়া থাকেন।

পুরাণে বিন্দু-সরোবরের যে সকল মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কথঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

তত্র বিন্দুসরস্তীর্থং তীর্থ বিন্দুভিঃ পুরিতম্।
তস্য মজ্জনমাত্রেণ সর্ব্বতীর্থাম্বু গাহনম্॥ ব্রঃ, পুঃ।

সর্ব্বতীর্থেভ্য আহৃত্য ক্রমশো বারিবিন্দুভিঃ।
মহর্ষিভিঃ সমাখ্যাতা বিন্দুসাগর ইত্যপি॥ পঃ, পুঃ।

বিন্দু-সাগরে স্নানের প্রণাম মন্ত্র।

বিন্দুং বিন্দুং সমাহৃত্য নির্ম্মিতস্তং পিনাকিনা।
বৃজিনং হর মে সর্ব্বং বিন্দু-সাগর তে নমঃ॥ ঐ॥

বিন্দু-সাগরে স্নানপূর্ব্বক ত্রিভুবনেশ্বরকে দর্শন করিলে জন্ম-জন্মান্তরিত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

বিন্দু-সরোবর উত্তর দক্ষিণে (দীর্ঘে) ৮৭০ হস্ত, প্রস্থে ৪৭০ হস্ত। ইহার গভীরতাও যথেষ্ট।

সরোবরের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণস্থ ঘাটের উপর একটী প্রাচীন সুবৃহৎ ন্যগ্রোধ যাত্রিগণের শ্রম নিবারণার্থ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই স্থান হইতে পথের উভয় পার্শ্বে যাত্রিগণের আবাস-স্থান আরম্ভ হইয়াছে।

বিন্দু-সাগর সরোবরের ঘাটে কয়েকটী ঘাট পাণ্ডা যাত্রিগণকে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান এবং শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করাইবার জন্য উপস্থিত থাকেন।

—:*—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পৌরাণিক-বিবরণ।

বহু প্রাচীন কাল হইতে অর্থাৎ কিশোরী রাজবংশের অভ্যুদয়ের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে এই স্থানটীর (ভুবনেশ্বরের) নাম ছিল "একাম্র-কানন"। ইহা পুরাণাদি বহু প্রাচীন গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়। একাম্র চন্দ্রিকা, একাম্র পুরাণ, কপিলসংহিতা, এবং শিবপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এই স্থানের সবিস্তার মাহাত্ম্য ও বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

একাম্র বৃক্ষস্তত্রাসীৎ পুরাকল্পেতু মুক্তিদঃ।
তত্র একো যতশ্চাম্রস্তস্মাদেকাম্রকং বনম্॥
মহাচ্ছায়ঃ সুশাখী চ নব বিদ্রুম পল্লবঃ।
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষশ্চ যত্র বৃক্ষে ফলানি চ॥ কঃ, সঃ।

পৌরাণিক বর্ণনানুসারে ত্রেতাযুগ হইতে মহাদেব (বারাণসী অতিশয় তপো-বিঘ্নকর ও জনাকীর্ণ হওয়ায় উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক) এই একাম্র কাননে বাস করিতেছেন। সুতরাং ইহা কাশীর তুল্য পবিত্র তীর্থ। কপিল সংহিতার বচন শুনুন।—

নারদ উবাচ।

লবণস্যোদধস্তীরে নীল শৈলো নগোত্তমঃ।
তদুত্তরে চ বিখ্যাতং ক্ষেত্রমেকাম্রকং প্রভো॥
তত্র শ্রীবাসুদেবাখ্যো রমানাথো জগদ্‌গুরুঃ।
অনন্তেন সহ শ্রীমানেকাকী বিজনে বনে॥
তৎস্থানং পরমং গুহ্যং ন জানাতি প্রজাপতিঃ।
ভবানপি ন জানাতি দেবতানাঞ্চ কা কথা॥
একাম্রং পরমং গুহ্যং জগন্নাথস্য চক্রিণঃ।

* * * * *

নারদের নিকট সুরম্য, নির্জ্জন ও পবিত্র একাম্র কাননের বিষয় অবগত হইলে মহাদেব তথায় অবস্থিতির জন্য বাসুদেবের স্তব করিতে লাগিলেন।

বাসুদেব মহাদেবকে বলিলেন, আমার নিকট সত্য করিয়া বল,—"যে কখনও কাশী যাইব না, এখানেই সর্ব্বদা থাকিব"; তাহা হইলে আমি তোমাকে থাকিবার স্থান প্রদান করিব।

এখানে ত তোমার মণিকর্ণিকা আছে, লতা গুল্মাদি আচ্ছাদিত পাপনাশিনী সরোবর আছে, জাহ্নবী আছে, গঙ্গাযমুনা নামধেয় সরোবর আছে এবং অন্যান্য বহু সুগুপ্ত তীর্থ সকল এখানে বিদ্যমান আছে। সে সকল বিষয় পরে তোমাকে বলিব। অগ্রে আমার নিকট সত্য কর।

মহাদেব বিষ্ণুর নিকট সত্যবদ্ধ হইয়া একাম্র-কাননে বাসে কৃতসঙ্কল্প হইলে নগেন্দ্রনন্দিনী পার্ব্বতী মহাদেবের এই গুপ্ত ক্ষেত্রের বিষয় অবগত হইয়া এবং মহাদেবের নিকট ইহার যথাগ বর্ণনা শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

হে ভগবন্! সেই মনোরম পবিত্র বন দেখিবার জন্য আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে, আপনি আদেশ করুন. আমি সেই বন দেখিতে যাইব।

দেবাদিদেব শম্ভু ভগবতীর প্রার্থনা শ্রবণে তৎক্ষণাৎ কাননে গমন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন এবং দেবীর পশ্চাতে (১৫ বৎসর পরে) স্বয়ং সেই বনে গমন করিলেন।

অনন্তর নগেন্দ্র নন্দিনী ভগবানের আদেশানুসারে সিংহ-বাহিনীরূপে ত্বরায় একাম্রকাননে উপস্থিত হইলেন। নানা বৃক্ষ-লতা পরিশোভিত নানা বিহঙ্গকুল কূজন সমন্বিত সেই সুমনোহর একাম্রকাননে পর্ব্বত-দুহিতা শিববাক্যানুরূপ এক প্রধান শিবলিঙ্গ দর্শন করত বিবিধ উপচারে পূজা করিয়াছিলেন। এই স্থানে দেবী কীর্ত্তি ও বাস নামক মহাসুরদ্বয়কে নিপাত করেন।

পার্ব্বতী যে স্থানে গোপালিনীরূপ-বিমুগ্ধ ও কামবিমোহিত কীর্ত্তি ও বাস নামক অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিয়াছিলেন, তথায় একটী হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছিল। উহা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সিংহদ্বার সম্মুখে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উহাকে "দেবীপাদ-হরা" কহে। শিবলিঙ্গোপরি সহস্র গাভীর দুগ্ধ দান, গোপালিনী-বেশে পার্ব্বতীর গোচারণ প্রভৃতি সুন্দর আখ্যায়িকা শিবপুরাণের উত্তরখণ্ডে ষড়্বিংশাধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

—:০:—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অপরাপর মন্দির ও দ্রষ্টব্য বিষয়।

পদ্মক্ষেত্র বা ভুবনেশ্বরে বহুসংখ্যক মন্দির কিশোরী-রাজ-বংশের রাজত্ব সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশ

এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দির ব্যতীত তথায় নিম্নলিখিত মন্দির সকল উল্লেখ ও দর্শন যোগ্য।

১। অনন্ত বাসুদেব, ২। কোটি তীর্থেশ্বর, ৩। ব্রহ্মেশ্বর, ৪। মুক্তেশ্বর, ৫। কেদারেশ্বর, ৬। সিদ্ধেশ্বর, ৭। পরশুরামেশ্বর, ৮। অলাবুকেশ্বর, ৯। নাকেশ্বর, ১০। গোসহস্রেশ্বর, ১১। বৈতাল, দেউল, ১২। রাজারাণী দেউল, ১৩। সোমেশ্বর, ১৪। কপিলেশ্বর, ১৫। যমেশ্বর, ১৬। ঈশানেশ্বর, ১৭। জলেশ্বর, ১৮। একাম্রেশ্বর, ১৯। গোপালিনী। ২০। যোগমায়া রাধা। পুরাণের উক্তি অনুসারে এস্থলে তিন যোজন বা দ্বাদশ ক্রোশের মধ্যে এক লক্ষ মন্দির ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহার শতাংশের একাংশও দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু অনুসন্ধানের পর তিন শত মন্দিরের অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

বিন্দু-সাগরের পূর্ব্ব তীরস্থ মণিকর্ণিকা ঘাটের উপর অনন্ত বাসুদেবের মন্দির। ভুবনেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা আকারে ছোট হইলেও ইহা অন্যান্য মন্দির অপেক্ষা অনেকাংশে উত্তম এবং ইহার অবস্থাও ভাল আছে। এই মন্দির ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অগ্রে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতেও মূল-মন্দির, মোহন, ভোগ-মন্দির ও নাট-মন্দির আছে এই মন্দিরে কৃষ্ণ বলরামের মূর্ত্তি বিরাজিত। এই মন্দিরের পোতা থামাল ভুবনেশ্বরের সকল মন্দির অপেক্ষা উচ্চ। এখানে প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ভোগ ও উপাসনাদি নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মুক্তেশ্বর মন্দির বিন্দু-সাগরের ঈশানকোণে কিয়দ্দূরে অবস্থিত। এই মন্দিরটী আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহা অতি সুন্দর ও কারুকার্য্য খচিত। ইহা দর্শনমাত্র দর্শকের মন আকৃষ্ট হয়। এইরূপ সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকার্য্যবিশিষ্ট মন্দির আর কুত্রাপি দৃষ্ট

হয় না। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণের মধ্যে দক্ষিণ দিকে একটী দীর্ঘাকার কুণ্ড এবং পূর্ব্বদিকে একটী চতুষ্কোণ বিশিষ্ট (কূপ সদৃশ) কুণ্ড আছে; শেষোক্তটীর নাম সিদ্ধকুণ্ড। প্রবাদ আছে যে, ইহার জল পান করিলে বন্ধ্যা নারীর পুত্র হয় এবং মৃত-বৎসার সন্তান জীবিত থাকে। এই হেতু ইহার জল বিক্রীত হয়। এই মন্দিরের সম্মুখেই কিঞ্চিৎ উচ্চে সিদ্ধেশ্বরের মন্দির। ইহার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত আম্রবন; এই ক্ষেত্র যে একাম্রকানন নামে অভিহিত হইয়াছিল, তাহা এই স্থানে আসিলে অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এ স্থানটী অতি মনোহর। আমা-দের ভূতপূর্ব্ব বঙ্গেশ্বর সার জন উডবরণ বাহাদুর এই স্থান ও মুক্তেশ্বর মন্দির দর্শনে অতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এই প্রাঙ্গণের পার্শ্বে একটী বাংলা আছে। মুক্তেশ্বর মন্দিরের অনতিদূরে কেদারেশ্বর মন্দির। ইহা অতি প্রাচীন মন্দির। এই মন্দিরাভ্যন্তরে পঞ্চবক্ত্র পঞ্চানন সলিলমধ্যে বিরাজিত। একটি মণ্ডলাকার সলিলের মধ্যে পঞ্চ স্থানে পঞ্চ প্রস্তরখণ্ড পঞ্চাননের পঞ্চমুখ বলিয়া বিদিত। একটী প্রবাহিত ক্ষুদ্র নদীর উপর এরূপ ভাবে মন্দিরটি গ্রথিত হইয়াছে যে সর্ব্বদাই মন্দিরা-ভ্যন্তরে মণ্ডলাকার স্থানে জল বিদ্যমান থাকে। সাধারণ জনগণকে পঞ্চাননের পঞ্চবক্ত্র এই প্রকারে প্রদর্শিত হইয়াছে (১)। জ্ঞানীগণ ইহা দিব্যচক্ষে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে পঞ্চতত্ত্ব মধ্যে অবলোকন করেন।

(১) মান্দ্রাস প্রদেশে নিম্নোক্ত পঞ্চস্থানে পঞ্চ পৃথক মন্দিরে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ১। চিদম্বরে ব্যোমমূর্ত্তি, ২। জম্বুকেশ্বরে অপমূর্ত্তি; ৩। কাঞ্চিপুরে ক্ষিতিমূর্ত্তি; ৪। কালহস্তিতে বায়ুমূর্ত্তি; এবং তিরুবন্নমলয়ে তেজমূর্ত্তি।

ইহার পার্শ্বেই গৌরী-দেবীর ক্ষুদ্র মন্দির ও তৎসম্মুখে গৌরী-কুণ্ড নামে একটী কুণ্ড মন্দিরের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে, এই কুণ্ডের এক পার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত মন্দিরাভ্যন্তরস্থ স্রোতস্বিনীর জল প্রবেশপূর্ব্বক অন্য পার্শ্ব দিয়া বহির্গত হইয়া যাইতেছে। ইহার জল অতি নির্ম্মল ও সুস্বাদু।

এস্থানটি বড়ই শান্তি ও প্রীতিপ্রদ। এখানকার নৈসর্গিক দৃশ্য অতি মনোহর ও আরামদায়ক। সন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর বেলা ৪ টার পর আমরা এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ভানুদেব তৎকালে উগ্রমূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৌম্য-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। যে যত বলবান ও প্রচণ্ড হউক না কেন, অন্তিমকালে সকলকেই একবার সাম্যভাব ধারণ করিতেই হইবে। তপনদেবের মাধুর্য্যভাব দর্শনে প্রকৃতি দেবী ও সমধিক চিত্ত-বিমোহক রূপ ধারণ করিয়া মৃদু-মধুর হাস্য করিতেছিলেন। আমরা কতকক্ষণ গৌরী-কুণ্ডের তীরে বসিয়া প্রকৃতির শোভা দর্শন ও ভুবনেশ্বরের অতীত গৌরব চিন্তা করিলাম। গৌরীকুণ্ডের অনতিদূরেই শ্যামল শস্যক্ষেত্র স্থানটীর অধিকতর শোভা বৃদ্ধি করিতেছিল। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দূরে ও নিকটে মন্দির ও মন্দিরের চূড়া সকলের দৃশ্য এবং আকাশের কোলে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘসদৃশ পর্ব্বতের সুমনোহর দৃশ্য গোলক-ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বিধাতার অসীম অপূর্ব্ব মহিমা মনে জাগাইয়া দিতে লাগিল! এই একাম্র-কাননাভ্যন্তরে বিংশত্যধিক মন্দির থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি উল্লেখ ও দর্শন যোগ্য। সন্ধ্যা সমাগত প্রায় দেখিয়া আমরা বাসাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। প্রত্যাবর্ত্তনকালে বিন্দু-সাগর তীরে আরও দুই একটী ভগ্ন মন্দির দর্শন করিলাম। যেখানে এক সময়ে সন্ধ্যাকালে আরতির সময়

শঙ্খ, ঘণ্টা ও কাঁসরাদির বাদ্যে দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত হইত, এক্ষণে সেখানে দুই একটী ভগ্ন কাঁসরের ক্ষীণ শব্দ মাত্র হইয়া আরতির কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। নশ্বর-জগতের এই চিরন্তন প্রথা! ইহা সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

ভুবনেশ্বরের দেবোত্তর সম্পত্তি পূর্ব্বে পাণ্ডাগণের হস্তে থাকায় বিশেষ সুবন্দোবস্তের সহিত কার্য্যাদি সম্পন্ন হইত না বলিয়া এক্ষণে ইহার সমস্ত ভার কমিটির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে; এই কমিটি একজন কার্য্যধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান কার্য্যধ্যক্ষের নাম বাবু দুর্গাগতি মুখোপাধ্যায়। প্রায় তিন বৎসর হইল কমিটীর দ্বারা সমস্ত কার্য্য পরিচালন অর্থাৎ ভুবনেশ্বরের দেবোত্তর সম্পত্তির আয় বৃদ্ধি ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার এবং প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ সকলের অস্তিত্ব কোন প্রকারে বিদ্যমানরাখিবার যত্ন ও চেষ্টা হইতেছে। সুখের বিষয়, গবর্ণমেণ্টেরও অনেকটা এদিকে সুদৃষ্টি পড়িয়াছে।

যে আর্য্যজাতির নাম সমস্ত জগতবাসীকে এক সময় স্তম্ভিত করিয়াছিল, আজি সেই আর্য্য জাতির দুর্দ্দশা, সেই আর্য্য জাতির হীনাবস্থা ধরাবাসী নীরবে নিরীক্ষণ করিতেছেন। কিশোরী রাজবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ভারতের সমস্ত রাজবংশ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তবে তাঁহাদের সে প্রতিভা, সে ধর্ম্মপ্রাণতা নাই; তাঁহারা এই লুপ্তপ্রায় প্রাচীন হিন্দু কীর্ত্তিস্তম্ভ সকলের সংরক্ষণার্থ অর্থব্যয় করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। কতদিকে কত রকমে ভারতের রাজা মহারাজগণের, জমিদারগণের এবং ধনকুবের সওদাগর গণের অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে। কিন্তু দুই চারি লক্ষ টাকার জন্য এরূপ একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ ধ্বংস হইতে চলিয়াছে, কেহই তাহা লক্ষ্য করিতেছেন না।

ইউরোপবাসিগণ স্বদেশে বসিয়া ভুবনেশ্বরের বিষয় শুনিয়া, তাহার চিত্র দর্শন করিয়া, ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইউরোপ-বাসী—গুণগ্রাহী ; নতুবা তাঁহাদের এত উন্নতি কেন হইবে ?

নৃপতি কিশোরী ৯৪০ খৃষ্টাব্দে এই স্থান হইতে কটকে রাজ-ধানী স্থানান্তরিত করায় ভুবনেশ্বরের অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে এখানে খাদ্যদ্রব্যের বা অন্যান্য দ্রব্যের ভাল বিপণি নাই। দুই একখানি মাত্র ক্ষুদ্র ফলমূলের ও মুড়কি বাতাসার দোকান আছে। বর্ত্তমান বর্ষে আশ্বিনমাসে তথায় গমন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা স্থানের উন্নতি দেখিলাম। পুরীর মত এখা-নেও ভোগের বন্দোবস্ত আছে এবং এখানেও ভোগ বিক্রয় হইয়া থাকে। এখানে দধি, দুগ্ধ ও তক্র কতক পরিমাণে পাওয়া যায়।

এখানকার পাণ্ডাগণের অবস্থা তত ভাল নহে। অধিকাংশে-রই অবস্থা অতি হীন। এখানে পাণ্ডা ব্যতীত অন্য লোকের বাস-ভবন দৃষ্টিগোচর হইল না। এখানকার জলবায়ু উত্তম।

যাহারা তীর্থদর্শনাভিলাষে ভুবনেশ্বরে আগমন করেন, এক্ষণে তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে দেব দেবী দর্শন, ভুবনেশ্বরের ক্ষেত্র যথাবিধি পর্য্যটন এবং প্রদক্ষিণ করিতে পান না। শাস্ত্রানুসারে তীর্থের কার্য্য করাইবার পাণ্ডা অধুনা অতি বিরল। ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা পাঠকগণের বিদিতার্থে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ক্ষেত্রস্য পূর্ব্বদক্ষে চ পশ্চিমে চোত্তরে তথা।
ক্রোশেন মণ্ডলাকারং কুর্য্যাৎ ক্ষেত্র প্রদক্ষিণম্॥
ক্ষেত্রমেতৎ সমাদিষ্টং চক্রাকারং শুভং মুনে।
প্রদক্ষিণ ত্রয়ং চাত্র কবিভিঃ সমুদাহৃতম্॥

একাম্র পুরাণ

পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত মণ্ডলাকার এক ক্রোশ পরিসর স্থান ভুবনেশ্বর-ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই চক্রাকার ক্ষেত্র তিন বার প্রদক্ষিণ করিবার জন্য ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং ইহাতে অযুত অশ্বমেধের ফল উক্ত হইয়াছে।

এক্ষণে অনেকে কেবল মাত্র ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দির দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তীর্থযাত্রিগণের প্রতি নিম্নোক্ত ক্রম বা পর্য্যায়ানুসারে দর্শন করিবার বিধি আছে।

প্রথমে পবিত্র বিন্দু সরোবরে স্নান করিবে, তৎপরে ক্রমান্বয়ে অনন্ত বাসুদেব, গোপালিনী, চন্দ্ররুদ্র প্রভৃতি সর্ব্বসমেত ৮১টী দেবদর্শন করিবে। ঐ সকল দেব-দেবীর মন্দির নয়ভাগে বিভক্ত আছে। ঐ সকল মন্দিরের মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা এক্ষণে শোচনীয়;—চর্ম্মচটিকার আবাস স্থানে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং তাহার সবিশেষ ক্রমানুযায়িক বর্ণনা অনাবশ্যক। এই সকল দেবদেবী ব্যতীত আর একটী দ্রষ্টব্য বিষয় আছে—তাহা খণ্ডগিরি-উদয়গিরি। এই গিরি দ্বয়ের বিষয় বলিতে হইলে বুদ্ধদেবের নাম ও মগধাধিপতি সম্রাট অশোকের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। পঞ্চবিংশতিশতাধিক বর্ষ অতীত হইল, দশাবতারের অন্যতম অবতার বুদ্ধদেব পৃথিবীতে যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ভট্টপাদ ও শঙ্করাচার্য্যের তীক্ষ্ণাস্ত্রে ভারতের নানাস্থানে তাহা ছিন্ন ভিন্ন ও বিধ্বস্ত হইলেও পৃথিবী হইতে সে ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয় নাই।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের সার্দ্ধ দুই শত বৎসর পরে গুপ্তবংশীয় রাজা অশোক এই ধর্ম্ম প্রচারার্থ বহু যত্ন ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার নাম ও কীর্ত্তি অক্ষয়া করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে ভারতের নানা স্থানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের অবস্থান ও

উপাসনাদির নিমিত্ত পর্ব্বতের গাত্র ক্ষোদিত করিয়া গুহা সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং পালি ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার মর্ম্ম ও বক্তৃতা সকল উৎকীর্ণ হইয়াছিল। খণ্ডগিরি, উদয়গিরিও সেই সময়ের একটী বৌদ্ধ কীর্ত্তি। পুরাণেও এই খণ্ডগিরির মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। খণ্ডগিরি পুরাণে স্বর্ণকুটাদ্রি নামে উক্ত হইয়াছে।

—:০:—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

খণ্ডগিরি-উদয়গিরি।

ভুবনেশ্বর মন্দির হইতে একটী প্রশস্ত রাজপথ কঙ্করময় তরঙ্গায়িত উচ্চাবচ পার্ব্বত্যপ্রদেশ ভেদ করিয়া খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির মধ্য দিয়া কটকাভিমুখে চলিয়াছে; আর ইহার একটী শাখা খণ্ডগিরির পূর্ব্ব পাদদেশ দিয়া খুরদাভিমুখে গিয়াছে। ভুবনেশ্বর হইতে অচলদ্বয়ের দূরত্ব অন্যূন ৪ মাইল। আমরা সন ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি প্রাতঃকালে ভুবনেশ্বরের বাসা হইতে প্রথমবার অদ্রিদ্বয় দর্শনে রহণা হইয়া বেলা ৮টা ৫০ মিনিট সময়ে উক্ত পর্ব্বতের পাদদেশে উপনীত হইয়াছিলাম। পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে করিতে পদব্রজে অনায়াসে যাওয়া যায়। অনেকে গোশকটেও গিয়া থাকেন। দ্বিতীয়বার আমরা সন ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর গোযানে গমন করিয়াছিলাম। যাতায়াতের ভাড়া ॥০ মাত্র। উক্ত খণ্ডগিরি যাইবার পথে একটী ক্ষুদ্র নদী ও একটী প্রাচীন বৃহৎ ইঁদেরা ব্যতীত অন্য কোন জলাশয় দৃষ্টিগোচর হইল না। ৺ কাশীধামে

ভাগিরথী যেরূপ পূতঃসলিলা, উদয়গিরিসমুদ্ভূতা গন্ধবতীও তদ্রূপ। ইহার জল অতি নির্ম্মল ও সুস্বাদু। পৌষমাসে অর্দ্ধঘণ্টা কাল ইহাতে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিয়াও শীত বোধ হইল না, বরং বিশেষ আরামদায়ক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ভুবনেশ্বর-ক্ষেত্রের পশ্চিম সীমা খণ্ডগিরি-উদয়গিরি। সুতরাং ভুবনেশ্বরের সহিত উহার বিশেষ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে এবং ভুবনেশ্বর-যাত্রীর পক্ষে ইহা একটী দ্রষ্টব্য স্থান। একাম্র চন্দ্রিকায় উক্ত হইয়াছে :—

খণ্ডাচলং সমাসাদ্য যত্রাস্তে কুণ্ডলেশ্বরঃ।
আসাদ্য বারাহী দেবী বহিরঙ্গেশ্বরাবধি ॥

নিম্নোক্ত শাস্ত্রীয় বচনটীর দ্বারা উক্ত খণ্ডাচলের পবিত্রতা প্রতিপাদন হইতেছে।

অন্য ক্ষেত্রস্থ যৎপাপং ক্রিয়তে মানবেন হি।
তৎসর্ব্বং নাশয়তি স্বর্ণকুটাদ্রি মূর্দ্ধনি ॥
স্বর্ণকুটেঽপি যৎপাপং কর্ম্মণা মনসা গিরা।
তৎক্ষালয়েন্মহাপাপং ক্ষেত্রস্যৈব প্রদক্ষিণম্ ॥এঃ পুঃ ॥

খণ্ডগিরির অন্যতম নাম স্বর্ণকুটাদ্রি। খণ্ডাচলের পূর্ব্বদিকের পাদদেশে একটী সুবৃহৎ প্রাচীন বটবৃক্ষ ও একটী সরকারী বাংলা আছে।

আমরা অগ্রেই খণ্ড-গিরিতে আরোহণ করিলাম। খণ্ড-গিরির উচ্চতা ১২৪ ফিট মাত্র। ইহার শিখর দেশে অপেক্ষাকৃত একটী আধুনিক জৈন-মন্দির আছে। ইহা পরেশনাথের মন্দির বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। মন্দিরটী তখন ভগ্নাবস্থায় ছিল।

সন ১৩১১ সালের আশ্বিন মাহায় দ্বিতীয় বার তথায় গমন করিয়া ইহার সংস্কার হইয়াছে দেখিলাম।

শৈল গাত্রে কতকগুলি ক্ষোদিত কারুকার্য্যযুক্ত গুহা আছে। সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া প্রথমে যে সুন্দর গুহাটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম অনন্ত গুহা। যাঁহারা এই সকল পর্ব্বত-গুহা দেখেন নাই, তাঁহারা ইহার প্রকৃত ধারণা করিতে অক্ষম হইবেন। তাঁহারা ইহা সাধারণ গুহা বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। ইহা এক একটী প্রকোষ্ঠ বিশেষ। এই অচলোপরি আকাশকুণ্ড বা আকাশগঙ্গা, রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড নামক তিনটী কূপ আছে। শেষোক্তটীর জল অতি স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট—সুধা সদৃশ। আমরা ইহার জলপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। এরূপ সুমিষ্ট সুধা সদৃশ উদক আর কুত্রাপি আছে বলিয়া বোধ হয় না। হিমাচলের ও সীমাচলের ঝরণার জলপানেও আমরা এইরূপ আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলাম। শ্যামকুণ্ড একটী ক্ষুদ্র গুহা মাত্র ; একজন মাত্র বসিয়া প্রবেশ করিবার দ্বার আছে। আমাদের মধ্যে সকলেই একে একে প্রবেশ পূর্ব্বক উদর পূরিয়া অঞ্জলি দ্বারা বারি পানে পরিতৃপ্ত হইলেন। পূর্ব্বোক্ত বাংলাতে যে সকল সাহেব আসেন তাঁহারা সকলেই ইহার জলপান করেন।

এই অচলের সানুদেশে পরেশনাথের মন্দিরের পশ্চাৎভাগে মণ্ডলাকার প্রস্তর-নির্ম্মিত বসিবার স্থান সকল বিরাজিত। ইহা দেব-সভা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই স্থানের নৈসর্গিক দৃশ্য অতি মনোহর। পশ্চিমে নীলগিরি-শ্রেণীর দৃশ্য পূর্ব্বে ধবলাচল প্রভৃতির এবং ভুবনেশ্বরাদি মন্দিরের দৃশ্য আর উত্তর দক্ষিণে শস্যক্ষেত্র ও অরণ্যময় পার্ব্বত্য দৃশ্য দর্শনে মনে যে

কিরূপ আনন্দ হয় তাহা আমদের দুর্ব্বল লেখনী বর্ণনা দ্বারা প্রাকাশ করিতে অক্ষম। নাগপুরের একটী পর্ব্বতোপরিস্থ অম্বাঝারি হ্রদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ দৃশ্য অনুভব করিয়াছিলাম।

আমাদের সঙ্গি পাণ্ডা কহিল যে এই স্থানে বৎসরে একবার মেলা বা যাত হইয়া থাকে। ইহা জনশূন্য স্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ এস্থানে কোন লোকের বাসস্থান নাই। পর্ব্বতের পাদদেশে কয়েকজন সরকারী নিম্ন শ্রেণীর চাকর মাত্র থাকে।

খণ্ডগিরি দর্শনান্তর আমরা উদয়গিরি দর্শনে চলিলাম। শেষোক্তটী আকারে বৃহত্তর এবং তাহাতে বহুবিধ বৃক্ষ সকল রহিয়াছে। এই পর্ব্বতটীতে অনেক গুহা আছে। কোন স্থানে একত্রে একটী, কোথায় একত্রে দুইটী, কোথায় একত্রে তিনটী ইত্যাদি প্রকারে বিরাজিত। স্থানীয় লোকেরা গুহাকে গুম্ফা কহে। রাণী অন্তপুর নামে সুবৃহৎ গুহা একটী প্রকৃত হর্ম্ম বা বাস-ভবন সদৃশ। স্থানীয় লোকেরা অলিন্দ-সহ দ্বাদশ প্রকোষ্ঠযুক্ত এই দ্বিতল গুহাকে রাণী হংসপুরী বলিয়া থাকে। তিন দিকে ভাস্কর কার্য্য বিশিষ্ট ক্ষোদিত প্রকোষ্ঠ সকল সুশোভিত এবং মধ্যস্থলে প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণ মধ্যে একটী যজ্ঞবেদী পরিলক্ষিত হইল। শুনিলাম জনৈক সাধু এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

অজ্ঞ পাণ্ডারা বলে যে এই সকল কীর্ত্তি কিশোরী-রাজবংশীয় রাজাদিগের। বিশেষতঃ ললাটেন্দু কিশোরীর নাম তাঁহাদের মুখে প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়। পুরীতে যেমন ইন্দ্রদ্যুম্নের নাম এখানে সেইরূপ ললাটেন্দু-কিশোরীর নাম পাণ্ডাগণের নিকট শুনা যায়; সমস্তই তাঁহার কৃত বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ফল কথা এই সকল ব্যাপারের প্রকৃত ইতিহাস তাহাদের জানা নাই।

উদয়গিরিতে যে সকল গুহা আছে, তাহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম আছে। তাহা তত্রত্য সাধারণ জনগণের বিদিত নাই। প্রধান প্রধান গুলির নাম অনেকেই জানেন। যথা—রাণীনোর বা রাজ্ঞী প্রাসাদ, রাণীগুম্ফা বা রাণীগুহা এবং রাণী-অন্তঃপুর যাহা এক্ষণে অপভ্রংশ হইয়া রাণীহংসপুরে পরিণত হইয়াছে। এই সকলের বিশেষ বিবরণ জানিবার কৌতুহল জন্মিলে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের Antiquities of Orissa নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

এই সকল গুহায় বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মনিয়মাদির বিষয় পালি-ভাষায় ক্ষোদিত আছে। ললিতাকুণ্ড নামে স্বল্পগভীর একটী কূপ উদয়গিরির শিখরদেশে বিরাজিত। তাহার জল অতি অপরি-ষ্কার, স্পর্শ করিতেও ঘৃণা হয়।

উদয়গিরির শিখরদেশ হইতে সম্মুখে ভুবনেশ্বরের মন্দির স্পষ্ট অবলোকন করা যায়। এই গিরিশিখর হইতে সূর্য্যোদয় অগ্রে দেখা যায় বলিয়াই ইহার নাম উদয়গিরি হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ভারতের নানাস্থানে অশোক প্রমুখ বৌদ্ধ নরপতিগণের সময়ে অদ্ভুত স্থাপত্য বিদ্যার পরিচায়ক পার্ব্বত্য গুহাসকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বোম্বাই প্রদেশে অজন্তা গুহা, কারলি গুহা, এলিফ্যাণ্টা গুহা প্রভৃতি অতি বিখ্যাত ও দর্শন যোগ্য। (১)

(১) **হিমাদ্রিশিখরে ঋদ্ধি মন্দির।** উক্ত অলৌকিক বিস্ময়-জনক দেবপুরী সদৃশ অত্যাশ্চর্য্য মঠ বা মন্দিরের বিবরণ "শিবধ্যান ব্রহ্মচারীর অপূর্ব্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত" শীর্ষক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

নবম পরিচ্ছেদ

ধৌলি পর্ব্বত।

ভুবনেশ্বর-যাত্রীদিগের আর একটী দ্রষ্টব্য বিষয় আছে। কিন্তু তাহা অতি অল্প যাত্রীই অধুনা দর্শন করিয়া থাকেন। ইহা সাধারণ যাত্রীর দ্রষ্টব্য নহে। যাঁহারা মহতের ক্রিয়াকলাপ দেখিতে ভাল বাসেন, যাঁহারা মহত্তের গুণগান করিয়া আনন্দ অনুভব করেন, যাঁহারা মহতের আশ্রয় মহাবৃক্ষের আশ্রয় স্বরূপ মনে করেন, যাঁহারা মহতের মহত্ব ও কার্য্যপ্রণালী অবলোকন করিয়া হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করেন, এবং জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মহত্বের পূজা করিতে পশ্চাদপদ নহেন, ইহা তাঁহাদের দ্রষ্টব্য বস্তু। ইহা খুর্দ্দার অন্তর্গত ধবলাগিরি বা ধৌলি পর্ব্বত। এই পর্ব্বত গাত্রে শ্রীধর্ম্মাশোকের ধর্ম্ম সংক্রান্ত উপদেশ সকল পালিভাষায় ক্ষোদিত হইয়াছিল। সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল, অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান রহিয়াছে; এবং জগতবাসীর নিকট তাঁহার উদার চরিত্রের এবং সুগভীর ও প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। পালিভাষা-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহা অবোধ্য হেতু তাহার সার মর্ম্ম সংগ্রহ পূর্ব্বক সংক্ষেপে নিম্নে প্রকটিত হইল।

১। যজ্ঞার্থে অথবা নিজ ভক্ষ্যার্থে পশু পক্ষী বধ করিবে না।

২। মানব এবং পশুর হিতার্থে চিকিৎসাগার সংস্থাপন এবং ঔষধের সুবন্দোবস্ত করিবে। পথপার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ ও কূপ খনন করিবে।

৩। প্রতি পঞ্চম বর্ষে ধর্ম্মসংক্রান্ত নৈতিক আদেশাবলী প্রচার করিবে

৪। পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান রাজ শাসনাধীন তুলনা করিবে।

৫। স্বদেশী ও বিদেশী দিগের জন্য ধর্ম্ম প্রচারক নিযুক্ত করিবে।

৬। প্রজাবর্গের আচার ব্যবহার রীতি নীতি অনুসন্ধান ও শিক্ষার জন্য নীতি পরিদর্শকও ধর্ম্মপথ প্রদর্শক নিযুক্ত করিবে।

৭। ধর্ম্মের একতা ও সাম্য সংস্থাপনের ঐকান্তিক চেষ্টা করিবে।

৮। পূর্ব্বতন রাজন্যবর্গের অনুমোদিত পাপব ইন্দ্রিয় সুখের সহিত তৎকালের রাজশাসনাধীন পবিত্র ও সুবিমল সুখের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিপরীত।

৯। প্রকৃত সুখ ধর্ম্মেই নিহিত থাকে; ধর্ম্মই ব্যক্তিগণকে পুণ্যকর্ম্মে ইচ্ছা প্রদান করে, সদনুষ্ঠানে ধর্ম্ম সঞ্চিত হয়। সদনুষ্ঠান —দয়া, সত্যতা, বদান্যতা, পরোপকার এবং পবিত্রতা।

১০। পার্থিব সুখের অনিত্যতা এবং অসারতার সহিত ভবিষ্যত পুরস্কারের সম্বন্ধ বিপরীত।

১১। ধর্ম্মোপদেশ দানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান।

১২। অবিশ্বাসীদিগকে সদুপদেশ দান কর্ত্তব্য।

এই স্থানে আসিয়া অশোকাদিষ্ট এই সকল প্রস্তর ক্ষোদিত ধর্ম্মোপদেশ সকল দর্শন করিয়া ধর্ম্মাত্মা মহারাজ অশোকের বিষয় মনমধ্যে জাগরিত হয়। এবং কোনও সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। এই স্থানটীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোহর। বৌদ্ধধর্ম্ম যদি জাতিধর্ম্ম বা বৈদিকধর্ম্মের উপর কুঠারাঘাত করিতে প্রয়াস না পাইত তাহা হইলে বোধ হয় ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের এরূপ হীনাবস্থা হইত না। এবং অশোকের নাম ভারতে

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে "রাম" ও "যুধিষ্ঠিরের" ন্যায় প্রতিদিন উচ্চারিত হইত।

—:•:—

দশম পরিচ্ছেদ।

শিব ও শৈব।

উড়িষ্যার পঞ্চ ধর্ম্ম ক্ষেত্রের মধ্যে ভুবনেশ্বর (প্রাচীন একাম্র-কানন) শৈব ক্ষেত্র।

ভারতের নানা স্থানে শৈব মন্দির সকল এখনও অতি সৌভাগ্যের সহিত বিরাজ করিতেছে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কতকগুলি দর্শন যোগ্য শৈব ক্ষেত্র এবং শিবমন্দির নিম্নে উল্লেখিত হইল। যথা;—সেতুবন্ধে রামেশ্বর। মধুরায় সুন্দরেশ্বর। মান্দ্রাজ প্রদেশে আরও বহু প্রসিদ্ধ শিবমন্দির স্থানে স্থানে আছে। এক তিনিবল্লিতে ৮৫টী প্রসিদ্ধ শিব-মন্দির বিদ্যমান। কাশ্মীরে তুষা-রময় অমরনাথ। রাজহংস-মন্দির *। দ্বিতীয় অমরনাথ মধ্যভার-তের অমরনাথ নামক স্থানে অতি প্রাচীনকাল হইতে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। ৩য় অমরনাথ,অমরকণ্টক পর্ব্বতে নর্ম্মদাতীরে মান্ধাতা

---

* তিব্বত দেশের অন্তর্গত কৈলাস পর্ব্বতের ৩ মাইল দক্ষিণে ও গৌরী পর্ব্বতের পাদদেশে রাবণ হ্রদ ও মানস সরোবরের নিকটে রাজহংস নামক মহাদেবের তুষারাচ্ছাদিত মন্দির বিরাজিত। পরম যোগীও মহাত্মা ভিন্ন এই স্থান দর্শন অন্যের ভাগ্যে ঘটেনা। শঙ্করের অবতার শঙ্করাচার্য্য ও এই স্থান দর্শন করেন নাই। পরম যোগী ভাস্করানন্দ স্বামী এই অত্র আগমন করিয়াছিলেন।

দ্বীপে ওঙ্কারনাথ মহাদেবের বহু প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে গাড়ওয়ালে কেদারনাথের মন্দির। দেওঘরে বৈদ্যনাথ। কাশীতে বিশ্বেশ্বর। বঙ্গদেশে তারকেশ্বর এবং চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ।

হিমাদ্রির শিখরদেশ হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের সকল স্থানে শৈবগণের "হর হর ব্যোম্ ব্যোম্" ধ্বনিতে এক সময় দিগন্ত সকল নিনাদিত হইয়া রাজা প্রজা সকলে মিলিয়া মহানন্দে শিবপূজা ও শিবারাধনা করিতেন। এবং বেদোক্ত ওঁ কার বীজমন্ত্র পূর্ব্বোক্ত রূপে আচ্ছাদিত ও অলক্ষিতভাবে সমস্বরে উদ্গীত হইত। যথা বি+অ+উ+ম=ব্যোম্। বি অর্থে আকাশ ও চক্ষু; অ=বিষ্ণু; উ=মহেশ্বর; ম=ব্রহ্মা।

আকাশে অর্থাৎ আমাদের অন্তরে, চিদাকাশে আত্মারাম রূপে এবং বহিস্থ পরিদৃশ্যমান অনন্তাকাশে ব্যোমকেশী, কেশব এবং কমলযোনির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহ অসীম মূর্ত্তি খগোল খচিত তারকাকুলাদি দ্বারা পরিশোভিত হইয়া, বিরাজ করিতেছেন। জ্ঞাননেত্র চর্ম্মচক্ষু সহ উন্মীলন করিয়া সুখে সন্দর্শন কর। এস্থলে উহার বিস্তারিত বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে ভাবিয়া আমরা উহার বিবরণ লিখিতে বিরত হইলাম। যে পাঠক আকাশে উক্ত ত্রিমূর্ত্তি দর্শনেচ্ছুক তাঁহাকে, আমরা ১৩০৫ সালের হিন্দুপত্রিকাস্থ "গোলকে সর্ব্বদেবদর্শন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

যদি মানব ভক্তি সহকারে উক্ত "হর হর ব্যোম্ ব্যোম্" ধ্বনি কিছুকাল করিতে পারে তাহা হইলে তাহার আত্মবোধ জন্মে এবং পরমগতি লাভ হয়।

"শক্তিমান্ পুরুষঃ সোয়ং লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ"। ব্রঃ সঃ।

মহাত্মা শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"শাস্ত্রে যে শিবের অর্থাৎ পূর্ণপরমব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপের তিনটি লিঙ্গের বিষয় লিখিত আছে তাহা কারণলিঙ্গ, সূক্ষ্মলিঙ্গ ও স্থূললিঙ্গ। কারণলিঙ্গ নিরাকার, নির্গুণ, মনোবাণীর অতীত। সূক্ষ্মলিঙ্গ জ্যোতিস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ; সেই জ্যোতিঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় রূপে বর্ত্তমান। স্থূললিঙ্গ চরাচর স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির স্থূল শরীর। এই স্থূললিঙ্গ চরাচর স্ত্রী পুরুষ, সূক্ষ্মলিঙ্গ সূর্য্য নারায়ণে মিশিবে এবং সূক্ষ্মলিঙ্গ জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ কারণলিঙ্গ নিরাকার নির্গুণ রূপে স্থিত হইবেন। শাস্ত্রে ইহাকেই শিবের অর্থাৎ পরব্রহ্মের লিঙ্গাকার কহে। এবং পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ ও অহঙ্কার লইয়া অষ্ট প্রকৃতিকে শিবের অষ্টমূর্ত্তি বলে। বিরাট ব্রহ্মেরই নাম শিব জানিবে।" "সার নিত্যক্রিয়া"।

আমরা স্থূলবুদ্ধি মানব এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। তাই আর্য্য ঋষিগণ নানা মতে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শৈব সম্প্রদায়ের শাখা প্রশাখা।

"তীর্থাশ্রম বনারণ্য গিরি পর্ব্বত সাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতী চ পুরীতি দশকীর্ত্তিতাঃ ॥"

শঙ্করাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় দশজন শিষ্যকে পূর্ব্বোক্ত দশটী উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। উঁহারা দশনামী বলিয়া অদ্যাপি প্রসিদ্ধ। উক্ত উপাধি সকল শিষ্য পরম্পরায় অদ্যাপি প্রচলিত আছে। শঙ্কর-শিষ্যগণ স্বামী ও দণ্ডীনামে অভিহিত হইতেন।

উক্ত দশটী নাম বা উপাধি যথা—তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী এবং পুরী।

দণ্ডী—কুটীচক্ ; বহুদক্, হংস ও পরমহংস।

সন্ন্যাসী—অবধূত, নাম-সন্ন্যাসী, কর্ম্ম-সন্ন্যাসী, উর্দ্ধবাহু, আকাশমুখী, নখী, ঠাড়েশ্বরী, উর্দ্ধমুখী, পঞ্চধূনী, মৌনব্রতী, জল-শয্যী, জলধারা-তপস্বী, ত্যাগসন্ন্যাসী, আতুরসন্ন্যাসী, মানস-সন্ন্যাসী এবং অন্তসন্ন্যাসী।

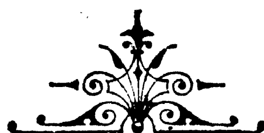
আলেখিয়া—ভৈরবঝুলিধারী, গণেশঝুলিধারী ও কালীঝুলিধারী।

অওঘড়—গুদড়, সুখড়, রুখড়, ভূখড়, কুকড় এবং উখড়।

যোগী—কানফট, মচ্ছেন্দ্রী, গোরক্ষনাথী, সারঙ্গীহার, ডুরিহার, ভর্ত্তৃহরি, কাণিপা এবং অঘোরপন্থী।

মহান্ত,—অঘোরী, কড়ালিঙ্গী, ফরারী, দুধাধারী, অলুনা, ঘরবারী, ঠিকরনাথ, স্বর্ভঙ্গী, ব্রহ্মচারী, লিঙ্গায়ৎ, ভোপা, দশনামী ভাট, চন্দ্রভাট এবং নাগা।

প্রকৃতপক্ষে সকল শাখাই এক হইতে উদ্ভব এবং একই পদার্থ। অবস্থা ও প্রকার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত এবং [redacted] পদার্থ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।



তৃতীয় অধ্যায়।

অর্কক্ষেত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যের দেবত্ব প্রমাণ।

অর্কক্ষেত্র বা কোনার্ক উৎকলের পবিত্র পঞ্চক্ষেত্রের অন্যতম। ইহা পুরী-ক্ষেত্রের অগ্নিকোণে সার্দ্ধ নবম ক্রোশ দূরে সমুদ্রের বালুকাময় তীরে অবস্থিত। স্থানীয় লোকেরা এই স্থানটীকে "কানারক" বলিয়া থাকে। এই স্থানে সূর্য্যদেবের ধ্বংসপ্রায় কৃষ্ণ-মন্দির (Black Pagoda) অনেকের অদৃশ্য-ভাবে অধুনা অবস্থিতি করিতেছে। শাম্ব পুরাণে এই স্থান মৈত্র-বন নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার অন্যতম নাম পদ্মক্ষেত্র।

এক্ষণে এই লুপ্তপ্রায় তীর্থস্থানে এমন কিছু দ্রষ্টব্য নাই, যাহার বর্ণনা দ্বারা পাঠকবর্গের বিশেষ আনন্দ বর্দ্ধন হইতে পারে। তথাপি এই স্থান অবলম্বনে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে। আশা করি, যাহা পাঠে ধর্ম্মপ্রাণ ও বিজ্ঞ পাঠক অনেক প্রাচীন, বৈদিক ও পৌরাণিক ব্যাপার অবগত হইয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

ভগবান সপ্তাশ্ব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের এককালে একমাত্র উপাস্য-দেবতা ছিলেন। বেদোক্ত মহামন্ত্র সাবিত্রী এবং গায়ত্রী এই সবিতৃদেবের স্তোত্র। যাহা ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যা উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিৎ স্বরে পাঠ না করিলে পতিত বলিয়া গণ্য হইতেন।

কালের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! কালের মহিমা কে বুঝিতে সক্ষম হইবে? কালস্রোত কেমন ক্রীড়া করিতে ২ চলিয়াছে! নদী-স্রোতের ন্যায় কাল-স্রোত এক কূল ভাঙ্গিতেছে আর এক কূল গড়িতেছে! কালে একের অভ্যুদয় অপরের পতন হইতেছে।

তাই বলিতেছি এক সময়ে যে আদিত্য দেব কেবল মাত্র ভারতের সমগ্র আর্য্যগণের দ্বারা পূজিত হইতেন এরূপ নহে; জগতের অন্যান্য জাতিরাও সূর্য্যের উপাসনা করিতেন ও সূর্য্যের মহিমা বুঝিতেন। এক্ষণে ভারতে সেরূপ আর পরিলক্ষিত হয় না। অধুনা আফ্রিকা (সমগ্রদেশে প্রাচীনকাল হইতে), আমেরিকা ও ভারতের কতক কতক আদিম নিবাসীগণের মধ্যে একমাত্র সূর্য্যোপাসনাই প্রচলিত রহিয়াছে। ভারতের সাঁওতাল পরগণায় যে বোঙাবুঙীর মন্দির দৃষ্ট হয়, তাহাই সূর্য্যদেবের মন্দির। সাঁওতালগণ প্রতিদিন তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। অধুনা ইউরোপের বিজ্ঞানবিৎ ও জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণের মধ্যে এই সূর্য্যদেবের শ্রেষ্ঠত্ব ও দেবত্ব স্বীকার করিতে দেখা যায়। সেই সকল বিষয় সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা যাইতেছে। আশা করি ইহা এই প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

যে বস্তুর বিষয় আমরা আলোচনা করিতে উদ্যত হইয়াছি, অগ্রে তাহার আকার আয়তন ও দূরত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা আবশ্যক।

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, সূর্য্যের আকার তাহা অপেক্ষা

পঞ্চদশ (মতান্তরে ত্রয়োদশ) লক্ষ গুণ বৃহত্তর। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সমস্ত জ্যোতিষ্কগণের আকারের সমষ্টি অপেক্ষা কোন মতে পাঁচ শত, কোন মতে ছয় শত গুণ, রবির আকার বৃহত্তর। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যন্ত্র সাহায্যে ইহা স্থিরীকৃত ও সপ্রমাণিত করিয়াছেন। ইহা আমাদের মত লোকের ধারণা করাও অতীব সুকঠিন। পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব নয় কোটি দশ লক্ষ মাইল। এবং ভানুদেবই সৌর-জগতের কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আর্য্য-জ্যোতির্ব্বিদ্‌ ও ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মধ্যে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

পাঠকগণের বিদিতার্থ—আমরা প্রভাকর সম্বন্ধে ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের অভিমত নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

"The enormous mass of the Sun at once proclaims his supremacy. The Sun is sufficiently vast to receive every thing which could come to him from all the other planets. He surpasses in volume the united size of all the celestial bodies which revolve around him. He is six hundred time larger than the entire assemblage of the planets with their satellites, of the asteroids and the comets which compose what is called the solar world, that is to say, the world of which we from a part. * * * He is one million three hundred thousand times larger than our globe."

The Day After Death by Mr. Louis Figuier

মিঃ ফিগুইয়ার আদিত্যদেব সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন।

"He resembles nothing and nothing can be compared with him. (অদ্বিতীয়)। Neither planets, satellites, asteroids nor comets can give us any idea of him. His immense volume, his physical constitutions, his exceptional properties place him in a totally separate rank."

এক্ষণে ধরিত্রী মধ্যে নানা স্থানে নানাকারে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে ; যদ্দারা আমরা অন্নাদি পাক করিয়া উদর পূরণ পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতেছি ; যে অগ্নি দ্বারা পৃথিবীতে অসীম কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, যে অগ্নি জীবগণের এবং তরুলতাদির মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে এবং যে অগ্নি দ্বারা আমরা ইচ্ছানুসারে আলোক উৎপন্ন করিতেছি, সেই অগ্নি প্রথমে সূর্য্যদেব হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত তেজই প্রভাকর মধ্যে নিহিত ছিল। সেই আদি সৌর-তেজই এক্ষণে নানা স্থানে বিকীর্ণ হইয়াছে। এই তেজ জীবদেহে নিহিত থাকিয়া জীবনী-শক্তি প্রদান করিতেছে। এই তেজ হইতে যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে এই তেজ হইতে শক্তির উদ্ভব হইয়াছে। ইহা কোন্ শক্তি ? আদ্যাশক্তি রূপে আর্য্যগণ যে শক্তির পূজা করেন, ইনি কি সেই মহাশক্তি ?

সূর্য্য সম্বন্ধে ইউরোপীয় নানা জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতে নানা প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন ; তন্মধ্যে ফ্রান্স দেশীয় ইয়ঙ্গ (M. Young P. H. D. L. L. D. Profr of Astronomy) এবং ডিলনে (M Delawnay) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণের মতে দিবাকর জ্বলন্ত বাষ্পরাশির ঘনিভূত সমষ্টি। বৈজ্ঞানিক জগতে ইঁহাদের মত এক্ষণে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে।

হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রে দিনমণিকে জীবগণের আত্মা (অর্থাৎ জীবের সার পদার্থ) স্বরূপ কল্পিত হইয়া থাকে। এই সার বস্তু অপহৃত বা অন্তর্হিত হইলে জীবের অচেতন অসার জড় দেহ পড়িয়া থাকে। এই সার পদার্থ অর্থাৎ জীবের আত্মা তপনদেব হইতে আগমন করে এবং অবশেষে তদভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা করে। এ সম্বন্ধে ফরাসি পণ্ডিত পূর্ব্বোক্ত মিঃ ফিগুইয়ার কি বলেন তাহা শ্রবণ করুন।

"According to our system of thought the sun is the central place in which souls which come from the etherial spaces are finally gathered together. After having undergone the successive incarnations which we have described, souls, primitively human, finish by reaching the sun by dwelling within tho border of the star-king.

"The radient and sublime abode to the human souls released from the earth & sucessively purified and perfected by the long series of their multplied incarnations in the bosom of the interplanetary spaces." The Day after Death.

হিন্দু জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বলিতেছে যে—

সৃষ্টির পূর্ব্বে অহঙ্কার মূর্ত্তিভৃৎ ব্রহ্মার চক্ষু হইতে ব্রহ্মতেজরাশি বিনির্গত হইয়া জ্যোতিস্মৎরূপে ব্রহ্মাণ্ড-কক্ষে অবস্থিতি করিতেছেন। "সূর্য্যোঽহক্ষো তেজসাং নিধিঃ।" সূর্য্যসিদ্ধান্তে গোলাধ্যায়ঃ।

অন্য এক ঋষি বলিতেছেন যে, নিরাকার পরব্রহ্মের সৃষ্টি করিবার মানস হইলে তিমিরাচ্ছন্ন চরাচর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে রাশি

নক্ষত্র ও গ্রহ, উপগ্রহাদি সৃজন করিয়া স্বয়ং সাকার তেজস্বরূপ নভোমণি রূপে প্রকাশমান হইলেন। সৃষ্টির প্রারম্ভ এবং বৈদিক কাল হইতে কলিন্দ-দেবকে ভগবানের সাকার-রূপ বলিয়া পূজা ও উপাসনা করিবার প্রথা প্রচলিত আছে।

"তমস্তোমা বৃতে বিশ্বে জগদেতচ্চরাচরম্।
রাশি গ্রহোড়ু সংঘাতং সূর্য্যোঽভবত্তদা॥"

ষড়ঙ্গ বিশিষ্ট বেদের অন্যতম অঙ্গ জ্যোতিষ। সেই জ্যোতিষ শাস্ত্রও সূর্য্যদেবকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে।

ভগবান বিভাবসু বৈদিক আর্য্য গণের পরম ও প্রত্যক্ষ দেবতা। বেদমতে সূর্য্যদেবের অপর নাম বিষ্ণু। (ঋকবেদ ১।৮।১০।১৬।২২।৭৭) বিষ্ণু সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস গোলকে রাশিচক্রে সূর্য্য-দেবের বার্ষিক পরিভ্রমণ ব্যাপার উপলক্ষে স্বল্প বুদ্ধি ও হীন মস্তিষ্ক জনগণের আনন্দ ও ভক্তি বর্দ্ধন হেতু তৎকৃত শ্রীমদ্-ভাগবতে রূপকালঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণ লীলার অঙ্কুর রোপণ করিয়া-ছেন। সত্যানুরাগী ও মূলান্বেষী পাঠক যদি এই ব্যাপার জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সন ১৩০৫ সালের হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত গভীর গবেষণা পূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ "গোলকে সর্ব্বদেব দর্শন" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিবেন। উহা পাঠ করিলে বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অতিশয় চরিতার্থ ও আনন্দিত হই-বেন। এবং লেখককে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি তাঁহার উক্ত প্রবন্ধে সূর্য্যদেবকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অতি সুন্দর রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। মহর্ষি বেদব্যাস যে সকল উপাদান লইয়া রূপক বৃন্দাবন লীলা লিখিয়াছিলেন উক্ত প্রবন্ধ

লেখক সেই সমস্ত উপাদান গোলকে প্রদর্শন করিয়াছেন। এরূপ প্রমাণ প্রয়োগ সহ ঐ সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যে সহজে কেহ তাহা অবিশ্বাস বা খণ্ডন করিতে সাহস করিবেন না।

যাজ্ঞবল্ককৃত ভাস্কর-স্তোত্রে সূর্য্যদেবের মহিমা বিশেষ রূপ অবগত হওয়া যায়। পাঠক গণের গোচরার্থ আমরা নিম্নে উক্ত স্তোত্র উদ্ধৃত করিলাম।

যাজ্ঞবল্ককৃত সূর্য্যস্তোত্রম্।

নমঃ সবিত্রে দ্বারায় বিমুক্তেঃ সিততেজসে।
ঋগ্‌যজুঃসামভূতায় ত্রয়ীধামবতে নমঃ॥
নমোঽগ্নীষোমভূতায় জগতঃ কারণাত্মনে।
ভাস্করায় পরং তেজঃ সৌযুম্নমুরু বিভ্রতে॥
কলাকাষ্ঠানিমেষাদি কালজ্ঞানাত্মনে নমঃ।
ধ্যেয়ায় বিষ্ণুরূপায় পরমাক্ষররূপিণে॥
বিভর্ত্তি যঃ সুরগণান্ আপ্যায্যেন্দুং স্বরশ্মিভিঃ।
সুধামৃতেন চ পিতৃন্ তস্মৈ তৃপ্তাত্মনে নমঃ॥
হিমাম্বু ধর্ম্মবৃষ্টীনাং কর্ত্তা হর্ত্তা চ যঃ প্রভুঃ।
তস্মৈ ত্রিকালরূপায় নমঃ সূর্য্যায় বেধসে॥
যো হন্তি তিমিরাণ্যেকো জগতোঽস্য জগৎপতিঃ।
সত্ত্বধামধরো দেবো নমস্তস্মৈ বিবস্বতে॥
সৎকর্ম্মযোগ্যো ন জনো নৈবাপঃ শৌচকারণম্॥
যস্মিন্নমুদিতে তস্মৈ নমো দেবায় বেধসে॥
স্পৃষ্টো যদংশুভির্লোকঃ ক্রিয়া যোগ্যোঽভিজায়তে।

পবিত্রত কারণায় তস্মৈ শুদ্ধাত্মনে নমঃ।
নম সবিত্রে সূর্য্যায় ভাস্করায় বিবশ্বতে॥
আদিত্যায়াদি ভূতায় দেবাদীনাং নমো নমঃ।
হিরণ্ময়ো রথো যস্য কেতবোঽমৃতধায়িনঃ॥
বহন্তি ভুবনালোকিচক্ষুষং তং নমাম্যহম্॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে, ৩য় অংশে, ৫ অঃ।

মোক্ষের দ্বার স্বরূপ শুভ্ররশ্মি ভাস্করদেবকে নমস্কার। বেদ যাঁহার তেজস্বরূপ, সেই ঋক্ যজুঃ ও সাম বেদত্রয়রূপী সবিতাকে নমস্কার। যিনি অগ্নীষোমীয় যজ্ঞমূর্ত্তি, যিনি জগতের কারণ স্বরূপ সেই রূপধারী অংশুভৃৎকে নমস্কার। কলা, কাষ্ঠা ও নিমেষ, ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, দণ্ড, যাম ও দিবা, পক্ষ ও মাসাদি অনন্ত কালের যে বিবিধ বিভাগ আছে, সেই কালজ্ঞানরূপী বিভাবসুকে, পরম উপাস্য বিষ্ণুরূপীকে এবং পরমাক্ষরস্বরূপ ওঁঙ্কাররূপী ভগবান ভানুদেবকে নমস্কার। যিনি স্বকীয় রশ্মি দ্বারা সুধাকরকে পরিবর্দ্ধিত ও পরিলক্ষিত করিয়া সুধারূপ অমৃত জলবাহিনী সূর্য্যদীধিতি দ্বারা পিতৃগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন, সেই পরিতৃপ্তাত্মা দিবাকরকে নমস্কার। যিনি জগতে হিম, বৃষ্টি ও গ্রীষ্ম প্রদানের একমাত্র প্রভু এবং যিনি সময়ে সমুদায় সংহারকারি সেই ত্রিকালরূপী বিধাতা মার্ত্তণ্ডদেবকে নমস্কার। যিনি জগতের একমাত্র তিমির বিনাশকারী, যিনি সত্ত্বগুণের আধার ও জগতের অধিপতি সেই বিবস্বতকে নমস্কার। যাঁহার অনুদয়ে জনগণ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অক্ষম এবং সলিলও শৌচ সম্পাদনে অক্ষম হয় সেই প্রভু দিনমণিকে নমস্কার। মানবগণ যাঁহার অংশু দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে

সক্ষম হয়, পবিত্রতার কারণ, বিশুদ্ধ স্বভাব সেই দিননাথকে নমস্কার। সবিতাকে নমস্কার, চক্রবন্ধুকে নমস্কার, ভাস্করকে নমস্কার, বিবস্বানকে নমস্কার ও দেবগণের আদিভূত আদিত্যকে নমস্কার। যাঁহার উজ্জ্বল নয়ন সমুদয় ভুবন অবলোকন করিতেছেন; যাঁহার রথ হিরণ্ময়, অমৃতহারী বেদময় অশ্বগণ যাঁহাকে বহন করিতেছে সেই জগৎসাক্ষি অংশুপতিকে নমস্কার।

অর্কপুত্র বৈবস্বত মনু (এক্ষণে যাঁহার অন্তর চলিতেছে) তত্ত্বদর্শনাভিলাষী ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ সমভিব্যাহারে কাশিকারণ্যস্থ আদিত্য-ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক দেবপূজিত সূর্য্যদেবের তপস্যা আরম্ভ করেন। সহস্র বৎসর তপস্যার পর ভগবান ভানুদেব স্বীয় পুত্র মনু সন্নিধানে আগমন করেন। তখন মনু, মহর্ষিগণ সহ নিম্নোক্ত প্রকারে ভগবান ভাস্করদেবের স্তব (১) করিয়াছিলেন।

নমো নমো বরেণ্যায় বরদায়াংশুমালিনে।
জ্যোতির্ম্ময় নমস্তুভ্যমনন্তায়াজিতায় তে ॥
ত্রিলোকচক্ষুষে তুভ্যং ত্রিগুণায়ামৃতায় চ।
নমো ধর্ম্মায় হংসায় জগজ্জননহেতবে ॥
নরনারীশরীরায় নমো মীঢ়ুষ্টমায় তে।
প্রজ্ঞানায়াখিলেশায় সপ্তাশ্বায় ত্রিমূর্ত্তয়ে ॥
নমো ব্যাহৃতিরূপায় ত্রিলক্ষয়াশুগামিনে।
হর্য্যশ্বায় নমস্তুভ্যং নমো হরিতবাহবে ॥

(১) ব্রহ্মরাত পুত্র যোগী-যাজ্ঞবল্ক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সূর্য্যদেবের স্তব করিলে ভাস্করদেব অশ্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে বৈশম্পায়নের অজানিত "অযাতযাম" নামক যজুর্ব্বেদ তাঁহার আয়ত্ত হইবে বলিয়া বর প্রদান করেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্কই যজুর্ব্বেদের কাণ্বাদি পঞ্চদশ শাখার প্রবর্ত্তক।

একলক্ষ বিলক্ষায় বহুলক্ষায় দণ্ডিনে।
একসংস্থ দ্বিসংস্থায় বহুসংস্থায় তে নমঃ॥
শক্তিত্রয়ায় শুক্লায় রবয়ে পরমেষ্ঠিনে।
ত্বং শিবস্ত্বং হরির্দেবস্ত্বং ব্রহ্মা ত্বং দিবস্পতিঃ॥
ত্বমোঙ্কারো বষট্‌কারঃ স্বধা স্বাহা ত্বমেব হি॥

ইতি সৌরপুরাণে, ১ম অঃ।

যাঁহারা পদ্মিনীবল্লভের পূর্ব্বোক্ত স্তোত্রদ্বয় প্রত্যহ ভক্তি সহকারে পাঠ করিবেন, তাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইবে এবং তাঁহারা পাপশূন্য হৃদয়ে সদা আনন্দে কালাতিপাত করিবেন।

পাঠক! আপনি ইতিপূর্ব্বে জগন্নাথদেবের রথ দর্শন করিয়াছেন ও তৎসম্বন্ধে সমস্ত অবগত হইয়াছেন। এক্ষণে ভানুদেবের সপ্তাশ্ব নিযুক্ত সুমহান্ রথ দিব্য চক্ষে সন্দর্শন করুন। এ রথ চর্ম্ম চক্ষে দৃষ্টিগোচর হয় না। কারণ রথস্থিত সূর্য্যদেবের সুতীক্ষ্ণ কিরণজালে আপনার চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে। নয়ন নিমীলিত হইয়া আসিবে। তাই বলিতেছি, ইহা জ্ঞান-নেত্র ব্যতিরেকে দর্শন হইবে না। এ রথ অতি অপূর্ব্ব ও বিস্ময়জনক। ইহা দর্শন করিলে অপার আনন্দে আপ্লুত হইবেন, আত্মহারা হইবেন। এই রথের সাতটী অশ্ব, এই হেতু সূর্য্যদেবের অন্যতম একটী নাম সপ্তাশ্ব। ভাস্করদেব উক্ত সপ্তাশ্ব * নিযুক্ত দিব্য বিমান রথে আরোহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যহ গমন করিতেছেন। পাঠক! আপনি কি উক্ত রথ দেখিতে পাইতেছেন না।

* কোন ইউরোপীয় জ্যোতিষী (Astronomer) সূর্য্যের এই সপ্তাশ্বের বিষয় শুনিয়া দূরবীক্ষণ দ্বারা তাহা দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন!!!

আমরা অতি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র জীব। এক বালুকণাকে লক্ষকোটি অংশে বিভাগ করিলে যে অংশ হয়, তাহা অপেক্ষাও লক্ষাধিক গুণে এই বিশাল বিমান রথের তুলনায় ক্ষুদ্র; সুতরাং এ রথ আমরা কেমন করিয়া স্বচক্ষে সন্দর্শন করিতে সক্ষম হইব? তবে পবিত্র ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বদর্শী মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস উক্ত রথের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভাস্করের রথ বর্ণনা।

যোজনানাং সহস্রাণি ভাস্করস্য রথো নব।
ঈষাদণ্ডস্তথৈবাস্য দ্বিগুণো মুনিসত্তম॥
সার্দ্ধকোটিস্তথা সপ্ত নিযুতান্যধিকানি বৈ।
যোজনানাস্তু তস্যাক্ষস্তত্র চক্রং প্রতিষ্ঠিতম্॥
ত্রিনাভিমতি পঞ্চারে ষণ্নেমিন্যক্ষয়াত্মকে।
সংবৎসরময়ে কৃৎস্নং কালচক্রং প্রতিষ্ঠিতম্॥
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি দ্বিতীয়োঽক্ষো বিবস্বতঃ।
পঞ্চান্যানি তু সার্দ্ধানি স্যন্দনস্য মহামতে॥
অক্ষপ্রমাণমুভয়োঃ প্রমাণং তদ্যুগার্দ্ধয়োঃ।
হ্রস্বোঽক্ষোস্তদ্যুগার্দ্ধেন ধ্রুবাধারো রথস্য বৈ।
দ্বিতীয়েঽক্ষে তু তচ্চক্রং সংস্থিতং মানসাচলে॥
হয়াশ্চ সপ্ত ছন্দাংসি তেষাং নামানি মে শৃণু।

গায়ত্রী স বৃহত্যুষ্ণিক্ জগতী ত্রিষ্টুবেব চ।
অনুষ্টুপ্ পংক্তিরিত্যুক্তাশ্ছন্দাংসি হরয়ো রবেঃ॥
বিষ্ণু পুরাণ, ২ অংশ, ৮ম অঃ।

পরাশর বলিতেছেন—

হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! সূর্য্য-রথের আয়তন নবসহস্র যোজন বা ছত্রিশ হাজার ক্রোশ এবং ইহার ঈষাদণ্ড (১) (অক্ষ ও যুগের সাধনার্থ দণ্ড) তাহার দিগুণ। তাহার অক্ষ অবয়ব ২ কোটি ২ নিযুত যোজনাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক; তাহাতে চক্র সংযোজিত আছে। পূর্ব্ব, মধ্য ও অপরাহ্ন এই ত্রিনাভি (চক্রমধ্য মণ্ডল) বিশিষ্ট, পরিবৎসরাদি পঞ্চ চাকার পাখীরূপ (২) ও বসন্তাদি ষড় ঋতু, চক্রের পরিধি স্বরূপ বা প্রান্তবলয় স্বরূপ সেই অক্ষয় (সংবৎসর ময়) চক্রে সমস্ত কালচক্র বা জ্যোতিশ্চক্র অংশুধর রথে সংযোজিত রহিয়াছে। হে সুবুদ্ধি! অংশুপতির রথের দ্বিতীয় অক্ষ সার্দ্ধ পঞ্চচত্বারিংশ সহস্র যোজন; অক্ষের যাহা পরিমাণ তাহাই উভয় দিকস্থ যুগার্দ্ধ পরিমাণ। পূর্ব্বোক্ত হ্রস্বাক্ষ রথের যুগার্দ্ধের সহিত বায়ু রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া ধ্রুবকে আধার স্বরূপ করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। দ্বিতীয় অক্ষ মানসাচলে সংস্থিত। বেদোক্ত সপ্ত ছন্দই অংশুমালীর সপ্ত অশ্ব।

সেই সপ্ত ছন্দের নাম গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ এবং পংক্তি। বেদোক্ত এই ছন্দ গুলিন অংশু-

(১) ঈষাদণ্ড—লাঙ্গলের দণ্ড বা গাড়ীর বোম যাহাতে গরু বা অশ্ব যোযনা করা হয়।

(২) সৌর, সা[illegible], চান্দ্র, ও নক্ষত্রাদি, বিবিধরূপে কল্পিত সংবৎসরাদি পঞ্চক যথা ১ সংবৎসর ২ পরিবৎসর, ৩ ইদ্বৎসর ৪ অনুবৎসর ৫ বৎসর এই কাল যুগ নামে খ্যাত; রথ চক্রের ইহাই পঞ্চ পাখারূপে কল্পিত।

ভূতের স্যন্দনের অশ্ব বলিয়া উক্ত। কারণ উক্ত সপ্ত ছন্দের দ্বারা সূর্য্যদেবের সমস্ত মহিমা সপ্ত সামবেদে উদ্গীত হইয়াছে।

কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ, দণ্ড, দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর ও যুগযুগান্তরাদি সকলেরই প্রবর্ত্তক স্বয়ং ভগবান ভানুদেব।

সূর্য্যদেবের রথ ভ্রমণের পথ।

কোন্ পথে সূর্য্যের রথ কি ভাবে ভ্রমণ করে এবং রথের কোন্ স্থানে কে কখন অবস্থান করেন, কোন্ লোক কোন্ পার্শ্বে অবস্থিত, সংক্ষেপে নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

সপ্তবিংশতি নক্ষত্রযুক্ত রাশিচক্রই সূর্য্য-রথ ভ্রমণের প্রশস্ত পথ। বৎসরে এক বার বা এক দিন এ রথ চলে না; ইহা প্রতি-নিয়ত সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং মহাপ্রলয় না হওয়া অবধি ইহা একই ভাবে চলিবে। মানবগণ এই রথ দর্শনার্থ আগমন করিয়াছে। দর্শকগণের মধ্যে যিনি রথ দর্শন ও কদলী বিক্রয় উভয় কার্য্য করিতে পারিবেন তিনিই ধন্য, তিনিই বুদ্ধিমান। নতুবা দুর্গম পথে যাতায়াতের কষ্টই সার হইবে এবং সেই কর্দ্দমযুক্ত, ক্লেদপূর্ণ পথে আবার আসিতে হইবে।

চক্র-বন্ধুর স্যন্দনের গতি সন্দর্শন করিতে হইলে বিমানস্থ গ্রহগণের অবস্থান এবং সর্ব্ব লোকের অবস্থান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জানা আবশ্যক। সৌরজগৎ চিত্রে অনেকেই গ্রহগণের অবস্থিতি স্থান এবং পরস্পরের দূরত্ব অবলোকন করিয়াছেন। ছায়া-পুত্র শনৈশ্চর খেটগণের মধ্যে উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছেন। সৌরিমণ্ডল [illegible]তে একলক্ষ যোজন উর্দ্ধে সপ্তর্ষি মণ্ডল অবস্থিত। তথা[illegible] যোজন উপরে সমস্ত জ্যোতি-শ্চক্রের নাভি বা আধা[illegible]তারক অবস্থিতি করিতেছেন।

মহাপুণ্যফলে পূতাত্ম মহর্ষিগণ এই লোকে আগমন করেন। ধ্রুব-লোক হইতে কোটি যোজন উর্দ্ধে ভৃগ্বাদি কল্পবাসিগণের আবাস স্থান মহর্লোক অবস্থিত। পুনরায় তথা হইতে কোটি যোজন উর্দ্ধে পদ্মযোনি-তনয় সনন্দাদি ব্রহ্মর্ষিগণের আবাস স্থান জনলোক বিরাজিত। তথা হইতে অষ্টকোটি যোজন উর্দ্ধে তপোলোক অবস্থিত। এই স্থানে বৈরাজ নামক দেবগণ বাস করেন। তথা হইতে চারি কোটি যোজন উপরে সত্যলোক সুপ্রতিষ্ঠিত; ইহাই ব্রহ্মলোক বা বৈকুণ্ঠ বলিয়া বিদিত। এই লোকে সুধাপায়ী অমরগণ বাস করেন। এই লোক প্রাপ্তির জন্য যোগিগণ বহু জন্ম ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিয়া থাকেন।

ভূর্লোক অর্থাৎ পৃথিবী; ভূর্লোক ও সূর্য্যলোকের মধ্যবর্ত্তী সিদ্ধাদি ও মুনিগণ সেবিত ভুবর্লোক বা দ্বিতীয় লোক। সূর্য্য ও ধ্রুবলোকের মধ্যবর্ত্তী চতুর্দ্দশ যোজন ব্যাপী স্বর্লোক। উক্ত ত্রিলোক অর্থাৎ ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ কৃতক নামে এবং জনঃ, তপঃ, ও সত্য এই তিনটী অকৃতক নামে অভিহিত হয়। কারণ প্রথমোক্ত তিনটীর প্রতিকল্পে সৃষ্টি হয়, অপর তিনটী লোকের প্রতিকল্পে সৃষ্টি বা নাশ কিছুই হয় না। মহর্লোক উক্ত কৃতকাকৃতকের মধ্যবর্ত্তী। পূর্ব্বোক্ত সপ্তলোকই ব্রহ্ম গায়ত্রীরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় উক্ত ব্রহ্ম গায়ত্রীর নিগূঢ়ার্থ অতি অল্প লোকেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। সূর্য্যলোক সর্ব্বা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহার বিস্তারিত ও আধ্যাত্মিক অর্থ শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী মহাত্মার "সার নিত্যক্রিয়া" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য

শ্বেতবর্ষের উত্তর দেশস্থ শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের তিনটী শৃঙ্গ আছে; একটী দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী, একটী উত্তরদিক্‌বর্ত্তী এবং একটী মধ্যস্থানে অবস্থিত। মধ্য শৃঙ্গটীর নাম "বৈষুবত" (Equator)। অংশুভৃৎ

শরৎ ও বসন্তকালের মধ্যে (আশ্বিন ও চৈত্র মাসের মধ্যে) উক্ত বৈষুবত শৃঙ্গে আগমন করেন। ঐ সময়ের মধ্যে একদিন মাত্র বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বস্থ দেশ সমূহের দিবা রাত্রি সমান হয়। (ইহার বিশেষ বিবরণ জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান-কল্পলতিকার ১ম অঃ ১ম পঃ দ্রষ্টব্য।) ঐ দিন পবিত্র "বিষুব নামক কাল"নামে উক্ত হয়। ইহা দান, ধ্যানাদির পক্ষে অতি শুভ দিন। পাঠক! আপনি কি এক্ষণে শৃঙ্গবান্ গিরি দেখিতে পাইলেন? যদি না দেখিতে পাইয়া থাকেন আমরা আপনাকে পুনরায় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারায় দেখাইতেছি। উত্তরায়নান্ত বৃত্ত, দক্ষিণায়নান্তবৃত্ত এবং বিষুব রেখা এই তিনটীই ঋষি-কল্পিত পূর্ব্বোক্ত শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের শৃঙ্গত্রয়।

অংশুমতের রথচক্র-পথে যে মানসাচল অবস্থিত তাহার চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রাদি দেবগণের পুরী সন্নিবিষ্ট। মানসোত্তর শৈলের পূর্ব্বে ইন্দ্রপুরী, উত্তরে সোমপুরী, পশ্চিমে বরুণপুরী এবং দক্ষিণে যমপুরী। জ্যোতিশ্চক্র সংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া আদিত্য দেব ঐ সকল পুরিতে দক্ষিণায়ন কালে প্রবেশ পূর্ব্বক দিবসে শীঘ্রগামী হইয়া অতিক্রম করিয়া থাকেন।

অন্তরীক্ষে আরও কয়েকটী কল্পিত গিরি আছে, তাহাদের নাম যথা লোকালোক গিরি (চক্রবাল রূপ ব্রহ্মাণ্ড পরিধি), উদয় গিরি এবং অস্তগিরি ইত্যাদি।

অগস্ত নক্ষত্রের উত্তরে এবং অজবীথির (মেষরাশিস্থ পথ) দক্ষিণে পিতৃগণের গমন পথ। সেই পথে অগ্নিহোত্রী ঋষি সকল বাস করেন। নাগবীথির উত্তরে ও সপ্তর্ষি মণ্ডলের দক্ষিণে ভানুদেবের উত্তরবর্ত্তী পথ দেবযান নামে অভিহিত হয়। সেই পথে জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধ ব্রহ্মচারিগণ বাস করেন।

ভানুদেবের রথ বর্ণনা উপলক্ষে পুরাণকার রূপকাকারে সমস্ত

জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের এবং রাশিচক্রে অংশুহস্তের ভ্রমণ বর্ণন করিয়াছেন। জ্যোতিষানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সে ব্যাপার সহজে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া বোধ হয় না।

প্রতিবর্ষে রাশিচক্রস্থ অক্ষ রেখার উত্তর ও দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী এক-শত অশীতি মণ্ডলব্যাপী আরোহণাবরোহিণী গন্তব্য পথে ভানুরথ ধ্রুবাকর্ষিত হইয়া এক একটী করিয়া উক্ত মণ্ডল সমূহ ভ্রমণ করিয়া থাকে। এবং সেই রথে প্রতি মাসে বিভিন্ন আদিত্যদেব, ঋষিগণ, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন।

আকৃষ্যেতি যদা তৌ তু ধ্রুবেণ সমধিষ্ঠিতৌ।
তদা সোহভ্যন্তরং সূর্য্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি তু॥
ধ্রুবেণ মুচ্যমানে তু পুনারাশ্ম যুগেন তু।
তথৈব বক্ষেতঃ সূর্য্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি চ॥

ইতি মৎস্যপুরাণে।

সাশীতিমণ্ডলশতং কাষ্ঠয়োরন্তরং দ্বয়োঃ।
আরোহণাবরোহাভ্যাং ভানোরব্দেন যা গতিঃ॥
স রথোঽধিষ্ঠিতো দেবৈরাদিত্যৈর্ঋষিভিস্তথা।
গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ গ্রামণীসর্পরাক্ষসৈঃ॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণে ২অং, ১০ অঃ।

প্রত্যেক মাসে ভিন্ন ভিন্ন নামধারী আদিত্যাদি সপ্তজন, বিষ্ণু-শক্তিরূপে রথে অধিষ্ঠান করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম বাহুল্য হেতু এস্থলে উল্লেখ করিলাম না। কৌতূহল জন্মিলে পাঠকগণ বিষ্ণুপুরাণের ২য় অংশ ১০ম অধ্যায় দৃষ্টি করিবেন। রথাধিষ্ঠিত ঋষিগণ ভানুদেবের স্তুতি করে; গন্ধর্ব্বগণ পুরোভাগে

গান করিতে থাকেন। অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে করিতে গমন করেন। নিশাচরগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন; সর্পগণ রথসজ্জা করেন। যক্ষগণ অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া থাকেন। নিত্য সেবক বালখিল্যগণ আদিত্যদেবকে বেষ্টন করিয়া থাকেন।

ত্রিজগতের কারণ ও ঋক-যজু-সাম স্বরূপ, ত্রয়ীময়ী পরমা বিষ্ণুশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ সপ্তসপ্তি পূর্ব্বোক্ত সপ্তগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া চরাচর বিশ্বে হিম, বৃষ্টি, আতপ ও আলোকাদি প্রদানে বৃক্ষলতা-গুল্ম ও জীবগণকে প্রতিপালন করিতেছেন। সামগর্ভে ঋক্-যুজ-সাম-স্বরূপা ত্রয়ীমূর্ত্তিই মরিচীমালীরূপে বিমানে বিরাজিতা; ঋক্ পূর্ব্বাহ্নে, যজু মধ্যাহ্নে এবং সাম সায়াহ্নে তাপ প্রদান করেন। দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রাশিতে পৃথক্ পৃথক্ দ্বাদশ সূর্য্যের উদয় শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। দ্বাদশ সূর্য্যের নাম যথা—

"আদিত্যঃ প্রথমং নাম দ্বিতীয়ন্তু দিবাকরঃ।
তৃতীয়ং ভাস্করঃ প্রোক্তশ্চতুর্থঞ্চ প্রভাকরঃ॥
পঞ্চমঞ্চ সহস্রাংশুঃ ষষ্ঠঞ্চৈব ত্রিলোচনঃ।
সপ্তমং হরিদশ্বশ্চ অষ্টমঞ্চ বিভাবসুঃ॥
নবমং দিনকরঃ প্রোক্ত দশমং দ্বাদশাত্মকঃ।
একাদশং ত্রয়ীমূর্ত্তি দ্বাদশং সূর্য্য এব চ॥"

উক্ত ত্রয়ীময়ী সাত্বিকী বিষ্ণুশক্তি পূর্ব্বোক্ত সপ্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সপ্তসপ্তি মধ্যে অধিষ্ঠিতা আছেন। সেই বিষ্ণুশক্তির অধিষ্ঠান প্রযুক্ত সূর্য্য উজ্জলরূপে ভাসমান ও দীপ্তিমান হইয়া চরাচর জগতের সমস্ত তিমির বিনাশ করিয়া থাকেন। এই হেতু তিনি একমাত্র তিমিরাপহ নামে অভিহিত হয়েন। একমাত্র সূর্য্যালোক দ্বারা চন্দ্রাদি গ্রহগণ ও নক্ষত্রগণ আলোকিত হইয়া থাকেন।

পরাশর বলিতেছেন।—

অঙ্গমেষা ত্রয়ী বিষ্ণোঋর্গ্‌যজুঃসামসংজ্ঞিতা।
বিষ্ণুশক্তিরবস্থানং সদাদিত্যে করোতি সা॥

বিষ্ণুপুরাণ, ২য়ঃ অংশ, ১১ অঃ।

সুত বলিতেছেন।

নত্বা সূর্য্যং পরং ধাম ঋগ্‌যজুঃসামরূপিণম্‌।
ত্রিসত্যং ত্রিজগদ্‌যোনিং ত্রিমার্গঞ্চ ত্রিতত্ত্বগম্‌॥

ইতি সৌর পুরাণে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জাগতিক ব্যাপারে সূর্য্যই একমাত্র কারণ।

শ্রীসূর্য্যদেবের ধ্যান হইতে জানা যায় যে তিনিই সমস্ত জগতের একমাত্র অধিপতি এবং তাঁহার গুণের ইয়ত্তা নাই।

শ্রীসূর্য্যের ধ্যান।

ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্‌ দধতং করাব্জৈ-
র্ম্মানিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্‌॥

মন্ত্র। হ্রীং হ্রীং সঃ ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

এই সবিতাই গ্রহ, উপগ্রহ এবং অসংখ্য নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণকে পরিদৃশ্যমান অনন্ত ও অসীম আকাশ-গহ্বরে ধারণ করিয়া

রাখিয়াছেন এবং তাহাদিগকে স্ব স্ব কক্ষায় পরিভ্রমণ করাইতেছেন। অপিচ তাহাদিগকে আলোক ও উত্তাপ প্রদান করিতেছেন। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ আকাশ মধ্যে অন্যান্য অনেক সূর্য্যের উল্লেখ করিলেও এই ভাস্করদেবই সর্ব্বপ্রধান ও সৌরজগতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

এ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কিগুইয়ার সাহেব তাঁহার "Day After Death" নামক গ্রন্থে কি লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"That the sun holds tho planets with their satellites, the asteroids and the comets, suspended above the abyses of space, and that they journey through the heavens in unintermitting obedience to his guiding influence. The sun draws with him all the stars which follow and surround him, like flattarers of his power, like humble slaves of his universal preponderance. Like the father of a family in the midst of his progeny, the sun peacefully governs tho numerous children of sidereal creation. Obedient to the irresistable impulsion which imanates from the central star tho earth and tho other planets circulate, roll, gravitate around him, receiving light, heat and electricity from his beneficent rays, which are the first agents of life. The sun marks out for the planets their path through the heavens and distribute to them their day and night their season and their climate.

ইহাতো বৈজ্ঞানিক ভাবের কথা। সূর্য্য সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক ও ঐশ্বরিক ভাবের কিরূপ ধারণা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

"The astronomer Bode placed the most elevated intelligences in the Sun. "The happy creatures which inhabit this privileged abode" he says "have no need of the alternate succession of day and night; a pure and unextinguishable light illumines it for ever. In the centre of the light of the sun, they enjoy perfect security under the shelter of the wings of the Almighty * *"

"In the sun seasons are unknown as well as days. Time seems to have no existence for the beings who occupy that radient dwelling place. The changes & the successions of things for which constitute time are unknown to their sublime essence. Duration has no measure in that blessed world."

"The dweller in the sun must behold the revolution of the planets around him, performed according to the same laws, but with different rates of speeds. &c"

বর্ত্তমান ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ গম্ভীর গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সূর্য্য জ্বলন্ত বাষ্পরাশির সমষ্টি। কিন্তু ফিগুইয়ার সাহেব বলিতেছেন যে, ভাস্কর মধ্যে অধিবাসী আছে। কিন্তু কিরূপে জ্বলন্ত অগ্নি মধ্যে

জীবগণ বাস করিতে পারে তদুত্তরে আবার বলিতেছেন যে, ক্রমান্বয়ে বহু জন্মের পর উত্তম কর্ম্মফলে পবিত্র আত্মা স্বরূপ সূক্ষ্ম দেহে মানব সূর্য্যলোকে গমন ও বাস করেন।

"Let us think of the germs of souls placed in the breast of animals, developing themeselvs, becoming perfected by degrees, from one animal to another and finishing by becoming incarnate in a human body. Let us think then, of the superhuman being succeeding to man, springing up into the vast plains of ether and begining the series of numerous transmigrations which, from one step to another will lead him to the summit of the scale of spiritual perfection from which every material substance has been eliminated, and where the soul, thus exalted to the purest degree of its essence, penetrates into the supreme abode of happiness, and of intellectual and moral power—the sun.

সন্ধ্যা উপাসনা উপলক্ষে সূর্য্য সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে।—

সন্ধ্যাকালে তু সংপ্রাপ্তে রৌদ্রে পরমদারুণে।
মন্দেহা রাক্ষসা ঘোরাঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম্॥
প্রজাপতিকৃতঃ শাপস্তেষাং মৈত্রেয় রক্ষসাম্।
অক্ষয়ত্বং শরীরাণাং মরণঞ্চ দিনে দিনে॥
ততঃ সূর্য্যস্য তৈর্যুদ্ধং ভবত্যত্যন্তদারুণম্।
ততো দ্বিজোত্তমাস্তোয়ং যৎ ক্ষিপন্তি মহামুনে॥

ওঙ্কার ব্রহ্মসংযুক্তং গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রিতম্।
তেন দহন্তি তে পাপা বজ্রভূতেন বারিণা ॥
অগ্নিহোত্রে হূয়তে যা সমন্ত্রা প্রথমাহুতিঃ।
সূর্য্যো জ্যোতিঃ সহস্রাংশুস্তয়া দীপ্যতি ভাস্করঃ ॥
ওঙ্কারো ভগবান্ বিষ্ণুস্ত্রিধামা বচসাং পতিঃ।
তদুচ্চারণতস্তে তু বিনাশং যান্তি রাক্ষসাঃ ॥
বৈষ্ণবোহংশঃ পরং সূর্য্যো যোহন্তর্জ্যোতিরসংপ্লবম্।
অভিধায়ক ওঙ্কারস্তস্য তৎপ্রেরকঃ পরঃ ॥
তেন সম্প্রেরিতং জ্যোতিরোঙ্কারেণাথ দীপ্তিমৎ।
দহত্যশেষরক্ষাংসি মন্দেহাখ্যানি তানি বৈ ॥
তস্মান্নোল্লঙ্ঘনং কার্য্যং সন্ধ্যোপাসনকর্ম্মণঃ।
স হন্তি সূর্য্যং সন্ধ্যায়াং নোপাস্তিং কুরুতে তু যঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণ, ২ অং, ৮ম অঃ।

ভীষণ রৌদ্র মুহূর্ত্তাত্মক সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে মন্দেহ আখ্যা প্রাপ্ত রাক্ষসগণ অংশুমালিকে গ্রাস করিতে ইচ্ছা করে। হে মৈত্রেয়! ঐ সকল রাক্ষসের প্রতি ব্রহ্মার শাপ আছে; যে প্রত্যহ তাহাদের মৃত্যু হইবে কিন্তু তাহাদের দেহ অক্ষয়ত্ব প্রাপ্ত হইবে। তদন্তর তাহাদের সহিত কিরণমালীর অতি ভীষণ যুদ্ধ হয়। হে মহামুনি! তাহার পর দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মরূপী ওঙ্কার এবং গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত নিক্ষিপ্ত বারি বজ্রের ন্যায় সেই পাপাচারী রাক্ষসগণকে (পাপসকলকে) দগ্ধ করিয়া ফেলে।

অগ্নিহোত্র কালে "সূর্য্যো জ্যোতি" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত যে প্রথম আহুতি প্রদত্ত হয় তদ্দ্বারায় সহস্রকিরণ ভাস্কর, ওঙ্কার-

রূপী, ঋক্‌যজুঃসাম তেজাঃ, বেদাধিপতি ভগবান বিষ্ণুস্বরূপ সূর্য্য প্রকাশমান হয়েন; এবং সেই আহুতি উচ্চারণ মাত্র সেই সকল রাক্ষস বিনষ্ট হয়। অংশুস্বামিন্ সূর্য্য বৈষ্ণব অংশ (অর্থাৎ কোন ভৌতিক পদার্থ নহে)। যিনি পরমাত্মাস্বরূপ পরম ওঙ্কার তাঁহার অভিধায়ক অর্থাৎ প্রকাশক এবং তাঁহাকে রাক্ষস বধে প্রবর্ত্তিত করেন। সেই ওঙ্কার প্রেরিত প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ মন্দেহ নামক রাক্ষস সকলকে দগ্ধ করেন।

অতএব সন্ধ্যাকালে উপাসনা কার্য্যের লঙ্ঘন করা কোন মতে বিধেয় নহে। সন্ধ্যাকালে উপাসনা না করিলে সূর্য্যহত্যা রূপ মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হয়।

পুরাণাদি আর্য্য প্রাচীন গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারই রূপকে পরিপূর্ণ ও সমাচ্ছাদিত, সমস্ত ঘটনাবলি অলঙ্কারে আবৃত। সাধারণ স্বল্পবুদ্ধি মানবগণ তাহা সম্যক রূপে বুঝিতে সক্ষম নহে। অপিচ সরল ভাবে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিলেও তাহা সকলে মানিয়া চলিতে চায় না। এই হেতু অনেক স্থানে আর্য্য ঋষিগণ শাসন বাক্য এবং প্রলোভন বাক্য দ্বারা সদুদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান ছিলেন। সেই কারণ অধুনা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচীন প্রথার প্রশংসা করেন, কেহ কেহ নিন্দা করিয়া (গাঁজাখুরি) বলিয়া থাকেন। শিক্ষিত বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ রূপকের অর্থ সহজেই উপলব্ধি করিতে এবং তন্নিহিত গূঢ় সত্য আবিষ্কার করিতে পারিবেন জানিয়া আর্য্য ঋষিগণ রূপকাবৃত সত্য সকল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এস্থলে মন্দেহ নামক রাক্ষস কবির কল্পনা প্রসূত। প্রথমে এই শব্দের অর্থ ও সমাস দ্বারা জানা যায় যে মন্দ অর্থাৎ কু; ঈহা অর্থাৎ চেষ্টা যাহার বা যাহার আছে (বহুব্রীহি সমাস) করিলে

মন্দেহ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং মন্দেহ শব্দের অর্থ অসৎ চেষ্টা বা প্রবৃত্তি—মনের কুপ্রবৃত্তি নিচয় এস্থলে রাক্ষস রূপে বর্ণিত এবং কল্পিত হইয়াছে। তাহাদের সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি অর্থাৎ বহু। সূর্য্য অর্থাৎ আত্মা। কুপ্রবৃত্তি সকল সর্ব্বদা আত্মা এবং মনকে গ্রাস করিতে ইচ্ছা করে। ওঙ্কারাদি গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যরূপী ভগবানের উপাসনা করিলে কুপ্রবৃত্তিরূপী রাক্ষস সকল বিনষ্ট হয়। ইহাই রূপকের নিগূঢ়ার্থ।

দেহ যেরূপ আহার না পাইলে শুষ্ক, মলিন ও বলহীন হইয়া যায়, আত্মা ও তদ্রুপ আহারাভাবে শুষ্ক মলিন ও বলহীন হইয়া যায়। আত্মার আহার আরাধনা। ঈশ্বরের আরাধনা ও উপাসনা না করিলে আত্মা কলুষিত ও বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহা সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রের ও সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অভিমত। এই ব্যাপার লইয়াই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মহর্ষি রূপক বর্ণনা দ্বারা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে উপাসনার অত্যাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে সূর্য্যকে মানবের আত্মা বলিয়া কেন প্রকাশ করিলাম তাহার প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিরুত্তমম্।
হৃদয়ে সর্ব্বজন্তুনাং জীবভূত স তিষ্ঠতি॥
হৃদ্যাকাশে চ যো জীবঃ সাধকৈ রূপবর্ণ্যতে।
স এবাদিত্য রূপেণ বহির্নভসি রাজতে॥
পাষাণমণিধাতূনাং তেজরূপেণ সংস্থিতঃ।
বৃক্ষৌষধি তৃণানাঞ্চ রস রূপেণ তিষ্ঠতি॥"

ইতি যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

আদিত্যমণ্ডলের অন্তর্নিহিত জ্যোতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃ

জীবগণের হৃদয়ে নিহিত আছে। পরমপুরুষ জীবের হৃদয়াকাশে পরমাত্মা এবং বহির্জ্জগতে নভোমণ্ডলে সূর্য্যরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনিই পাষাণ, মণি এবং ধাতুর মধ্যে তেজরূপে অবস্থিত এবং লতা, তৃণ ও গুল্মাদির মধ্যে রসরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সংজ্ঞা ও ছায়ার উপাখ্যান।

বিশ্বকর্ম্মার সংজ্ঞা নাম্নী দুহিতার সহিত পদ্মলোচনের পরিণয় হয়। সংজ্ঞার গর্ভে ভাস্করদেবের তিনিটা অপত্য জন্মে। প্রথম মনু, দ্বিতীয় যম এবং তৃতীয় যমী। সূর্য্যদেবের অসাধারণ তেজ সংজ্ঞার পক্ষে অসহ্য বোধ হইয়াছিল। বহু দিবস সংজ্ঞা অতি ক্লেশসহকারে স্বামি সহবাস করিয়া অবশেষে স্বীয় অনুরূপ রূপ-বিশিষ্টা ছায়া নাম্নী এক রমণীকে গোপনে স্বামি-সেবায় নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং তপস্যার্থে অরণ্যে গমন করিলেন। ছায়ার গঠন সংজ্ঞার অনুরূপ থাকায় এই ব্যাপার কেহই অবগত হইতে পারেন নাই। দিনমণি ঐ ছায়াকে সংজ্ঞা মনে করিয়া নিঃসন্দেহে তদ্‌সহ সংসারযাত্রা করিতে লাগিলেন। কাল সহকারে ছায়ার গর্ভে সূর্য্যদেব যথাক্রমে দুই পুত্র ও এক কন্যা উৎপাদন করিলেন। প্রথম পুত্রটীর নাম শনৈশ্চর অর্থাৎ শনিগ্রহ দ্বিতীয় পুত্রের নাম সাবর্ণি মনু এবং কন্যার নাম তপতী।

এতাবৎ কাল সূর্য্য কিম্বা পূর্ব্বোক্ত সংজ্ঞা-তনয়গণ কেহই ছায়া-সংজ্ঞার রহস্য অবগত হইতে পারেন নাই। একদা একদিন ছায়া হঠাৎ কুপিতা হইয়া কোন কারণবশতঃ যমকে শাপ প্রদান করিলেন। তখন সূর্য্য ও যম, পিতা পুত্রে উভয়েই বুঝিতে পারিলেন যে এ রমণী যম-জননী সংজ্ঞা নহেন, নিশ্চয়ই অন্য কোন ছদ্মবেশা রমণী হইবেন। তৎপরে ছায়া জিজ্ঞাসিত হইলে গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর সূর্য্য সমাধি দ্বারা অবগত হইলেন যে সংজ্ঞা অশ্বিনীরূপ ধারণ করিয়া অরণ্যে অবস্থান পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছেন। তৎপরে সূর্য্য অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই অরণ্য-বাসিনী অশ্বিনীরূপধারিণী সংজ্ঞা সকাশে উপনীত হইলেন এবং কিছুকাল তথায় বাস করিলেন। এই অশ্বরূপে অবস্থিতি কালে সূর্য্যের আরও তিনটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম পুত্র যুগলের নাম দেব অশ্বিনীকুমার এবং তৃতীয়টীর নাম রেবন্ত। তদনন্তর কিছুকাল অতিবাহিত হইলে ভগবান্ ভাস্কর দেব পুনর্ব্বার সংজ্ঞাকে স্বস্থানে আনয়ন করিলেন। এই সময়ে সংজ্ঞা-পিতা বিশ্বকর্ম্মা স্বীয় দুহিতার কষ্ট দূরীকরণের এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি ভাস্করকে ভ্রমি-যন্ত্রে আরোপন পূর্ব্বক তাঁহার তেজ চাঁচিয়া ফেলিলেন. কিন্তু সূর্য্য তেজের অক্ষয় অষ্টমাংশ চাঁচিয়া ফেলিতে পারিলেন না। ভ্রমিযন্ত্রের দ্বারা চাঁচিবার কালে সূর্য্য হইতে বৈষ্ণব-তেজ ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইল। তৎপরে বিশ্বকর্ম্মা সেই ভূপতিত সূর্য্যতেজ দ্বারা বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, কুবেরের শিবিকা নামক অস্ত্র, কার্ত্তিকের শক্তি এবং অন্যান্য দেবতাগণের অস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা: কর্ত্তৃক তপন-তেজ প্রশমনকালে দৈবাৎ কিয়দংশ চন্দ্রভাগা নদীতে পতিত হইয়াছিল। শাম্ব তপনদেবকে তপস্যার

তুষ্ট করিয়া উক্ত চন্দ্রভাগায় নিক্ষিপ্ত বৈষ্ণবাংশভূত তেজরাশি প্রস্তরময় বিগ্রহাকারে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শাম্ব উপাখ্যান ও কোনার্কের উৎপত্তি।

জাম্ববতির গর্ব্ভে কৃষ্ণের এক পুত্র জন্মে; তাঁহার নাম শাম্ব। শাম্ব কন্দর্পসদৃশ রূপবান্ ছিলেন, তাঁহার রূপলাবণ্য দর্শনে সকলেই মোহিত হইতেন। এই হেতু যৌবনে তিনি অত্যন্ত গর্ব্বিত ছিলেন এবং বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকেও সম্মান করিতেন না। অপিচ সমস্ত অসৎ কার্য্যের অগ্রণী ছিলেন। যে নারদ ঋষি যদুবংশের প্রত্যেকের নিকট বিশেষ রূপে আদৃত ও সম্মানিত হইতেন শাম্ব তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিতেন না, এবং সময়ে সময়ে ঠাট্টা বিদ্রুপও করিতেন। কিন্তু নারদ মুনি বড় সহজ ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি যেখানে যাইতেন সেখানে একটী গোল না বাধাইয়া থাকিতে পারিতেন না। নারদ ঋষি এক পক্ষে যেমন পরম বৈষ্ণব ও হরিভক্ত বলিয়া সর্ব্বত্র বিদিত অন্য পক্ষেও তিনি একজন গণ্ডগোল বাধাইবার "গুরু মহাশয়" বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। পুরাণকারগণ নারদ মুনিকে কেন এরূপ ভাবে গঠন করিলেন তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহি। যাহা হউক শাম্বকে পাকে চক্রে জব্দ করিবার চেষ্টা নারদের বিলক্ষণ ছিল।

এক সময়ে নারদ কৃষ্ণ সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কথোপকথন ছলে কহিলেন যে তাহার যোড়শ শত বনিতাদিগের সহিত শাম্বের যেরূপ ঘনিষ্ঠতা, তাহাতে সহজেই মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ শাম্বের অতিশয় রূপলাবণ্য রমণীগণের সতীত্ব নাশের একটী প্রধান কারণ। কৃষ্ণ তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া তাঁহার ভ্রম দূর করিবার চেষ্টা করিলেন। তাহাতে উক্ত ঋষি কহিলেন যে সময় মত তিনি ইহার প্রস্তাবনা করিবেন।

কিছুকাল অতীত হইল, কৃষ্ণ রৈবতক পর্ব্বতে মৃগয়ার্থে গমন করিলে পর, ঋষি শাম্বকে ডাকিয়া কহিলেন যে "তোমার পিতা রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিয়াছেন, তিনি তোমাকে তথায় সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া গিয়াছেন।" শাম্ব তদনুসারে রৈবতক যাত্রা করিলেন নারদ ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুধাবন করিলেন। শাম্ব তথায় গমন করিয়া দেখিলেন তাঁহার ষোল শত বিমাতা মদিরাপানে মত্ত হইয়া এক সরোবরে সলিলকেলি করিতেছেন। রমণীগণ শাম্বের রূপলাবণ্যে মোহিত হইলেন; এই সময় নারদ কৃষ্ণকে আনাইয়া সমস্ত দেখাইলেন। তদ্দর্শনে কৃষ্ণ কুপিত হইয়া অভিশাপ দিলেন যে, শাম্বের রূপলাবণ্য বিনষ্ট হইয়া কুষ্ঠ রোগে পরিণত হইবে। শাম্ব তাঁহার নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিলেন এবং নারদের কৌশলে ও চাতুরি দ্বারা এই সমস্ত ঘটিয়াছে প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যে অভিশাপ একবার উচ্চারিত হইবে, তাহা আর কিছুতেই ফিরিবে না। তদনন্তর শাম্ব নারদের পরামর্শানুসারে মৈত্রবনে দ্বাদশ বৎসর তপস্যা দ্বারা ব্যাধি প্রশমনার্থে গমন করিলেন। শাম্বপুরাণ ও কপিল সংহিতাতে এইরূপ আখ্যায়িকা লিখিত আছে। কিন্তু কপিল সংহিতায় নারদের উল্লেখ নাই।

তদনুসারে শাম্ব চন্দ্রভাগা নদীর তীরে মৈত্রবনে উপনীত হইয়া সূর্য্যদেবের কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া সূর্য্যদেব তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া নিম্নোক্ত এক-বিংশতি নামযুক্ত মন্ত্র ভক্তিপূর্ব্বক বারংবার উচ্চারণ করিতে আদেশ দিলেন।

ভাস্করো ভগবান্ সূর্য্যঃ চিত্রভানুর্বিভাবসুঃ।
যমতাতোঽংশুমালী চ যমুনা-প্রীতিদায়কঃ॥
দিবাকরো জগন্নাথঃ সপ্তাশ্বশ্চ প্রভাকরঃ।
লোকচক্ষুঃ স্বয়ম্ভূশ্চ ছায়ারতি-প্রদায়ক॥
তিমিরারিদিনধবো লোকত্রয়প্রকাশকঃ।
ভক্তবন্ধুদয়াসিন্ধু কর্ম্মসাক্ষী পরাৎপরঃ॥
একোবিংশতি নামানি যঃ পঠেদ্ গদিতে ময়ি।
তস্য শান্তিং প্রক্চচ্ছামি স্বয়ং সত্যং বদাম্যহম্॥

কপিল সংহিতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

তদনন্তর সূর্য্যদেব তপস্যায় তুষ্ট হইয়া স্বয়ং সশরীরে শাম্বের নিকট উপস্থিত হইয়া বর লইতে আদেশ করিলেন।

তমুবাচ ততঃ প্রীতঃ সূর্য্য জাম্ববতীসুতম্।
প্রীতোঽস্মি তপসা বৎস বরং ব্রুহি যমিচ্ছসি॥

শাম্ব উবাচ।

যদি প্রসন্নো ভগবান্ এষ এব বরো মম।
ভক্তির্ভবতু মে নিত্যং ত্বয়ি দেব সনাতনে॥

সূর্য্য উবাচ।

ভূয়স্তুষ্টোঽস্মি ভদ্রস্তে বরং বরয় সুব্রত।
স দ্বিতীয়ং বরং বব্রে তং দেবং বরদং শুভম্॥

মলং শরীরে মে যত্তু তৎ প্রসাদাৎ প্রণস্যতু।
তথাস্তত্ব্যুক্তমাত্রোঽসৌ ভাস্করেণ মহাত্মনা॥
তম্মুমোচ মলং শাম্বো দেহত্বচমিবোরগঃ।
ততঃ লব্ধবরঃ শাম্বো রূপবাংশ্চাভবৎ পুনঃ॥

শ্রীসূর্য্য উবাচ।

ভূয়শ্চ শৃণু মে শাম্ব তুষ্টোঽহং যদ্ব্রবীমি তে।
অদ্য প্রভৃতি তন্নাম্না মম স্থানানি সুব্রত॥
ক্ষিতৌ যে স্থাপয়িস্যন্তি তেষাং লোকঃ সনাতনঃ।

ইতি শাম্বপুরাণম্।

শাম্ব দেবাদেশানুসারে কার্য্য করিতে মনস্থ করিলেন। পর দিন প্রাতে পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিতে গিয়া একটী প্রস্তরময় বিগ্রহ পাইলেন। ইহাই পুরাকালে বিশ্বকর্ম্মা স্থর্য্যের দেহ হইতে চাঁচিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহাই দৈবাৎ উক্ত নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। শাম্ব তথায় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উক্ত দেবমূর্ত্তি তন্মধ্যে স্থাপন করিলেন। এবং শাকদ্বীপ হইতে চিকিৎসাবিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ আনাইয়া উক্ত দেবতার পৌরহিত্যে নিযুক্ত করিলেন। উক্ত তীর্থের মাহাত্ম্য কপিলসংহিতায় সরল ভাবে বিবৃত হইয়াছে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

মৈত্রেয়াখ্যং বনং বিপ্রা মৈত্রেয় তপসার্জ্জিতম্।
যত্র গত্বা নরঃ শীঘ্রং মহারোগাদ্বিমুচ্যতে॥
তত্র যে স্নাতুমিচ্ছন্তি বীতরাগা বিকল্মষাঃ।
তেষাং মনোরথ ফলং পুরয়েদ্দিবসাধিপঃ॥
মৈত্রেয়াখ্যে বনে রম্যে যে ত্যজন্তি কলেবরম্।
পাপানি সংপরিত্যজ্য জ্যোতির্ল্লোকং ব্রজন্তি তে॥

রবিক্ষেত্রে নরা যে চ রবিবারে সমাহিতাঃ।
ভক্ত্যা পশ্যন্তি চ রবিং তে গচ্ছন্তি রবের্গৃহম্॥
মৈত্রেয়াখ্যে মৃতা যে চ অমৃতাশ্চাপুনর্ভবাঃ।
দেবলোকং সমাসাদ্য মোদন্তে রবিণা সহ॥
যেঽর্চ্চয়ন্তি নরাস্তত্র ভাস্করং ভক্তিমনসাঃ।
বিমুক্তপাপাঃ সহসা লভন্তে বাঞ্ছিতং ফলম্॥
তত্র শ্রীমঙ্গলং তীর্থং দেবানাং মঙ্গলপ্রদম্।
মঙ্গলে চ নরঃ স্নাত্বা মঙ্গলং প্রাপ্নুয়াদ্ধ্রুবম্॥
তত্র শ্রীশাল্মলীভাণ্ডং তীর্থং ত্রৈলোক্যপাবনম্।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিতম্॥
নানামুনিজনাকীর্ণং সর্বেষাং মুক্তিপ্রদায়কম্।
যত্র স্নাত্বা নরঃ সাক্ষাদ্রবিদীধিতিমাপ্নুয়াৎ॥
স্নাত্বা শ্রীশাল্মলীভাণ্ডে দৃষ্ট্বা ছায়াপতিং ততঃ।
অথৌঘং নাশয়িত্বা তু সূর্য্যলোকং ব্রজেন্নরঃ॥
সূর্য্য গঙ্গা সমং তীর্থং নাস্তি নাস্তি মহী সুরাঃ।
মহোদধৌ নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপাদ্বিমুচ্যতে॥
সর্ব্বতীর্থবরশ্চাসৌ সাগরঃ সরিতাম্পতিঃ।
রামেশ্বরস্তু তত্রৈব বেলায়াঞ্চ নদীপতেঃ॥
য রামং পূজয়ামাস প্রাণিনাং হিতকারণম্।
রামেশ্বরং প্রযত্নেন যেঽর্চ্চয়ন্তি নরোত্তমাঃ॥
তেষামিষ্টং বরং বিপ্রা রামচন্দ্রঃ প্রযচ্ছতি।
গন্ধৈঃ পুষ্পৈস্তু নৈবেদ্যৈর্যেঽর্চ্চয়ন্তি মহেশ্বরম্॥
তে যান্তি শিবসালোক্যং বিমানেন বিরাজিতাঃ।

চন্দ্রভাগজলে তত্র যে স্নান্তি বিধিপূর্ব্বকম্ ॥
চন্দ্রতুল্য বপুর্দ্ধৃত্বা চন্দ্রলোকং ব্রজন্তি তে।
তত্র চার্কবটো নাম কল্পবৃক্ষস্তু তিষ্টতি ॥
নানামুনিজনাকীর্ণা বিহঙ্গৈরূপশোভিতঃ।
গচ্ছেদ্ যশ্চাপ্যবন্ধ্যোঽয়ং বটোমুক্তিপ্রদোধ্রুবম্ ॥
প্রাণিনাং হিতকামোঽয়ং সূর্য্যঃ সাক্ষাচ্চ পাদপঃ।
তত্র বৃক্ষতলে যে চ জপন্তি মন্ত্রমুত্তমম্ ॥
ত্রিপক্ষাভ্যন্তরে মন্ত্রঃ সাধকাভীষ্ট সিদ্ধিদঃ।
ভূমাবর্কবটো বিপ্রাঃ স্বর্লোকে নন্দনং স্মৃতম্ ॥
তত্র সিদ্ধগণা সন্তি সত্যং সত্যং বদামি বঃ।
তত্র ধ্যায়ন্তি যে বিষ্ণুং তেষাং বিষ্ণু প্রসিদতি ॥
বটমূলে চ যে সন্তি তে সিদ্ধাশ্চ ন সংশয়ঃ।
বিজয়া সপ্তমীং প্রাপ্য যেঽর্চ্চয়ন্তি দিবাকরম্ ॥
তেষাং বিমুক্তিং পাপানাং সর্ব্বত্র বিজয়ো ভবেৎ ॥
মৈত্রেয়াখ্যে বনে পুণ্যে রথযাত্রা মহোৎসবম্।
যে পশ্যন্তি নরা ভক্ত্যা তে পশ্যন্তি তনুং রবেঃ ॥

কপিলসংহিতা ৬ অঃ।

পুরী মন্দিরের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে গঙ্গাবংশীয় রাজা লাঙ্গুল্য নরসিংহ দেবের দ্বারা সন ১২০০ শকে অর্থাৎ ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

এক সময়ে এই অর্কক্ষেত্রে দেশ দেশান্তর হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হইত, বহু যাত্রাদি ও নানা পর্ব্ব উপলক্ষে কত ধূমধাম হইত; এবং বহু কুষ্ঠরোগী এ স্থানে আসিয়া আরোগ্যলাভ করিত। এক্ষণে

কালের গতিতে এই স্থান একটী জনশূন্য পিতৃকাননে পরিণত হইয়াছে। সূর্য্যদেবের সুবৃহৎ মন্দির ভগ্নাবস্থায় জঙ্গলময় হইয়া অজগরদিগের আবাসস্থান হইয়া রহিয়াছে। এই মন্দির পুরী ও ভুবনেশ্বরাদীর মন্দিরাপেক্ষা হীন ছিল না। কিন্তু এক্ষণে ইহার অবস্থা শোচনীয়। ইহা একদিন প্রাচীন হিন্দুদিগের অপূর্ব্ব গৌরবের পরিচয় দিয়াছে এবং এক্ষণেও উক্ত মন্দিরের জীর্ণ কঙ্কাল বিশিষ্ট কলেবর ইহার পূর্ব্বস্মৃতি দর্শকের মনে জাগাইয়া দিতেছে। কি পরিতাপের বিষয়! এত হিন্দু জমিদার, রাজা, মহারাজ সত্বেও এরূপ একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ লোপ পাইতেছে। ইউরোপীয় অনেক মহাত্মা এই প্রাকৃতিক মনোহর স্থান ও কীর্ত্তিস্তম্ভ দর্শনার্থে আগমন করেন। এইস্থানে বৎসরে মাঘ মাসে শুক্লসপ্তমীতে একবার মাত্র একটী মেলা হইয়া থাকে। ঐ দিন সমুদ্রে স্নান ও সূর্য্যোদয় দর্শন অতিশয় পুণ্যপ্রদ বলিয়া কথিত আছে। এতদ্ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বচন শ্রবণ করুণ।

"কোনার্কস্যোদধস্তীরং ভক্তি মুক্তিফলপ্রদম্।
স্নাত্বৈব সাগরে সূর্য্যায়ার্ঘং দত্বা প্রণম্য চ॥
নরো বা যদি নারী সর্ব্বকামফলং লভেৎ।
ততঃ সূর্য্যালয়ং গচ্ছেৎ পুষ্পমাদায় বাগযতঃ॥
প্রবিশ্য পূজয়েদ্ভানুং কুর্য্যাত্তং ত্রিপ্রদক্ষিণম্।
দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥"

ইতি পুরুষোত্তম তন্ত্রে।

অপিচ।

মাঘে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাং কুরু নন্দন।
নিরাহারো রবিং ভক্ত্যা পূজয়েদ্ বিধিনা নৃপ॥

পূর্ব্বোক্তেন জপেজ্জপ্যং দেবস্য পুরতঃ স্থিতঃ।
শুদ্ধৈকাগ্রমনা রাজন্ জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

ইতি ভবিষ্য পুরাণে ৭ম কল্পে।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে এই স্থানে সর্ব্বপাপবিনাশন, সর্ব্বরোগ ও ভয়নাশন সুখশান্তিপ্রদ সূর্য্যদেবের সহস্র নামরূপ স্তোত্র নিহিত আছে। গ্রন্থবাহুল্য হেতু তাহা এ স্থলে প্রকটিত হইল না।

সৌর সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণবাদির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখা নাই। এক্ষণে সৌর সম্প্রদায়ের সংখ্যা অতি অল্প। যদিও হিন্দুগণের মধ্যে সমস্ত পূজা উপসনাদি কালে সূর্য্যদেবের পূজা উপাসনা হইয়া থাকে কিন্তু প্রকৃত সৌর অতি বিরল। কেবল মাত্র সাঁওতালগণের মধ্যে একমাত্র সূর্য্যোপাসনা প্রচলিত আছে।

দুর্গা, কালী, শিব প্রভৃতি হিন্দুর দেবতা কিন্তু সূর্য্যদেব সমস্ত জগৎবাসীর দেবতা। যদি সূর্য্যদেব একমাত্র জগৎবাসীর প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া পূজিত ও উপাসিত হইতেন আর ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় না থাকিত তাহা হইলে পৃথিবিতে চিরশান্তি বিরাজ করিত, তাহা হইলে মানবজাতির মধ্যে চির সৌহৃদ্য বর্ত্তমান থাকিত। কোনরূপ বিদ্বেষ-ভাব থাকিতে পাইত না। তাহা হইলে "এক সূর্য্যে ধান্য শুষ্ক" করিবার বিদ্রুপাত্মক কথা উঠিতে পারিত না।

সাঁওতাল পরগণা ব্যতিত ভারতের অপরাপর কোন স্থানে ভাস্করদেবের এরূপ প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল কি না আমরা অবগত নহি। তবে অতি প্রাচীনকালে মূলতান নগরে সূর্য্য দেবের এক মন্দিরের বিষয়ে ইতিহাসে দেখিতে পাই। হিন্দুদেব

দেবীর উপর অত্যাচার করা মুসলমানগণের বড় আনন্দের বিষয় ছিল। হিন্দু ধর্ম্মের উপর মুসলমানগণের নানারূপ অত্যাচার বশতই মুসলমানগণের প্রতি হিন্দুদিগের অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা ছিল। মহম্মদ বিন কাসিম মূলতান নগর জয় করিয়াই তত্রস্থ সূর্য্যদেবের কণ্ঠদেশে গোমাংস হার পরাইয়া পশু প্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হিন্দু দেব দেবীর প্রতি বিজয়ী মুসলমানদিগের অত্যাচারের বিষয় ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন।

এই প্রবন্ধে আমরা একটী মহাপুরুষের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার নাম শ্রীমৎ পরমহংস শিব নারায়ণ স্বামী। তিনি লুপ্তপ্রায় বেদোক্ত সূর্য্যোপসনা উদ্ধারের জন্য অবনীতে অবতীর্ণ। শাস্ত্রে উক্ত আছে, বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপ লোপ পাইলে মহর্ষিগণ পুনরায় স্বীয় বংশাবলীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া সেই সকল বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপই উদ্ধার করেন।

এই মহাত্মা বলেন, যে ঈশ্বর পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সাকার ও নিরাকার ভাবে অখণ্ডাকারে পরিপূর্ণ আছেন। সূর্য্যদেবই তাঁহার তেজোময় সাকার প্রত্যক্ষ রূপ। অতএব অন্য কল্পিত দেব দেবীর পূজা না করিয়া এক মাত্র সূর্য্যনারায়ণকে পূজা করিলেই সকলেরই পূজা হইল। পাঠকগণ তাঁহার মতামত ও উক্তি সকল জানিতে ইচ্ছুক হইলে তৎপ্রণীত "সার নিত্য ক্রিয়া," "অমৃতসাগর" প্রভৃতি গ্রন্থ নিচয় পাঠ করিবেন। তাঁহার উক্তি সকল সারগর্ভ এবং শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণিত ও অখণ্ডনীয়। তবে উহা জ্ঞানমার্গী জ্ঞানিদিগের নিকটই বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। সর্ব্ব সাধারণে সহজে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না।

তবে আমরা বলি, যে ভক্তিই সর্ব্বধর্ম্মের মূল; ভক্তি হইতে জ্ঞান জন্মে। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই জীবের উদ্ধার হইয়া অনন্ত শান্তি রাজ্যে উপনীত হইবে। গীতায় উক্ত আছে।

'ভক্তিবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংজতেন্দ্রিয়ঃ।

জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেনাধিগচ্ছতি॥"

ভক্তি পূর্ব্বক যে যে ভাবেই ও যেরূপেই কেন ভগবান্‌কে প্রণাম ও পূজা করুকনা তাহা সেই বিষ্ণুতে গিয়া পৌছিবে। যথা—

"আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্।

সর্ব্বমেব নমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি॥"

আমরা শুনিলাম যে অর্কক্ষেত্রে গমনাগমন জন্য রেলপথ প্রস্তুত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে; তাহা যদি কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে যাত্রিগণের কোনার্ক দর্শন অতি সহজসাধ্য হইবে এবং কালে অর্ক দেবের এই ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার হইবার সম্পূর্ণ আশা থাকিবে।

উপসংহারে আমারা প্রত্যক্ষ দেবতা প্রভাকরকে প্রণাম পূর্ব্বক এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিলাম।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিরজা ক্ষেত্র।

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বিরজার স্থান নির্ণয় ও উৎপত্তি কথন।

"বিড়জা ওঢ্য দেশে চ।"

অপিচ

"উৎকলে নাভিদেশঞ্চ বিরজা ক্ষেত্রমুচ্যতে।

বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ॥"

৫১ পীঠ নির্ণয়, তন্ত্রচূড়ামণৌ।

উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুর নামক স্থানই বিরজাক্ষেত্র বা গদাক্ষেত্র নামে বিদিত। ইহা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ ক্ষেত্রের অন্যতম এবং বৈতরণী নদীতীরে অবস্থিত। বিরজা অত্রস্থ অধিষ্ঠাতৃ দেবী। তন্ত্রচূড়ামণি-প্রণেতা কি নিমিত্ত পুরুষোত্তম ক্ষেত্রস্থ বিমলাদেবীকে বিরজাক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবী করিয়াছেন, তাহার ব্যাখ্যা আমরা প্রদান করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ নহি। ব্রহ্মা এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে বিরজা, ও বরাহ সমুদ্ভূত হয়েন। সেই হেতু এই স্থানটী বিরজাক্ষেত্র ও বরাহক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা ৫২ মহাপীঠের অন্যতম তীর্থস্থান। এই স্থানে সুদর্শন-চক্র-কর্ত্তিত সতীদেবীর নাভিদেশ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ইহা শাক্তগণের একটী প্রধান তীর্থ। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যাত্রিগণ এই স্থানে আসিয়া থাকেন।

যাজপুর রোড নামক (যেস্থানে ষ্টেষণ সেই স্থানটীর নাম বরণ্ডি) রেলষ্টেষণে নামিয়া গোশকটে অথবা পদব্রজে ১৪।১৫ মাইল যাইলে যাজপুর বা যজ্ঞপুর নামক স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। মধ্যস্থলে রুড়িয়া নামক গ্রামে একটী চটি আছে। ষ্টেষণ হইতে বহু দূর বিধায় এবং যাতায়াতের অসুবিধাহেতু সকল শ্রেণীর পুরী-যাত্রীর পক্ষে ইহা দর্শন সুবিধাজনক নহে। সুতরাং এ স্থানে যাত্রীর তদ্রূপ জনতা হয় না। বিরজাক্ষেত্র বৈতরণীর তীরে অবস্থিত। বৈতরণী পবিত্রতোয়া এবং জাহ্নবীসদৃশ পূজিতা। ইহা গো-নাসা নামক পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে সমুদ্ভূতা; উক্ত পর্ব্বত কিঞ্জোর সামন্ত করদ রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত। বৈতরণী হইতে একটী শাখা খর-স্রোতায় মিলিয়াছে, উক্ত শাখা বুড়া নামে প্রসিদ্ধা। ইহার আর একটী করদনদী কুশভদ্রা নামে বিখ্যাতা; কুশভদ্রার তীরে কুশলেশ্বর মহাদেবের প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। যেমন বারাণসীতে ভাগিরথী, বৃন্দাবনে যমুনা, ভুবনেশ্বরে গন্ধবতী, মধ্যভারতে নর্ম্মদা, দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা ও কাবেরী, সেইরূপ বিরজাক্ষেত্রে বৈতরণী। বৈতরণী ও কুশভদ্রা সম্বন্ধে অলৌকিক পৌরাণিক কিম্বদন্তি বৈতরণী-মাহাত্ম্যে দ্রষ্টব্য। কুশভদ্রাকে স্থানীয় লোকেরা "কুশী" বলিয়া থাকে। "কুশী" অধিক সময় বালুকাময়ী। ইং ১৯০৫ সালের ৫ই অক্টোবর তারিখে যাজপুরে গোশকটারোহণে যাইবার কালীন আমাদিগকে এক "কুশীকে" পাঁচবার অতিক্রম করিতে হয়। রুড়িয়া চটি হইতে জল পথে নৌকাযোগেও যাওয়া যায়। রুড়িয়া চটির সম্মুখে একটী আম্রকুঞ্জ পথিক ও যাত্রিগণের তাপ নিবারণার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত। এই স্থানে শনি ও মঙ্গলবারে হাট হয়। এই স্থান হইতে অনতিদূরে বুড়া বৈতরণীর আনিকট। তাহার কিঞ্চিৎ দূরে বৈতরণীর আনিকট,

পাশাপাশী দুইটী আনিকট। আমরা পূর্ব্বোক্ত আনিকটের জল-প্রপাত সন্নিকটে স্নান করিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। এই স্থানের নৈসর্গিক দৃশ্য অতীব সুন্দর।

বৈতরণী প্রণাম-মন্ত্র।

"গোনাসিকা সমুদ্ভূতে ! ধাতুযজ্ঞে সমাগতে।
পাপং মে হর কল্যাণি ! বৈতরণি নমোস্তু তে॥
বৈতরণি ! মহাভাগে ! গোবিন্দশঙ্করপ্রিয়ে।
স্নানে পাপং হর দেবি ! বৈতরণি ! নমোস্তুতে॥
দুর্ভোজন দুরালাপ দুঃপ্রতিগ্রহ সম্ভবম্।
পাপং মে হর কল্যাণি ! বৈতরণি নমোস্তু তে॥

বিতরণেন দানেন তীর্য্যতে ইতি বৈতরণী, অর্থাৎ দানের দ্বারা যাহা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহাকে বৈতরণী বলে। অথবা বিতরণি র্বিনৌকা ইতি বৈতরণী অর্থাৎ বিনা নৌকায় যাহা পার হইতে হয়। বৈতরণীকে প্রেত-নদী কহে। প্রায়শ্চিত্ত কালে বৈতরণী নদী পার হইতে হয়। সে নদী কোথায় এবং কিরূপ, তাহার বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"নদী বৈতরণী নাম দুর্গন্ধা রুধিরা বহা।
উষ্ণতোয়া মহাবেগা অস্থিকেশতরঙ্গিনী॥"

ইতি প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ধৃত যমদগ্নি বচনম্।

আসন্ন মৃত্যুকালে নরক হইতে উদ্ধার জন্য বৈতরণীকে গোদানের বিধি শাস্ত্রে উক্ত আছে। যথা—

আসন্ন মৃত্যুনাদেয়া গৌঃ সবৎসা চ পূর্ব্ববৎ।
তদভাবে চ গৌরেকা নরকোদ্ধারণায় বৈ॥

তদা যদি ন শক্নোতি দাতুং বৈতরণীঞ্চ গাম্।
শক্তোহন্যোঽরুক্ তদা দত্ত্বা শ্রেয়ো দদ্যান্ মৃতস্য চ॥

ইতি শুদ্ধিতত্ত্বম্।

গোদানান্তর প্রার্থনা মন্ত্র—

"যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।
তাঞ্চ তর্ত্তুং দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চগাম্॥"

সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, একদিন উক্ত বৈতরণী উত্তীর্ণ হইয়া কালিন্দ সকাশে বিচারার্থ দণ্ডায়মান হইতে হইবে। পূর্ব্ব হইতে যাঁহারা তজন্য প্রস্তুত হয়েন, তাঁহাদিগকে আর তৎকালে কোনরূপ পরিতাপ করিতে হয় না।

বিরজা ক্ষেত্রস্থ এই বৈতরণী যাত্রীগণকে সেই যমপুরস্থ বৈতরণী নদীর বিষয় মনোমধ্যে জাগাইয়া দিতেছে। কিন্তু অধুনা পাণ্ডাগণের দ্বারা সে জ্ঞানলাভ হয় না। পাণ্ডাগণের ব্যবহারে তীর্থ সকল এক্ষণে হীনপ্রভ হইয়াছে।

বিরজা ক্ষেত্রস্থ এই বৈতরণীতে স্নান করিলে আর সেই যমপুরস্থ বৈতরণী নদী পার হইতে কোন ভয় বা ক্লেশ থাকিবে না। বৈতরণীতে স্নানের ফল শ্রবন করুণ।

"আস্তে বৈতরণী নাম সর্ব্বপাপহরা নদী।
তস্যাং স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

ইতি ব্রহ্মপুরাণে।

বিরজার উপাখ্যান।

শ্রীবিরজা পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের সখি ছিলেন, শ্রীরাধার ভয়ে ভীতা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগপুর্ব্বক নদীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। যথা—

সা রাধা ভয়াৎ ত্যক্তপ্রাণা সতি সরিদ্রূপাভবৎ।
তস্যাঃ সপ্ত পুত্রাঃ সপ্ত সমুদ্রা অভবন্॥
একদা রাধিকা সার্দ্ধং গোলকে শ্রীহরিঃ স্বয়ম্।
বিজহার মহারণ্যে নির্জনে রাসমণ্ডলে॥
কৃত্বা বিহারং শ্রীকৃষ্ণস্তামদৃষ্ট্বা বিহায় চ।
গোপিকাং বিরজামন্যাং শৃঙ্গারার্থং জগাম হ॥
দৃষ্ট্বা চ শ্রীহরিস্তূর্ণং বিজহার তয়া সহ।
তয়াসক্তং শ্রীহরিঞ্চ রত্নমণ্ডপসংস্থিতম্॥
দৃষ্ট্বা চ রাধিকান্যাশ্চ চক্রুস্তাঞ্চ নিবেদনম্।
জগাম সহসা দেবী তং রত্নমণ্ডপং মুনে॥
দ্বারে নিযুক্তং দদর্শ দ্বারপালং মনোহরম্।
তমুবাচ রুষা দেবী রক্তপঙ্কজলোচনা॥
দূরং গচ্ছ গচ্ছ দূরং রতিলম্পট কিঙ্কর।
কীদৃশীং মৎপরাং কান্তাং দ্রক্ষ্যামি তৎ প্রভোরহম্॥
শ্রুত্বা কোলাহলং শব্দং গোপিকানাং হরিঃ স্বয়ম্।
জ্ঞাত্বা চ কোপিতাং রাধামন্তর্দ্ধানং চকার হ॥
বিরজা রাধিকা শব্দাৎ অন্তর্দ্ধানং হরেরপি।
দৃষ্ট্বা রাধা ভয়ার্ত্তা সা জহৌ প্রাণাংশ্চ যোগতঃ॥
সদ্যস্তত্র সরিদ্রূপং তচ্ছরীরং বভূব হ।
ব্যাপ্তঞ্চ বর্ত্তুলাকারং তয়া গোলকমেব চ॥
কোটিযোজন বিস্তীর্ণং প্রস্থেহতি নিম্নমেব চ।
দৈর্ঘে দশগুণং চারু নানা রত্নাকরং পরম্॥

রাধা রতিগৃহং গত্বা ন দদর্শ হরিং মুনে।
বিরজাঞ্চ সরিদ্রূপাং দৃষ্ট্বা গেহং জগাম সা॥
শ্রীকৃষ্ণো বিরজাং দৃষ্ট্বা সরিদ্রূপাং প্রিয়াং সতীং।
উচ্চৈ রুরোদ বিরজাতীরে নীরমনোহরে॥
ত্বয়া বিনাহং সুভগে কথং জীবামি সুন্দরি।
নদ্যধিষ্টাতৃ দেবী ত্বং ভবমূর্ত্তিমতী সতি॥
পুরাতনং শরীরং তে সরিদ্রূপমভূৎ সতি।
জলাদুত্থায় চাগচ্ছ বিধায় তনু নূতনম্॥
আজগাম হরেরগ্রং সাক্ষাদ্রাধেব সুন্দরী
পশ্যন্তং প্রাণনাথঞ্চ পশ্যন্তী বক্রচক্ষুষা॥
তাঞ্চ রূপবতীং দৃষ্ট্বা প্রেমোদ্রেকাং জগৎপতিঃ।
চকারালিঙ্গনং তূর্ণং চুচুম্ব চ মুহুর্মুহুঃ॥
নানা প্রকার শৃঙ্গার বিপরিতাদিকং প্রভুঃ।
রহসি প্রেয়সীং প্রাপ্য চকার চ পুনঃ পুনঃ॥
বিরজা সা রজোযুক্তা ধৃত্বা বীর্য্যমমোঘকম্।
সদ্যো বভুব তত্রৈব ধন্যা গর্ভবতী সতী॥
তস্থৌ তত্র সুখাসীনা সার্দ্ধং পুত্রৈশ্চ সপ্তভিঃ।
একদা হরিণা সার্দ্ধং বৃন্দারণ্যে সুনির্জ্জনে॥
বিজহার পুনঃ সাধ্বী শৃঙ্গারাসক্ত মানসা।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র মাতুঃ ক্রোড়ং জগাম হ॥
কনিষ্ঠ পুত্রঃ তস্যাশ্চ ভ্রাতৃভিঃ পীড়িতো ভিয়া।
ভীতং স্বতনয়ং দৃষ্ট্বা তত্যাজ তাং কৃপানিধিঃ॥

ক্রোড়ে চকার বালং সা কৃষ্ণো রাধা গৃহং যযৌ।
প্রবোধ্য বালং সা সাধ্বী ন দদর্শান্তিকং প্রিয়ম্॥
বিললাপ ভৃশং তত্র শৃঙ্গারাতৃপ্ত মানসা।
শশাপ স্বসুতং কোপাৎ লবনোদো ভবিষ্যতি॥
শশাপ সর্ব্বান্ বালাংশ্চ যান্ত মূঢ়া রসাতলম্।
শ্রুত্বা বিবরণং সর্ব্বে প্রজগ্মুর্ধরণীতলম্॥
সপ্তদ্বীপে সমুদ্রাশ্চ সপ্ত তস্থুর্বিভাগশঃ।
কনিষ্ঠাদ্ বৃদ্ধ পর্য্যন্তং দ্বিগুণং দ্বিগুণং মুনে॥
লবণেক্ষু সুরা সর্পি দধিদুগ্ধজলার্ণবাঃ।
এতেষাঞ্চ জলং পৃথ্ব্যাং শস্যার্থঞ্চ ভবিষ্যতি॥

তয় অঃ. শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে।

ধন্য বেদব্যাস! ধন্য তোমার বর্ণতুলী! ধন্য তোমার অসাধারণ কল্পনা শক্তি! তুমি পরমা প্রকৃতি ও পরমপুরুষ লইয়া ইচ্ছামত কত প্রকার গঠন প্রস্তুত করিয়াছ, তাহা আধুনিক সল্পমেধা-সম্পন্ন মানবগণ বুঝিতে অক্ষম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিরজা মন্দির ও বিরজা মাহাত্ম্য।

বারাণসীতে ভাগিরথীতীরে যেরূপ মণিকর্ণিকা ও দশাশ্বমেধঘাট আছে, এখানেও তদ্রূপ বৈতরণী-তীরে মণিকর্ণিকা ও দশাশ্বমেধ ঘাট আছে। বারাণসীতে উক্ত ঘাট সকলের যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা অদ্যাপি বিদ্যমান, এখানে সে শোভা নাই। বিরজা দেবীর মন্দির হইতে মণিকর্ণিকা ঘাট অর্দ্ধমাইল এবং দশাশ্বমেধ ঘাট সার্দ্ধ দুই মাইল দূরে অবস্থিত। বিরজাদেবীর মন্দির দীর্ঘে প্রস্থে চারিশত ফিট,

গর্ভগৃহে বা প্রধান মন্দিরে দেবীর মূর্ত্তি বিরাজমানা। দেবিমূর্ত্তির পরিমাণ অষ্টাদশ অঙ্গুলি, দেবী অষ্টভূজা। জগজ্জননী শক্তিদেবীকে ভক্তগণ যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি সেইরূপ গঠিত করিয়াছেন। কোথায় চতুর্ভুজা, কোথায় ষড়্ভূজা, কোথায় অষ্টভূজা এবং কোথায় দশভূজা রূপে গঠিত হইয়াছেন। আকৃতি পুরীর বিমলার সদৃশ। সম্মুখস্থ জগমোহনে হোমকুণ্ড; তথা হইতে বহির্দ্দেশে বলিদান নিমিত্ত যূপকাষ্ঠ প্রোথিত; তথায় প্রত্যহ পশুবলি হইয়া থাকে। শারদীয় উৎসব সময়ে সহস্র সহস্র বলিদান হইয়া থাকে। শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পশুবলি চিরপ্রসিদ্ধ। বেদে যজ্ঞার্থে এবং দেবোদ্দেশে পশুবলির বিধান আছে। এই হেতু শাক্তগণের মধ্যে সর্ব্বত্র পশু বলির প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। বেদোক্ত বলির উদ্দেশ্য সাধন হউক আর নাই হউক, প্রকৃত বলিদানের উপযুক্ত ব্যক্তি থাকুন আর নাই থাকুন, বলিদান প্রথা নামধারী শাক্তগণের মধ্যে বিশিষ্ট-রূপে প্রচলিত আছে। যাজপুর শাক্ত-ক্ষেত্র; যাজপুরবাসী ব্রাহ্মণ-গণ পঞ্চদেবোপাসক হইলেও এখানে শক্তিদেবিরই প্রাধান্য অধিক। এস্থলে যথেষ্ট পশু বলি হইয়া থাকে।

নাভিগয়া।

উক্ত মন্দিরের উত্তরাংশে একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে একটী বাঁধান কূপ আছে, তাহার ব্যাস কিঞ্চিৎ অধিক সার্দ্ধ চারি হস্ত। উক্ত কূপ নাভিগয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই স্থানে তীর্থ যাত্রিগণ পরলোকগত পিতৃপুরুষোদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। অত্রস্থানে উক্ত পিণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। যথা—

"গয়ায়াং বিরজে চৈব মাহেন্দ্রে জাহ্নবী তটে।
অত্র পিণ্ডপ্রদো যাতু ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥"

গয়াক্ষেত্রে শীর্ষগয়া, যাজপুরে নাভিগয়া এবং রাজমাহেন্দ্রির অন্তর্গত পীঠাপুর নামক স্থানে পাদ গয়া। উক্ত স্থানত্রয়েই পিণ্ড-দানের ব্যবস্থা আছে।

বিরজাকুণ্ড।

দেবীর মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে একটী প্রাচীন ক্ষুদ্র সরোবর আছে; পুরীর শ্বেতগঙ্গার ন্যায় তাহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত। ইহা দীর্ঘে একশত ফিট, প্রস্থে সত্তর ফিট। ইহা ব্রহ্মকুণ্ড ও বিরজাকুণ্ড নামে অভিহিত হয়।

ত্রিলোচন শিব ও অষ্টাদশভূজ কালী।

বিরজামন্দির এবং ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী রাজপথ ধরিয়া অর্দ্ধমাইল অনুমিত পথ দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলে ত্রিলোচন শিবের মন্দির ও তৎসম্মুখে অষ্টাদশভূজ কালীর ক্ষুদ্র মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

ধ্বজস্তম্ভ।

মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তরাংশে রাজপথ হইতে গলি রাস্তায় গমন করিয়া বামদিকে এক প্রস্তরস্তম্ভ দেখা যায়। ইহার উচ্চতা আনুমানিক চতুর্বিংশতি হস্ত। উড়িষ্যার অন্যান্য দেব মন্দিরের নিকটস্থ স্তম্ভের ন্যায় ইহার উপরে পূর্ব্বে গরুড় মূর্ত্তি বিরাজিত ছিল। হিন্দুকুলগ্লানি যবন সেনাপতি স্বনামখ্যাত কালাপাহাড় রাজা মুকুন্দদেবকে সমরে নিহত করিয়া যাজপুরস্থ অন্যান্য দেবদেবী সহ উক্ত গরুড় মূর্ত্তি নষ্ট করিয়াছিল। কি পাষণ্ড নরাধম! যে শক্তির বলে বলিয়ান্, ক্রোধান্ধ ও জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই শক্তি মাতার উপরে অত্যাচার করিল। তমোগুণ প্রভাবে যে যতই অত্যাচার করুক সে সমস্ত অত্যাচার স্বীয় বিনাশের মূলীভূত কারণ জানিবেন।

শাক্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। শাক্ত বলিয়া অনেকে পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু কয়জন শক্তি-মাতাকে চিনিতে পারিয়াছেন? কয়জন শক্তিদেবীকে জ্ঞাননেত্রে অবলোকন করিতে পারিয়াছেন? ভক্ত রামপ্রসাদ মাকে জানিতে পারিয়াছিলেন, তাই তিনি গাহিয়াছিলেন,—

"ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি মন তা জান না" ভক্ত রামপ্রসাদ শক্তির সত্ত্বা ত্রিভুবন মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার মুখে উক্ত গীত বহির্গত হইয়া প্রাণের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল।

পাঠক! আপনি শক্তি দেবীকে জ্ঞাননেত্রে নিরীক্ষণ করিতে চাহেন কি? কারণ চর্ম্মচক্ষে জগন্মাতাকে দেখিবার উপায় নাই। এই যে মূর্ত্তিসকল দেখিতেছেন, ইহা ঋষি ও ভক্তগণ কর্ত্তৃক স্বল্প-মেধা-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে। সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞান বর্দ্ধিত হইলে আদ্যাশক্তি প্রকৃতিদেবীর প্রকৃত মূর্ত্তি দর্শনে সমর্থ হওয়া যায়। ঋষিবাক্য শ্রবণ করুণ।

"প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধিনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাম্।"

উত্তরগীতা।

"এবং গুণানুসারেণ রূপানি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্॥"

শতাতপ।

অতএব জ্ঞানীগণ সর্ব্বত্র শক্তিদেবীর সত্ত্বা অনুভব করিয়া থাকেন। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া শাখা প্রশাখাদিতে পরিণত হইতেছে; ইহার অন্তরে অন্তরে কি শক্তি নিহিত নাই? জন্তুগণ চলিতেছে, উঠিতেছে, বসিতেছে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা কি

কোন শক্তির দ্বারা নহে? অদ্য যে অশ্বথ বীজ মৃত্তিকায় পতিত হইল, কিছুদিন পরে দেখ এক প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। ইহা কোন্ শক্তির বলে হইতেছে! চেতনবিশিষ্ট জীবদেহে এবং উদ্ভিদ পদার্থে শক্তির সত্ত্বা সহজেই অনুমিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। অধুনা বিজ্ঞানের সাহায্যে সপ্রমাণ হইয়াছে এবং হইতেছে যে জড়পদার্থের মধ্যেও শক্তির আবির্ভাব রহিয়াছে। ইহাকে বিজ্ঞান শাস্ত্রে (আণবিক শক্তি (moleculer force) বলে। ইদানীন্তন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বিজ্ঞান-বলে জড় জগতে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে তদ্রূপ অগ্রসর হইতে এখনও পারেন নাই। পুরাকালের প্রাচ্য পণ্ডিতগণ মানবের প্রত্যেক ধমনীতে, জল ও স্থলচর জন্তুগণের শরীর মধ্যে, উদ্ভিদগণের শিরায় শিরায় এবং জড়-পদার্থের প্রত্যেক পরমাণুতে শক্তির সঞ্চার উপলব্ধি করিয়া শক্তির পূজা করিতেন।

যথা—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।"

সেই দেবী পঞ্চভূত বা তত্ব মধ্যে শক্তিরূপে বিরাজিত আছেন। দেবীর সত্ত্বা সেই সকলের মধ্যে না থাকিলে জগতে কোন ক্রিয়াই সম্পাদন হইত না। পঞ্চতত্ব মধ্যে যিনি বিরাজমানা তিনি ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানেও কোন পদার্থে অবিরাজমানা নহেন। শাস্ত্রে এই শক্তিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে যথা;—

এষা ত্রিশক্তিরুদ্দিষ্টা নয়সিদ্ধান্তগামিনী।
এষা শ্বেতা পরা সৃষ্টিঃ সাত্বিকী ব্রহ্মসংস্থিতা॥
এষৈব রক্তা রজসি বৈষ্ণবী পরিকীর্ত্তিতা।

এষৈব কৃষ্ণা তমসি রৌদ্রী দেবী প্রকীর্ত্তিতা ॥
পরমাত্মা যথা দেবো এক এব ত্রিধা স্থিতঃ।
প্রয়োজন বশাচ্ছক্তিরেকৈব ত্রিবিধাভবৎ ॥
ইতি বরাহপুরাণে—ত্রিশক্তি মাহাত্ম্যে।

ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা যত্র তৎপরং জ্যোতিরোমিতি ॥
ইতি গোরক্ষ সংহিতা।

যেরূপ পরমাত্মা সত্ব রজ ও তমোগুণে বিভক্ত হইয়া জগতে প্রকাশমান হইয়াছেন, সেইরূপ আদ্যাশক্তি প্রকৃতিদেবী প্রয়োজনানুসারে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তিরূপে আবির্ভূতা হইয়া জগতে লীলা করিতেছেন। এই শক্তিই কোথাও আটভাগে কোথাও নয়ভাগে ইত্যাদি বহুরূপে বিভক্ত হইয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

অষ্টশক্তি।

ইন্দ্রানী বৈষ্ণবী শান্তা ব্রহ্মাণী ব্রহ্মবাদিনী।
কৌমারী নারসিংহী চ বারাহী বিকটাকৃতিঃ ॥
মাহেশ্বরী মহামায়া ভৈরবী ভীমরূপিনী।
অষ্টৌ চ শক্তয়ঃ সর্ব্বা রথস্থাঃ প্রযযুর্মুদা ॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে।

ইঁহারাই স্থানান্তরে অষ্টমাতৃকারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অষ্ট প্রকৃতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

ভূমিরাপোহনলোবায়ূঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

৭ অ গীতা।

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আটটী উপাদানই ভগবানের অষ্ট প্রকৃতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতি লীলাময়ী ও গুণবতী; উক্ত অষ্ট প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্টি বিষয়ক লীলা সম্পাদিত হইতেছে। পরমাত্মা বা পরমপুরুষ নির্গুণ বা সর্ব্বগুণাতীত। গুণবতী প্রকৃতি বিবিধ উপায়ে নিস্বার্থ ভাবে পরমপুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া থাকেন। যথা,—

নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।

গুণবত্য গুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকঞ্চরতি ॥

ইতি সাংখ্যদর্শনম্।

এই প্রকৃতি পুরুষ লইয়াই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়। কিন্তু এতদ্ সম্বন্ধে নানা মুনির নানামত ও তর্ক মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়; কেহ বলেন প্রকৃতি আদ্যাশক্তিই প্রধানা; তিনি পরমব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ব্ভ পুরুষকে প্রসব করিয়াছেন। কেহ বলেন পরব্রহ্মের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইলে তাঁহার ইচ্ছাশক্তি মায়ারূপে আবির্ভূত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন। ইত্যাদি নানা প্রকার উক্তি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা স্বল্প-বুদ্ধি ক্ষুদ্র জীব, সে সকল বিষয় ধারণা করিতে অক্ষম। তবে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি যে জগতে বিবিধ প্রাণীগণ পিতা মাতা অবলম্বনে অবতীর্ণ হইতেছে এবং সেই পিতা মাতাই সৃষ্টি কর্ত্তা হইতেছেন। সন্তানের পক্ষে পিতা মাতা উভয়েই পূজনীয়। প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে পিতা অনেকটা নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকেন এবং মাতার যত্নেই সন্তান লালিত ও পালিত হইয়া থাকে। এই কারণ সাংখ্যকার বোধ হয় পুরুষ নির্গুণ এবং প্রকৃতি গুণবতী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অপিচ অবোধ সন্তান

পিতা অপেক্ষা মাতাকে ভালরূপে জানে এবং মাতার ঘনিষ্ঠ অধিকতর হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা শক্তি মানেন না তাঁহারা নিতান্ত ভ্রমান্ধ। তবে আর এক কথা এই যে মাতার যেমন সন্তানের লালন পালন সুখ সচ্ছন্দতার প্রতি লক্ষ থাকে পিতার তদ্রূপ সন্তানের জ্ঞানোপার্জ্জন ও মুক্তির দিকে বিশেষ লক্ষ।

ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরমাত্মা স্বরূপ ভগবান্ হরি উর্দ্ধ এবং অধঃ সর্ব্বত্র নিখিল বিশ্ব শূন্যময় অবলোকন করিয়া সৃষ্টি করিতে মানস করিলেন। এই সৃষ্টি বিষয়ক ব্যাপার নারদ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া পূর্ব্বে মহাদেব যেরূপ কহিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ॥
স চ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বয়ম্।
তাং দৃষ্ট্বা সুন্দরীং লোলাং রতিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ॥
সা দধাব ন চোবাচ ভীতা মনসি কম্পিতা।
তাং ধৃত্বোরসি সংস্থাপ্য স উবাচাতিলজ্জিতাম্॥
স্ত্রীজাত্যধিষ্ঠাতৃ দেবীং মূল প্রকৃতিমীশ্বরীম্।
তৎপ্রাণাধিষ্ঠাতৃ দেবীং তদ্বামাঙ্গসমুদ্ভবাম॥
মম প্রাণাধিদেবী ত্বং স্থিরা ভব মমোরসি।
অত্র স্থানং ময়া দত্তং তুভ্যং প্রাণেশ্বরি প্রিয়ে॥
প্রাণভ্যোঽপি প্রিয়তমে পরমাদ্যা সনাতনি।
ত্যজ লজ্জাং ক্ষমাশীলে নবসঙ্গমলজ্জিতে॥
ইত্যেবমুক্ত্বা তাং দেবীং প্রিয়াং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
চুচুম্ব গণ্ডং কোটিনমাশিশ্লেষ স্তনং মুদা॥
শয্যাং রতিকরীং কৃত্বা পয়ঃফেননিভাং শুভাম্।

সুগন্ধি বায়ুসংযুক্তাং পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতাম্ ॥
স রেমে রাময়া সার্দ্ধং যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ।
বিদগ্ধয়া বিদগ্ধেন বভুব সংঙ্গমঃ শুভঃ ॥
এতদন্তে তদুদরে বীর্জাধানং চকারঃ সঃ।
গর্ভং দধার সা দেবী যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ॥
ভুরি শ্রমেণ কৃষ্ণস্য গাত্রে ঘর্ম্মো বভুব হ।
অধঃ পপাত তদ্বিন্দু কর্ণমেব চ নারদ ॥
দধার তজ্জলং শূন্যে নিত্য বায়ুশ্চ যোগতঃ।
তদেব প্লাবয়ামাস বিশ্বে চাধসি স্বর্ব্বতঃ ॥
রাসে সংভূয় তরুণীমাদধার হরেঃ পুরঃ।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদ্ভিশ্চ নারদ ॥
কৃষ্ণবামাংশসম্ভুতা বভুব সুন্দরী পুরা।
যস্যাশ্চাংশাংশকলয়া বভূবুর্দ্দেব যোষিতঃ ॥
সুসাব ডিম্বং সা দেবী রাসে বৃন্দাবনে বনে।
দৃষ্ট্বা ডিম্বং ক্রুধা রাধা প্রেরয়ামাস পাদতঃ ॥
পপাত ডিম্বস্তোয়ে চ দিখণ্ডশ্চ বভুব সঃ।
ডিম্বান্তরে চ যো বালো মহাবিষ্ণুঃ স এব হি ॥
তল্লোম বিবরেষ্বেব ব্রহ্মাণ্ডানি পৃথক্ পৃথক।
প্রত্যেকং মায়য়াসংখ্য ডিম্বাশ্চাপ্যভবন্ পুরা ॥
বিশ্বান্যেবং হি ভূরীণি তেষামভ্যন্তরং মুনে।
বভূবুরেবং ক্রমতঃ প্রত্যেকঞ্চ পৃথক পৃথক ॥

ইতি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রৌ, ২য় রাত্রৌ।

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রকৃতি পুরুষের সৃষ্টি বিষয়ক ব্যাপার অবধারণ করা সাধারণ জনগণের পক্ষে অতীব সুকঠিন। উপনিষৎ ও দর্শনাদি গ্রন্থে এই ব্যাপার যে রূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সাধারণ ব্যক্তি মাত্রের বুদ্ধির অগম্য। সেই হেতু পুরাণাদি গ্রন্থে উক্ত ব্যাপার অতি সুললিত ও প্রাঞ্জল ভাষায় রূপ কারাবে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে এই বৈষ্ণব গ্রন্থদ্বারা সুপ্রমাণিত হইতেছে যে বৈষ্ণবগণ ও পরমপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি মানিয়া থাকেন।

প্রকৃতি ছাড়া জগৎ এক মূহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। প্রকৃতি ও পুরুষের যোগে সৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছে। এক হইতে দুই এবং দুই হইতে ক্রমশ এই অপরিচ্ছেদ্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে। মুমুক্ষু ব্যক্তি মায়ার অবতার আদ্যাশক্তির আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলে তাঁহার কৃপায় এই ভব বন্ধন ছেদন করিয়া পরম বিষ্ণুপদ লাভ করিতে পারিবেন। জন্ম জরা ব্যাধি রূপ ত্রিতাপময় এই ভবধামে পুনঃ পুনঃ আর আগমন করিতে হইবে না। সাংখ্য দর্শনে উক্ত হইয়াছে প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলে পুরুষের মুক্তি হইয়া থাকে। লিঙ্গ শরীরের নিবৃত্তি, অর্থাৎ আত্মার মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত চেতন পুরুষকে জরামরণ জন্য দুঃখ ভোগ করিতেই হয়। পুরুষের মোচনই প্রকৃতি প্রবৃত্তির ফল। অতএব পাঠক! যদি আমরা পিতা-মাতা হইতে ক্রমান্বয়ে পিতামহ-পিতামহী ইত্যাদি ক্রমে কল্পনা-রথে আরোহণপূর্ব্বক উর্দ্ধে গমন করি তাহা হইলে অবশেষে আদিপুরুষ ও মূলপ্রকৃতিতে গিয়া উপনীত হইব। স্বয়ং নারায়ণ শক্তি মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন।—

সহ বুদ্ধ্যা বুদ্ধিমন্তো ন বক্তুমুচিতং সুরাঃ।
সর্ব্বে শক্ত্যালয়া বিশ্বে শক্তিমন্তো হি জীবিনঃ ॥

ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং সর্ব্বং প্রাকৃতিকং জগৎ।
সত্যং নিত্যং বিনা মাঞ্চ মায়া শক্তিঃ প্রকাশিতা ॥
আবির্ভূতা চ সা মত্তঃ সৃষ্টৌ দেবী মদীচ্ছয়া।
তিরোহিতা চ সা শেষে সৃষ্টি সংহারণে ময়ী ॥
সৃষ্টি কর্ত্রী চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বেষাং জননী পরা।
মম তুল্যা চ মন্ময়া তেন নারায়ণী স্মৃতা ॥
সুচিরঞ্চ তপস্তপ্তং শম্ভুনা ধ্যায়তা চ মাম্।
তেন তস্মৈ ময়া দত্তা তপসাং ফলরূপিণী ॥
ব্রতঞ্চ লোকশিক্ষার্থমস্যা ন স্বার্থমেব চ।
স্বয়ং ব্রতানাং তপসাং ফলদাত্রী জগত্রয়ে ॥
মায়য়া মোহিতাঃ সর্ব্বে কিমস্যা বাস্তবং ব্রতম্।
সাধ্যমস্যা ব্রতং ফলং কল্পে কল্পে পুনঃ পুনঃ ॥
সুরেশ্বরা যদংশাশ্চ ব্রহ্ম-বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
কলাঃ কলাংশারূপস্তে জীবিনশ্চ সুরাদয়ঃ ॥
মৃদা বিনা কুলালশ্চ ঘটং কর্ত্তুং যথাক্ষমঃ।
বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারঃ কুণ্ডলং কর্ত্তুমক্ষমঃ ॥
বিনা শক্ত্যা তথাহঞ্চ স্বসৃষ্টিং কর্ত্তুমক্ষমঃ।
শক্তি প্রধানা সৃষ্টিশ্চ সর্ব্বদর্শনি সম্মতা ॥
অহমাত্মা চ নির্লিপ্তোঽহদৃশ্যঃ সাক্ষী চ দেহিনাম্।
দেহা প্রাকৃতিকাঃ সর্ব্বে নশ্বরা পাঞ্চভৌতিকাঃ ॥
অহং নিত্যশরীরী চ ভানু বিগ্রহ বিগ্রহঃ।
সর্ব্বাধারা চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বাত্মাহং জগৎসু চ ॥
অহমাত্মা মনো ব্রহ্মা জ্ঞানরূপো মহেশ্বরঃ।

পঞ্চপ্রাণা স্বয়ং বিষ্ণুর্বুদ্ধিঃ প্রকৃতিরীশ্বরী ॥১

ইতি ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণে গণেশ খণ্ডে ৭ অঃ।

স্বয়ং বেদব্যাস পরম বৈষ্ণব ও কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন। তিনি শক্তির মাহাত্ম্য কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, পাঠক! তাহা একবার উপরে দৃষ্টি করুন। অতএব যে ব্যক্তি শক্তি অস্বীকার করেন, যে ব্যক্তি শক্তি মানেন না, তিনি অতীব ভ্রমান্ধ। অনেক মহাত্মা পূর্ব্বে শক্তির সত্ত্বা অস্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু অচিরে সে ভ্রম অপনোদন হইয়াছিল।

এই আদ্যা শক্তি মূল প্রকৃতি কিরূপে পঞ্চধা বিভক্ত হইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

সা শক্তিঃ সৃষ্টি কালে চ পঞ্চধা চেশ্বরেচ্ছয়া।
রাধা পদ্মা চ সাবিত্রী দুর্গা দেবী স্বরস্বতী॥
প্রাণাধিষ্ঠাতৃ দেবী যা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
প্রাণাধিকা প্রিয়তমা সা রাধা পরিকীর্ত্তিতা॥
ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাতৃ দেবী সর্ব্বমঙ্গলকারিণী।
পরমানন্দরূপা চ সা লক্ষ্মীঃ পরিকীর্ত্তিতা॥
বিদ্যাধিষ্ঠাতৃ দেবী যা পরমেশস্য দুর্ল্ভা।
বেদশাস্ত্রযোগমাতা সা সাবিত্রী প্রকীর্ত্তিতা॥
বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃ দেবী যা সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণী।
সর্ব্বজ্ঞানাত্মিকা সর্ব্বা সা দুর্গা দুর্গনাশিনী॥
রাগাধিষ্ঠাতৃ দেবী যা শাস্ত্রজ্ঞানপ্রদা সদা।
কৃষ্ণকণ্ঠোদ্ভবা যা চ সাচ দেবী স্বরস্বতী॥

ইতিব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে গণেশ খণ্ডে ৪০ অঃ।

এই রূপে শক্তি দেবীকে কখনও পঞ্চভাগে কখন অষ্ট ভাগে, কখনও দশ ভাগে কখনও ষোড়ষ ভাগে কখন পঞ্চাশৎ ভাগে ইত্যাদি রূপে মনিষিগণ বিভক্ত করিয়াছেন। সেই আদ্যাশক্তি ভগবতী কালীঘাটে কালীমাতা রূপে, আসামে কামাক্ষামাতা রূপে, কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী রূপে, বারাণসীতে অন্নপূর্ণা রূপে, পাঞ্জাবে জ্বলন্ত শিখারূপিণী জ্বালামুখী রূপে, মথুরায় সুরেশ্বরী রূপে, ব্রজে কাত্যায়নী রূপে, দ্বারাকায় মহামায়ারূপে, সিংহলে দেবমোহিনী রূপে এবং উৎকলে বিরজা রূপে ধাতু ও পাষাণময়ী মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া স্বল্প বুদ্ধি মায়ামোহ বিজড়িত জনগণের উদ্ধারের জন্য এবং ভক্তি মুক্তি প্রদানের নিমিত্ত বিরাজ করিতেছেন। উক্ত জনগণ ভক্তি পূর্ব্বক এই মূর্ত্তি দর্শন, পূজা ও আরাধনা করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে অনন্ত বিশ্বরূপিণী জগৎ প্রসবিনী জগন্মাতাকে সর্ব্বত্র দিব্যনেত্রে দর্শন করিতে পারেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে শক্তি বা প্রকৃতি দেবী গুণবতী বা গুণময়ী। নিম্নোক্ত গুণত্রয়ে নিয়ত তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন।

"সত্বং রজস্তমস্ত্রীণি বিজ্ঞেয়াঃ প্রকৃতেগুর্ণাঃ" ॥

ইতি ভাব প্রকাশঃ।

সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ জগতের সমস্ত বস্তুতে উক্ত তিন প্রকার গুণ উপলব্ধি করিতে পারেন।

মনে করুন একটী বীজ মৃত্তিকায় রোপিত হইল; সেই বীজটী প্রকৃতির রজগুণ বা ক্রিয়াশক্তির দ্বারা অঙ্কুরিত হইল, তাঁহার সত্বগুণের দ্বারা বর্দ্ধিত ও রক্ষিত হইয়া কালে তাহা একটী সুবৃহৎ তরুতে পরিণত হইল এবং তাঁহার তমোগুণের দ্বারা কালে আবার তাহার ধ্বংস হইল। এইরূপ যাবতীয় বস্তুতে প্রকৃতির

ত্রিগুণময়ী ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

আমরা এক্ষণে সেই জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননীকে ভক্তি সহকারে প্রণতি পূর্ব্বক এই প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার চরণসরোজে চিত্ত স্থির রাখিয়া এই সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করতঃ পুনরায় সেই মোক্ষপ্রদ পাদপদ্মে স্থান প্রাপ্ত হই।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।



বরাহ মন্দির ও তদবতার বর্ণনা।

বৈতরণী নদীর তীরে আর একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। উহা হিরণ্যাক্ষারী ভগবানের তৃতীয় অবতার বরাহ দেবের মন্দির। পাঠক প্রশ্ন করিতে পারেন, যে এস্থলে বরাহ অবতার কিরূপে আসিলেন? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে ব্রহ্মা এই স্থানে যে দশাশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞ হইতে বরাহ ও বিরজা সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। সেই হেতু এই স্থানকে বরাহ ক্ষেত্রও বলা হয়। এই মন্দিরের আয়তন ও উচ্চতা অধিক না হইলেও ইহার গঠন প্রণালি প্রায় উৎকলের অন্যান্য মন্দিরের সদৃশ।

পূর্ব্বোক্ত যমদ্বারস্থ সুতপ্ত বৈতরণী পার হইবার মানসে যাত্রীগণ এই মন্দিরের চত্বরে বসিয়া গোদান করিয়া থাকে। এস্থানে বিদেশস্থ যাত্রিগণের পক্ষে প্রকৃত গোদান অসম্ভব। সুতরাং গাভীর মুল্য স্বরূপ ব্রাহ্মণকে কিছু দিলেই কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। সেই মন্দিরপ্রাঙ্গণে কয়েকটী গাভী বর্ত্তমান থাকে। ব্রতাদি সম্বন্ধে

অনেক স্থলে অপ্রাপ্য বিষয়ের মূল্য ধরিয়া দিয়া যেরূপ কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে এস্থলে বৈতরণীপার ব্যাপারেও সমস্ত মূল্য ধরিয়া কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। কোন কোন যাত্রী গৃহ হইতে বস্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া গিয়া থাকেন। পূর্ব্বাপেক্ষা অধুনা কিছু সস্তায় কার্য্য সমাধা হইতেছে। এই মন্দির প্রাঙ্গণে অপরাপর আরও কতকগুলি দেবদেবীর ক্ষুদ্র মন্দির এবং ধর্ম্মবট নামে একটী বৃক্ষ আছে। মন্দির পার্শ্বে বৈতরণী তটে বাঁধাঘাট বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্থানটী দেখিলে কুরুক্ষেত্রের দ্বৈপায়ন হ্রদের মধ্যস্থিত দ্বীপের কথা মনেপড়ে। ইহার সহিত তাহার অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। বর্ষাকালে বৈতরণী পূর্ণ কলেবর প্রাপ্ত হইলে এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা অতিশয় সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সন ১৩১২ সালের ২০শে আশ্বিন বৈতরণীকে আমরা অতি ক্ষীণকলেবরা দেখিলাম। বাঁধা ঘাটের নিকট কতকটা মাত্র স্থানে জল ছিল। বর্ত্তমান বরাহ দেবের মন্দির অধিক দিনের প্রস্তুত নহে। ইহা রাজা প্রতাপ রুদ্র দেব কর্ত্তৃক ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বরাহ মন্দিরের পার্শ্বস্থ বৈতরণীর অপর পারে অষ্টমাতৃকার একটী মন্দির আছে। ইহা যমপুরী বই কিছুই নহে। মন্দিরে আছেন ১ শ্মশান কালী ২ যমের স্ত্রী ৩ যমের খুড়ি ৪ যমের জেঠাই ৫ যমের মা ৬ যমের মাসী ৭ যমের পিসি ৮ যমরাজ। অষ্ট মাতৃকা মন্দিরের পশ্চাৎ দিকে লেটারাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত জগন্নাথ মন্দির বিরাজিত। বারুণী যোগে এখানে মহা সমারোহ ও যাত্রাদি হয়। তদুপলক্ষে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

যযাতি কেশরীর যজ্ঞই যজ্ঞ-বরাহ নামে অভিহিত; ঐ সময় হইতে পুনরায় বিলুপ্ত বৈদিক ক্রিয়া আরম্ভ হইল; তাহাই বেদোদ্ধার নামে অভিহিত হইয়াছে। অতএব ইহা দ্বিতীয় বরাহাবতার

আদি বরাহ সম্বন্ধে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। তথাচ সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে সংক্ষেপে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিম্নে বিবৃত হইল।

পৃথিবী জলপ্লাবিত হইবার পর কমলযোনি পুনরায় স্থষ্টি বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন।

জীব স্থষ্টি করিবার পুর্ব্বে বেদগর্ভ ব্রহ্মা প্রথমে কতকগুলি মানসিক বৃত্তি স্থষ্টি করিলেন; যথা—তমঃ অর্থাৎ স্বরূপের অপ্রকাশ, মোহ অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবুদ্ধি, মহামোহ অর্থাৎ ভোগবাসনাদি জ্ঞান; তামিশ্র অর্থাৎ ভোগবাসনা নাশে ক্রোধ; অন্ধতামিস্র অর্থাৎ ভোগেচ্ছা নাশে "সর্ব্ব হত হইল" এইরূপ জ্ঞান প্রভৃতি মায়া বিজড়িত অজ্ঞান বৃত্তি সকল স্থজন করিলেন। এই রূপ স্থজন করিয়া তিনি আনন্দ লাভ করিতে পারিলেন না। তৎপরে চতুরানন ভগবদ্ধ্যানে মনকে পবিত্র করিয়া অপরাপর স্থষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এই মুনি চতুষ্টয় স্থষ্টি করিলেন। তাঁহারা নিষ্ক্রিয়, উর্দ্ধরেতা, বাসুদেবপরায়ণ এবং মোক্ষাভিলাষী হেতু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রজা স্থষ্টি করিতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেও তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। তাহাতে পদ্মযোনি অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হইলেন। সেই ক্রোধ হইতে নীল, লোহিত ও কুমার জন্ম গ্রহণ পুর্ব্বক ব্রহ্মাদেশে স্থষ্টি করিতে লাগিলেন এবং রুদ্র নামে অভিহিত হইলেন। উক্ত রুদ্র হইতে বহু দুর্দ্ধর্ষ রুদ্র উৎপন্ন হইয়া জগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে ঈদৃশী প্রজা স্থষ্টি করিতে নিষেধ করিলেন। তদনন্তর স্থষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ট, দক্ষ ও নারদ এই দশ জন পুত্র উৎপন্ন করিলেন। কিন্তু পরে দেখিলেন যে, উক্ত মহা বীর্যশালী

ঋষিগণের দ্বারাও স্বষ্টির বিস্তার হইল না। তখন তাঁহার স্বীয় দেহ দিখণ্ডিত করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ রূপ ধারণ করিলেন। পুরুষাংশের নাম স্বয়ম্ভুব এবং রমণী অংশের নাম শতরূপা হইল। তদবধি স্ত্রী পুরুষ সংসর্গে প্রজা সৃষ্টি হইতে লাগিল। মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ দুই পুত্র এবং আকুতি, দেবহুতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যা জন্মে। রুচির সহিত আকুতির, কর্দ্দম ঋষির সহিত দেবহুতির এবং দক্ষ প্রজাপতির সহিত প্রসূতির বিবাহ হয়। উহাদেরই সন্তান সন্ততিগণের দ্বারা জগতে মনুষ্য লোক সৃষ্টি হইয়াছে। মনু হইতে উৎপন্ন হেতু মানবগণ মনুষ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মনু সস্ত্রীক জন্ম গ্রহণ করিবার পর ব্রহ্মার স্তব করিয়া কহিলেন, হে ভগবান্! আমাদিগের সৃষ্ট প্রজাগণের বাসস্থানোপযোগী স্থান প্রদান করুন। যে হেতু সর্ব্বজীবের আবাস স্থান স্বরূপা ধরিত্রী প্রলয় কালীন জলধি জলে নিমগ্না। (এই স্থানে এই সৃষ্টি যে প্রথমবার সৃষ্টি নহে তাহা ইঙ্গিত করা হইল)। ব্রহ্মা সেই বিষয় চিন্তা করিতেছেন এমৎ সময় তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত একটী বরাহাকৃতি বিনির্গত হইল। দেখিতে দেখিতে উহা আকাশস্থ ব্রহ্মা সমীপে একটী প্রকাণ্ড গজেন্দ্রাকৃতি ধারণ করিল।

তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার জানিতে পারিয়া বেদোক্ত বিধানে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপরে বরাহ রূপী বিষ্ণু উল্লম্ফন পূর্ব্বক অম্ভোনিধির গর্ব্তে প্রবেশ করত রসাতল হইতে পৃথিবীকে দন্ত দ্বারা ধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন। তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ বিহিত প্রকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তদন্তর বরাহরূপী ভগবান্ নিজ খুরাক্রান্ত জলের উপর পৃথিবীকে সংস্থাপন করিলেন। এই রূপে যজ্ঞমূর্ত্তি হরি বরাহ রূপে পৃথিবীর উদ্ধার করিয়াছিলেন।

ভগবান্ বরাহাবতারে কিরূপে আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষকেবধ করিয়া ছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

একদা পবিত্রাত্মা স্বরূপ চিন্ময় অশরীরী সনকাদি ঋষিগণ যোগমায়া বলে বৈকুণ্ঠ ধামে ভগবান্ দর্শনে গমন করিয়া, জয় বিজয় নামক দ্বারপালের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইলে ঋষিগণ তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন। এই পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বিজ্ঞ পাঠক-বর্গের অবিদিত নাই।

ঐ সময়ে মরিচী পুত্র কস্যপ সন্ধ্যাকালীন অগ্নি হোত্র কার্য্য সমাধা পূর্ব্বক ভগবদারাধনায় নিযুক্ত থাকা কালে তদীয় অন্যতমা পত্নী মদনানলতপ্তা সন্তান কামনাযুক্তা দিতি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বিজ্ঞজনাবিহিত সময়ে রতিক্রিয়ায় নিযুক্ত হইলে দিতি অন্তর্বত্নী হইলেন। পূর্ব্বোক্ত জয় বিজয় অভিশাপগ্রস্ত হইয়া দিতির গর্ভে প্রবেশ করিলেন। শত বর্ষ গর্ভধারণের পর দিতি দুইটী যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। জেষ্ঠের নাম হিরণ্যাক্ষ, কনিষ্ঠের নাম হিরণ্য কশিপু। এস্থলে হিরণ্যাক্ষের বিষয় আমাদের বক্তব্য। হিরণ্যাক্ষ অতিশয় বীর্যবান্, অকুতোভয়, গর্ব্বিত এবং ইন্দ্রাদি-দেবগণেরও উৎপীড়ক ও ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিল। ইন্দ্রাদিদেব-গণ দৈত্যপুঙ্গবের সহিত রণে পরাস্ত হইলে সে তাহার সমকক্ষ যোদ্ধা কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সমুদ্র জলে প্রবেশ পূর্ব্বক বরুণ দেবের বিভাবরী নামক পুরীতে বহু বৎসর ধরিয়া বাস করিতে লাগিল। একদা সে বরুণ দেবকে উপহাস পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলে বুদ্ধিমান বরুণ কহিলেন যে, ভগবানের অবতার বরাহ ব্যতিত তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে কেহই সক্ষম নহেন। অতএব দৈত্যরাজ, বরাহরূপী ভগবানের নিকট জ্বলন্ত প্রদীপের নিকট পতঙ্গের ন্যায়, ধাবমান হইল এবং দন্তের দ্বারা পৃথিবীকে

উত্তোলন করিয়া আনিবার কালীন ভগবান্ বরাহকে নানা কটূক্তি প্রয়োগে আস্ফালন করিতে লাগিল।

ক্রমে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। যুদ্ধ দর্শনে দেবগণ ভীত হইলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর হিরণ্যাক্ষ রণে শায়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। পুরাণকারের এই গভীর রূপক বর্ণনা এবং জটিল ব্যাপার সাধারণ ব্যক্তিগণের বুদ্ধির অগম্য। তবে এই মাত্র আভাস পাওয়া যায় যে পুরাণকার যজ্ঞরূপী বরাহ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা দ্বারা এইরূপ ধারণা করিতে পারা যায় যে সৃষ্টির প্রথমে দুর্বৃত্ত পশু-প্রকৃতি দস্যু সদৃশ অত্যাচারী ও যজ্ঞ বিঘ্নকারী অতুল বলশালী ব্যক্তিকেই দৈত্য বলা হইয়াছে। ঋষি ও সাধুদিগের সুবিস্তৃত যজ্ঞ ক্রিয়াকে ভগবানের বরাহাবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেই যজ্ঞ সম্বন্ধীয় ব্যাপার প্রথমে কোন এক মহাত্মার মস্তিষ্ক হইতে ক্ষুদ্রাকারে বহির্গত হইয়া অত্যল্প সময় মধ্যে বিস্তৃতাকারে পরিণত হইয়াছিল।

সেই রূপ এই যাজপুরে ব্রহ্মকল্প যযাতি কেশরী নামক রাজার বৈদিক যজ্ঞকুণ্ড হইতে বৈদিক ক্রিয়ারূপ বরাহ উদ্ভূত হইয়াছিল এবং রসাতলগত অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারা প্লাবিত দেশ সমুদায়কে উদ্ধার এবং বৌদ্ধধর্ম্ম রূপ দৈত্যকে নাশ করিয়াছিলেন। পুরাণে বৌদ্ধ ধর্ম্মকে অসুর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই অসুর নিপাতিত হইলে তাহার মস্তক গয়াতে নাভি যাজপুরে এবং পদদ্বয় পীঠাপুরে পতিত হয়।

আমাদের বিশ্বাস যে ভগবান্ বিষ্ণুর আকাশস্থ শিশুমারাকৃতি হইতে এই বরাহ রূপ কল্পিত হইয়াছে। শিশুমারের আকৃতি বরাহ সদৃশ এবং শিশুমারও বরাহের নামান্তর।

শিশুমারের বিষয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কালিকা পুরাণে বরাহ বিবরণ সম্পূর্ণ পৃথক রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

নেপালের অন্তর্গত বরাহছত্র নামক তীর্থে বরাহ দেবের একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

উৎকলের কোন স্থানে চক্রাঙ্গবাহনের মন্দির নাই। আজ-মিরের অন্তর্গত পুষ্কর তীর্থে কমলযোনির এক মন্দির ও তন্মধ্যে ব্রহ্মার প্রতিমূর্ত্তি আছে। আর মাদ্রাস প্রদেশের ২।১টী স্থানে পদ্ম যোনির মন্দির আছে। এতদ্ভিন্ন ভারতের অন্যত্র ব্রহ্মার মন্দির বা বিগ্রহ দৃষ্টিগোচর হয় না। বঙ্গদেশে বারারি পূজা উপলক্ষে চতুরাননের মূর্ত্তি পূজিত হইতে দেখা যায়। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন আদি ও প্রধান দেবতা। অতএব ব্রহ্মার সম্প্রদায় নাই, ব্রহ্মার মন্দির নাই কেন? ইহা সহসা মনোমধ্যে প্রশ্ন হইতে পারে। ইহার উত্তরের ভার বিজ্ঞ পাঠকের উপর ন্যস্ত হইল।

অতীত কালের ন্যায় এই নগর এক্ষণে সমৃদ্ধিশালী নহে। ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক অট্টালিকা হর্ম্মাদি কিছুই নাই। যযাতি কর্ত্তৃক অযোধ্যা হইতে যে দশ সহস্র ব্রাহ্মণ আনিত হইয়াছিল, তাহাদেরই বংশাবলী এক্ষণে উড়িষ্যার নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়াছে। পাণ্ডাগণের অবস্থা এক্ষণে অতি হীন হইয়াছে। এখানে সংস্কৃত বিদ্যার কতকটা চর্চ্চা আছে। উত্তম খাদ্য দ্রব্য ও সুন্দর বাসাবাটী এখানে মিলে না।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহাবিনায়ক ক্ষেত্র।

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মহাবিনায়ক পর্ব্বতস্থ গণেশ মন্দির।

মহানদীর উত্তরে এবং ব্রাহ্মণীর দক্ষিণে দর্পণ গড় নামক একটী দূর্গ আছে; উহা হইতে দুই মাইল দূরে একটী পর্ব্বত মহাবিনায়ক পর্ব্বত নামে খ্যাত। উহার অপর নাম বারুণীবান্তা পর্ব্বত। এই জঙ্গলময় স্থানে অনেক শবর ও অন্যান্য নীচ জাতির বাসস্থান, ইহা দর্পণ রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া ইহা দর্পণ বা দর্পণী নামে অভিহিত হয়। ধানমণ্ডল ষ্টেষণে নামিয়া যাইতে হয়। ষ্টেষণ হইতে অন্যূন চারিমাইল দূর। পর্ব্বতটী অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহার বায়ুকোনে পর্ব্বতের অর্দ্ধোচ্চস্থানে শ্রীগণেশ দেবের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটী গঙ্গাবংশীয় স্বনামখ্যাত নৃপশ্রেষ্ঠ অনঙ্গভীম দেবের রাজত্ব সময়ে তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা সাতশত বৎসরের পুরাতন মন্দির। উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দির সদৃশ এই মন্দিরে ও প্রাচীরে ভাস্কর কার্য্য উৎকীর্ণ আছে। পর্ব্বতের নিম্নে একটী সরোবর আছে। ইহা অল্প দিনের খনিত। অনিত্য-সংসারে ধ্বংসশীল কালের হস্তে

কেহই নিস্তার পান নাই। যাহার যেরূপ গুণ বা স্বধর্ম্ম সে তাহা কখনও পরিত্যাগ করিতে পারে না। ইহা স্বভাবের চিরাভ্যস্ত নিয়ম। কেহ এই নিয়ম অতিক্রম করিতে সক্ষম নহেন। তাই কাল সহকারে গণপতি মন্দিরের ছাদ সমুদ্র-বসনার আকর্ষণ সহ্য করিতে সমর্থ না হইয়া পরাভূত হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিল। কেবল মাত্র মূল মন্দিরের ছাদটী দর্পণাধিপ রাজা বৈদ্যনাথ কর্ত্তৃক পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। এরূপ প্রাচীন কীর্ত্তি সকল সংরক্ষণে যে ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ যত্নবান তাঁহারা সাধারণের নিকট ধন্যবাদার্হ ও প্রশংসার পাত্র। ভারতের নানা স্থানে কত শত প্রাচীন কীর্ত্তি যে অযত্নে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। এমন কি এই উড়িষ্যার কেশরী ও গঙ্গা বংশীয় রাজাগণের কত শত কীর্ত্তিস্তম্ভ অযত্নে ও অনাদরে নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহা দর্শন করিলে প্রাণে সাতিশয় কষ্ট হয়।

এই হেরম্ব-মন্দিরে যাইতে হইলে উক্ত বারণি-রাস্তার দ্বাবিংশতি ধাপবিশিষ্ট সোপান অতিক্রম করিতে হয়। যে স্থানে মন্দির আছে তাহা সমতল ভূমি হইতে ১০।১১ হস্ত উচ্চ হইবে। মন্দিরের দক্ষিণ দিক্‌বর্ত্তী ষষ্টি হস্ত দূরস্থিত ও বিংশ হস্ত উচ্চস্থ একটী ঝরণা হইতে জল আসিয়া প্রাঙ্গণস্থিত কুণ্ডে পতিত হইতেছে। উক্ত কুণ্ডস্থ সলিলে গণেশদেবের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভুবনেশ্বরে যেরূপ কেদার কুণ্ডের অতিরিক্ত বারি উচ্ছ্বসিত হইয়া ক্ষুদ্র সরিদাকারে ময়দানাভিমুখে প্রধাবিত হয়, এখানে সেইরূপ উক্ত প্রাঙ্গণস্থ কুণ্ডের অতিরিক্ত জল মন্দিরের উত্তরদিক্‌বর্ত্তী তপকুণ্ড ও তলকুণ্ড নামক দীর্ঘিকা দ্বয়ে পতিত হয়। এস্থলে জগন্নাথ-দেবেরও একটী মন্দির আছে। ইহা অত্রস্থ বৈষ্ণব মহন্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

মূল মন্দিরে একখানা বর্ত্তুলাকার প্রস্তরে গজবক্ত্র, শিব, দুর্গা সূর্য্য এবং বিষ্ণুর মূর্ত্তি সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে পঞ্চ ধর্ম্মের পঞ্চোপাসনা একত্রীভূত করা হইয়াছে। উক্ত প্রস্তর খণ্ডের মধ্যস্থলে গজাননের অবস্থান দ্বারা তাঁহার মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য ঘোষণা করা হইয়াছে এবং তাঁহার নামানুসারে ইহা বিনায়কক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়াছে।

যদিও হিন্দুর এই গাণপত্য সম্প্রদায় বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের মত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই, যদিও পুরী ও ভুবনেশ্বরের মত এখানে যাত্রীর সমাগম হয় না; তথাচ অত্রত্য জনগণের এই দেবতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে। অন্যান্য বারাপেক্ষা সোমবারে স্থানীয় বহুলোক দেব দর্শনে সমাগত হয়। সুতরাং সোমবার এই দেবের পক্ষে একটী বিশেষ পবিত্র বার বলিয়া বিদিত। বৃষ, ধনু ও মকর সংক্রান্তিতে এবং শিবচতুর্দ্দশীতে উৎসব হয় এবং তদুপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হয়। এই দেবের অভিষেক দর্শন ও স্তোত্র পাঠ শ্রবণ যোগ্য; সুস্বরে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে স্তোত্র পাঠ দ্বারা শ্রোতার প্রাণাকৃষ্ট এবং মনে ভক্তির উদয় হয়। শৈবগণের যেরূপ শিবচতুর্দ্দশী গাণপত্যদিগের সেইরূপ গণেশ চতুর্থী। ইহা ভাদ্র মাসে কৃষ্ণচতুর্থীতে সম্পন্ন হয়।

এতস্যাং চতুর্থ্যাং সম্পন্নং গণাধ্যক্ষস্য পার্থিব।
যতস্ততোঽয়ং মহতী তিথিনাং পরমা তিথিঃ॥
এতস্যাং যস্তিলান্ ভক্ত্যা ভুক্ত্বা গণপতিং নৃপ।
আরাধয়তি তস্যাশু তুষ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

ইতি বরাহ পুরাণে।

সাধারণত খেচরান্নে ও মিষ্টান্নে দেবের ভোগ হইয়া থাকে। দেবতার বার্ষিক সম্পত্তির আয় ৬০০ শত টাকা। অন্য আয়ের নির্দ্ধারিত কিছু নাই। সাধু সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে প্রসাদ বিতরিত হয়। খণ্ড-গিরিতে, উদয়-গিরিতে এবং সীমাচলোপরি আরোহণে স্বভাবের সৌন্দর্য্যে যেরূপ মন আকৃষ্ট হয় এখানেও সেইরূপ।

উৎকলের অন্যান্য পূর্ব্বোক্ত তীর্থ স্থানেও হেরম্বের আবির্ভাব আছে। কোথায় বক্রতুণ্ড নামে অভিহিত, কোথায় ঢুণ্ডিরাজ নামে এবং কোথায় গণেশ নামে বিদিত হইয়া থাকেন। তত্রস্থ পাণ্ডাগণ যাত্রিদিগকে অগ্রে গণেশের বন্দোনা করাইয়া থাকেন। এরূপ সত্বেও গণপতির স্বতন্ত্রতা এবং স্বাধিনতা পরিলক্ষিত হয় না। গাণপত্য সম্প্রদায় এক্ষণে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহা অন্যান্য সম্প্রদায় সহ মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। তবে দর্পণবাসীগণ অত্রস্থ বিনায়ককে জাগ্রত দেবতা বলিয়া স্বীকার ও মান্য করেন। উৎকট পীড়া হইলে উক্ত দেবের নিকট ব্রত গ্রহণ এবং দেবতা স্থানে "হত্যে" দিয়া থাকেন।

বোম্বাই প্রদেশের পুণা নগরে কয়েকটী গণেশের মন্দির আছে; তন্মধ্যে একটী বৃহদাকারের। বিবাহের পূর্ব্বে বর বা কন্যা লইয়া সমারোহে গণেশের নিকট অনুমতি লইতে যাইবার প্রথা তথায় আছে। তথায় কতকগুলি লোক একমাত্র গণেশের উপাসক। গাণপত্য সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক; গণেশের নামে কোন মুদ্রিত পুরাণ অস্মদ্দেশে দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে বোম্বাই প্রদেশে একখানা গণেশ পুরাণ মুদ্রিত হইয়াছে। শিব, গরুড়, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও বরাহাদি পুরাণেই গণেশের বিশিষ্টরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গণপতিকে হিন্দুগণ যাত্রাকালে স্মরণ ও প্রণাম পূর্ব্বক সিদ্ধি কামনা করিয়া থাকেন। ব্যবসাদারগণ বিপণ্যাদিতে গণদেবের

ক্ষুদ্র মৃন্ময় মূর্ত্তি অথবা গণদেবের আলেখ্য সযত্নে রক্ষা করেন। গণেশকে সিদ্ধি দাতা বলিয়া সম্বোধন করা হয়। ইহা কি সাংসারিক লোকের বৈষয়িক কার্য্য সিদ্ধি, না যোগীগণের অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি? কিম্বদন্তি আছে যে অসীম ধীশক্তি সম্পন্ন ব্রহ্ম সদৃশ বেদব্যাসের সাগরোপম শাস্ত্র গ্রন্থ লিখিবার জন্য গণেশ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই গণেশ কি এই গণেশ? না উক্ত নামধেয় অন্য কোন ব্যক্তি? যাহা হউক বীণাপানির বাক্‌শক্তি সদৃশ গণেশের লেখনী সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গণেশোৎপত্তি কথন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপধারী শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বত-নন্দিনী হরগেহিনীকে কহিতেছেন। তুমি স্বয়ং বিষ্ণুমায়া; তোমা ভিন্ন জগতে বিষ্ণু-ভক্তি প্রচার হইবে না! সতি সনাতনি! তোমার তপস্যা, তোমার পূজা সকলই লোকহিতের জন্য। তোমার যাগ যজ্ঞ দানাদি ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কল্পে কল্পে তোমার পুত্র গণেশ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এই কথা বলিয়া বিপ্ররূপধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইলেন। তৎপরে শিশুরূপ ধারণ করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরস্থ পার্ব্বতী শয্যায় গমন পূর্ব্বক শিববীর্য্যে মিশ্রিত হইলেন। তদনন্তর কোটি চন্দ্রপ্রভাবিশিষ্ট, সুন্দর চম্পক পুষ্পবর্ণাভাযুক্ত, কন্দর্প বিমোহনকারী, অতীব সুন্দর, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শিশু আবির্ভূত হইয়া গৃহ আলোকিত করিল। সেই শিশু যখন হস্ত পদ বিস্তার করিয়া শয্যোপরি শায়িত ছিলেন তৎকালে

পার্ব্বতীর কৌতুক হেতু কোপাবিষ্ট শনি অপাঙ্গ দৃষ্টিতে শিশুকে দর্শন করিলে তাহার মস্তকোচ্ছেদন হইল। তদ্দর্শনে দেবতাগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবগণকে তদ্রূপ মূর্চ্ছিত দেখিয়া স্বয়ং হরি গরুড়ারোহণে উত্তর দেশস্থিত পুষ্পভদ্রানদীতীরে গমন করিলেন। তথায় কানন মধ্যে হস্তিনী সহ নিদ্রিত এক গজরাজকে দর্শন করিয়া সুদর্শন চক্রের দ্বারা হর্ষ সহকারে তাহার মস্তক কর্ত্তন পূর্ব্বক রুধিরাক্ত মস্তক সহ পার্ব্বতী সন্নিধানে আগমন করিলেন। তদন্তর বালককে ক্রোড়ে বসাইয়া সেই গজবক্ত্র বালক স্কন্ধে যোজনা করিয়া "হুতকার" উচ্চারণ পূর্ব্বক জীবন দান করিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে গণেশোৎপত্তি সম্বন্ধে উক্ত রূপ আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু বরাহ পুরাণে অন্যরূপ দৃষ্ট হয়।

গণেশের ধ্যান।

"খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্।
প্রস্যন্দন মদগন্ধলুব্ধ মধুপব্যালোল গণ্ডস্থলম্॥
দন্তাঘাত বিদারিতারি রুধিরৈঃ সিন্দূর শোভাকরম্।
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥"

বিনায়কাষ্টক-স্তোত্রম্।

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

গণেশমেকদন্তঞ্চ হেরম্বং বিঘ্ননায়কম্।
লম্বোদরং সূর্পকর্ণং গজবক্ত্রং গুহাগ্রজম্॥
নামাষ্টকার্থং পুত্রস্য শৃণু মত্তো হরপ্রিয়ে।
স্তোত্রাণাং সারভূতঞ্চ সর্ববিঘ্নহরং পরম্॥

জ্ঞানার্থ বাচকো গশ্চ ণশ্চ নির্ব্বাণ বাচকঃ।
তয়োরীশং পরং ব্রহ্ম গণেশং প্রণমাম্যহম্॥
এক শব্দঃ প্রধানার্থো দন্তশ্চ বলবাচকঃ।
বলং প্রধানং সর্ব্বাস্মাদেকদন্তং নমাম্যহম্॥
দীনার্থ বাচকো হেশ্চ রম্ব পালন বাচকঃ।
পরিপালনং তং দীনানাং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥
বিপত্তি বাচকো বিঘ্নো নায়কঃ খণ্ডনার্থকঃ।
বিপৎ খণ্ডনকারন্তং নমামি বিঘ্ননায়কম্॥
বিষ্ণুদত্তৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্যস্য লম্বোদরং পুরা।
পিত্রাদত্তৈশ্চ বিবিধৈর্বন্দে লম্বোদরঞ্চ তম্॥
সূর্পাকারৌ চ তৎকর্ণৌ বিঘ্নবারণ কারণৌ।
সম্পদাস্ফালরূপৌ চ সূর্পকর্ণং নমাম্যহম্॥
বিষ্ণু প্রসাদ পুষ্পঞ্চ যম্মূর্দ্ধ্নি মুনিদত্তকম্।
তদগজেন্দ্র বক্ত্রযুক্তং গজবক্ত্রং নমাম্যহম্॥
গুহস্যাগ্রে চ জাতোহয়মাবির্ভূতো হরগৃহে।
বন্দে গুহাগ্রজং দেবং সর্ব্বদেবাগ্রপূজিতম্॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গণপতি খণ্ডে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পঞ্চধর্ম্মোৎপত্তির কারণ।

পূর্ব্বোক্ত গণদেবের জন্মবৃত্তান্ত ও আখ্যায়িকা হইতে অনুমিত হয় যে প্রাচীন হিন্দুগণের মধ্যে পৃথক ২ পঞ্চদেবতার উপাসনা

প্রচলিত করিবার মানসে বিনায়ক সৃষ্টি হইল। ইতি পূর্ব্বে চারিটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় ছিল; গণদেবকে লইয়া পাঁচটী হইল। হিন্দুগণ সর্ব্ব দৈব কার্য্যে পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া থাকেন। আর্য্য ঋষিগণ এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ পঞ্চতত্ত্বের বিষয় বিশেষরূপ অবগত ছিলেন। বৈদিক কালে হিন্দুগণ পঞ্চতত্ত্বের উপাসনা করিতেন; কাল সহকারে তাহা বর্ত্তমানাকারে পরিণত হইয়াছে। হিন্দুদিগের মধ্যে পঞ্চধর্ম্ম সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে। এই পঞ্চ ধর্ম্ম সম্প্রদায় হইবার কি কোন মূলীভূত কারণ নাই? কেন পাঁচটী হইল? চারিটী বা ছয়টী বা সাতটী কেন হইল না? এ সম্বন্ধে কেহ কোন দিন কিছু কি ভাবিয়াছেন? ঈশ্বরকল্প আর্য্য ঋষিগণ গভীর গবেষণা দ্বারা যে পঞ্চধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাহার উদেশ্য কয়জন উপলব্ধি করিয়াছেন? সাধু মাহাত্মা, জ্ঞানী এবং সংজতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণই ইহা দিব্যচক্ষে অবলোকন করিয়া থাকেন। আমাদের মত সংসার-কীটের ঐ সকল বিষয়ের চিন্তা কদাচিৎ মনোমধ্যে উদয় হয়। তথাচ আমাদের সাম্যন্য বুদ্ধিতে আমরা যেরূপ ধারনা করিয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

আমরা স্থিরচিত্তে এই পরিদৃশ্যমান জগতের বিষয় চিন্তা করিয়া অথবা দেবকল্প মহর্ষিগণের শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া জানিতে পারি যে জীবাদি সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের ইচ্ছায় পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইল। যথা—

তমপ্রধান প্রকৃতেস্তস্তোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া।
বিয়ৎ পবনতেজোম্বু ভুবোভূতানি জজ্ঞিরে॥

১ম পঃ পঞ্চদশী।

প্রকৃতির তম প্রধান অংশ হইতে ঈশ্বরাজ্ঞানুসারে প্রাজ্ঞগণের ভোগের নিমিত্ত আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী এই পঞ্চতত্ত্বের উৎপত্তি হইল। এই পঞ্চতত্ত্বই সৃষ্টির মূলীভূত উপাদান। উক্ত পঞ্চতত্ত্বের একেবারে বিকাশ হয় নাই। নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে হইয়াছিল।

আকাশাদ্বায়ুরাকাশপবনাদগ্নিঃ সম্ভবঃ।
খবাতাগ্নে জলং ব্যোম বাতাগ্নি বারিতো মহী॥

শিবসংহিতা।

আকাশ হইতে বায়ু; আকাশ এবং বায়ু হইতে তেজ বা অগ্নি; আকাশ, বায়ু এবং অগ্নি হইতে জল এবং ব্যোম, বায়ু, তেজ ও জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইল।

এই পৃথিবী পঞ্চগুণবিশিষ্টা পঞ্চম তত্ত্ব; এই পৃথিবী হইতে পাঞ্চভৌতিক দেহবিশিষ্ট জীবাদি সৃষ্টপদার্থ সকল উৎপন্ন হইতেছে।

পঞ্চগুণবিশিষ্টা ধরণীর সেই পঞ্চগুণ,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দ। পৃথিবীর প্রধান গুণ গন্ধ। এই হেতু পৃথিবীর একটী নাম হইয়াছে গন্ধবতী।

খং শব্দলক্ষণো বায়ুশ্চঞ্চলঃ স্পর্শ লক্ষণঃ।
স্যাদ্রূপ লক্ষণস্তেজঃ সলিলং রসলক্ষণম্॥
গন্ধলাক্ষণিকা পৃথ্বী নান্যথা ভবতি ধ্রুবম্॥
স্যাদেক গুণমাকাশং দ্বিগুণো বায়ুরুচ্যতে।
তথৈবত্রিগুণং তেজো ভবন্ত্যাপচতুর্গুণাঃ॥
শব্দস্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসোগন্ধস্তথৈব চ।
এতৎ পঞ্চগুণা পৃথ্বী কল্পকৈঃ কল্প্যতেঽধুনা॥

শিবসংহিতা।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ গুণের বৃদ্ধি হইয়া সর্ব্বশেষে পঞ্চগুণযুক্তা এই পঞ্চমভূতের অর্থাৎ বসুন্ধরার উৎপত্তি হইয়াছে। সাগরমেখলার সৃষ্টির পর ক্রমান্বয়ে লতা, গুল্ম তরু, জলজন্তু, সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ, পশু পক্ষী প্রভৃতি অসংখ্য প্রকারের জীব জন্তু এবং সর্ব্বশেষে প্রাণীশ্রেষ্ঠ মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে। সেই হেতু চতুরশিতি সহস্র যোনি ভ্রমণ করত জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পন্ন দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া তাহার সফলতা সাধন করিতে না পারিলে পুনরায় নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে। সেই জন্যই যোগোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে,—

প্রাপ্তোঽথ মানুষং লোকং কর্ম্মভূমিষু দুর্ল্লভম্।
স্বর্গসোপানমেকন্তু বেদশাস্ত্রৈরধিষ্ঠিতম্॥

ঐ সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এস্থলে আমাদের আলোচ্য নহে। তবে ভগবানের সৃষ্টির উৎকৃষ্ট জীব মনুষ্য। সেই মনুষ্যগণের জন্যই পঞ্চধর্ম্মের সৃষ্টি আর্য্য ঋষিগণ করিয়া গিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে আমরা দুই চারি কথা মাত্র বলিব।

সর্ব্বশক্তিমান লীলাময় ভগবান্ লীলা করিবার অভিলাষ হইলে প্রথমে পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চগুণবিশিষ্ট পঞ্চ তত্ত্বের সৃজন করিলেন। তৎপরে সূক্ষ্মভূত সকলের পঞ্চীকরণ দ্বারা স্থূলভূত সকল উৎপন্ন করিলেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে পাঁচের পঞ্চীকরণে পঞ্চবিংশতি স্থূল ভূতের উৎপত্তি হইল। ঐ প্রকারে ভূতগণের বৃদ্ধি হইয়া এক্ষণে অসংখ্য ভূত সকলের সৃষ্টি হইয়াছে।

তাহার পর অন্য দিকে দেখুন, পঞ্চভূত হইতে পাঞ্চভৌতিক মানব দেহ সৃষ্টি হইল। কেবল মানব সম্বন্ধেই এস্থলে আলোচনা হইবে। সেই মানবদেহের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় আছে।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা—বাক্, পানি পাদ, পায়ু ও উপস্থ।

আবার স্বয়ং ভগবান্ পরমাত্মা বা আত্মারাম রূপে পঞ্চকোষের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া এই মানবদেহের অতি অন্তরতম প্রদেশে বিরাজ করিতেছেন।

সেই পঞ্চকোষ কি তাহা নিম্নে কথিত হইতেছে। যথা—

অন্নং প্রাণো মনোবুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে।
কোষাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ॥

তত্ত্ববিবেক পঞ্চদশী।

১। অন্নময়কোষ। ২। প্রাণময়কোষ। ৩। মনোময় কোষ। ৪। বিজ্ঞানময় কোষ এবং ৫। আনন্দময় কোষ। ঐ পাঁচটীকে আত্মার কোষ বা আবরণ বলিয়া কথিত হয়। কোষকার কীট অর্থাৎ গুটিপোকা যেরূপ কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে আবদ্ধ হেতু অতিশয় কষ্ট অনুভব করে; সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চকোষের দ্বারা আবৃত হইয়া স্বরূপের বিস্মৃতি প্রযুক্ত আত্মা সংসারগতি প্রাপ্ত হয়েন।

১। অন্নময়কোষ।—যথা অন্নবিকারত্বাৎ স্থূল শরীরং অন্নময়কোষঃ। "অন্নময়কোষ স্থূলশরীরং"—স্থূলশরীরকেই অন্নময় কোষ বলে।

কথং? কি নিমিত্ত শরীরকে অন্নময় কোষ বলে? তদুত্তরে বলিতেছেন,

মাতৃ পিতৃভ্যামন্নে ভুক্তে সতি শুক্রশোণিতাকারেণ পরিণতং তয়োঃ সংযোগাদেব দেহাকারেন পরিণতেন কোষবদাচ্ছাকত্বাৎ কোষ ইত্যুচ্চতে ইতি বুৎপত্ত্যাহান্নবিকারত্বে সতি আত্মান মাচ্ছাদয়তি॥

২। প্রাণময়কোষ যথা—"পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সহিত প্রাণপঞ্চকং প্রাণময় কোষঃ।" পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়যুক্ত পঞ্চপ্রাণকে প্রাণময়কোষ বলে।

৩। মনোময়কোষ। যথা—"পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সহিত মনঃ মনোময়কোষঃ।" পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সহিত মনোবৃত্তিকে মনোময় কোষ বলে।

৪। বিজ্ঞানময় কোষ যথা—"পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সহিত বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোষঃ"। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সহিত মিলিত বুদ্ধি বৃত্তিই বিজ্ঞানময়কোষ নামে অভিহিত হয়।

৫। আনন্দময়কোষ যথা—"অহঙ্কারাত্মকো বিদ্যাত্মকো বা আনন্দময় কোষঃ"

অপিচ "প্রিয় মোদ প্রমোদ বৃত্তি মদজ্ঞানপ্রধানমন্তকরণমানন্দ ময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে।"

অহঙ্কার বা অবিদ্যাযুক্ত অন্তঃকরণের বৃত্তিকে অর্থাৎ প্রীতি, আনন্দ এবং প্রমোদ স্বরূপ বৃত্তিযুক্ত অজ্ঞান প্রধান অন্তকরণই আনন্দময় কোষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বৈদান্তিকেরা বলেন "উক্ত পঞ্চকোষ বা আবরণে আবদ্ধ হইয়া আত্মা সংসারে আগমন পূর্ব্বক বদ্ধজীব হইয়া অবস্থিতি করেন।"

এই পঞ্চ আবরণ কাটিয়া বাহির হইতে পারিলেই আত্মা মুক্ত হইলেন। সেই জন্যই কি পঞ্চদেবতা সাধনা? সেই জন্যই কি তান্ত্রিক দিগের পঞ্চমকার সাধনার অবতারণা?

আমাদের বিবেচনায় ঐ পঞ্চভূতের ব্যাপার স্মরণ রাখিবার জন্য, সর্ব্বদা মনে জাগরুক থাকিবার জন্য দেবারাধনার নিমিত্ত বিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ পঞ্চগুঁড়, পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চসুগন্ধক এবং পঞ্চমুদ্রা প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চ বিষয়ের সমাবেশ পূর্ব্বক পূজার বিধি করিয়া দিয়াছেন।

তজ্জন্যই যোগীগণ পঞ্চতপা দ্বারা সাধনা করিয়া থাকেন। তন্নিমিত্তই সাধকগণ পঞ্চবটীতে অবস্থান পূর্ব্বক ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া সমাধি সাধনা করেন। সেই কারণেই যোগসাধন কার্য্যের হেতু পঞ্চ মকারের প্রশংসা রুদ্রযামলে উক্ত হইয়াছে।

পঞ্চ মহাপাতক নাশের নিমিত্তই পঞ্চলাঙ্গলক ব্রতের সৃষ্টি হইয়াছে। পঞ্চাননের পঞ্চবক্ত্র, পঞ্চমূর্ত্তিও সেই মূল পঞ্চ পদার্থ ব্যঞ্জক। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পঞ্চভাবের অবতারণাও সেই নিমিত্ত। আর্য্য ঋষিগণ সূক্ষ্মদর্শী ও তত্বজ্ঞ ছিলেন। সেই হেতু তাঁহারা তাঁহাদের প্রণীত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পাঞ্চভৌতিক দেহের উপযোগী ঔষধ ব্যবস্থার জন্য পঞ্চ দ্রব্যের সমাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যথা—পঞ্চকষায়, পঞ্চতিক্ত, পঞ্চলবণ, পঞ্চমূল, পঞ্চকোল ইত্যাদি। সেই রূপ জ্যোতিষ শাস্ত্রে পঞ্চপক্ষী, ও পঞ্চস্বরোদয় গণনা এবং সামুদ্রিক শাস্ত্রে প্রশস্ত পঞ্চ অঙ্গের বিষয় উক্ত আছে। উক্ত পঞ্চ মহাভূতের স্মরণ হেতু গৃহস্থের জন্য নিত্য কর্ত্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা হইয়াছে। যথা—

পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্য্যা তর্পণং বলিঃ।
এতৈঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞাদি নামকৈঃ॥ ইত্যমরঃ।

আর এক কথা—মহর্ষি বেদব্যাস "পঞ্চপাণ্ডব" কেন সৃজন করিলেন? ইহা চিন্তা করিবার বিষয়। ইহার ভার পাঠকের উপর ন্যস্ত হইল। কোন কোন পাঠক হয়তো মনে করিতে পারেন যে, এই সকল পঞ্চ পঞ্চ বিষয়ের সমাহার মনুষ্য কর্ত্তৃক সৃজিত বা রচিত হইয়াছে; ইহাতে ভগবানের কোনরূপ ইচ্ছা না থাকিতে পারে। সেই হেতু পুনরায় আমরা বলিতেছি যে তাঁহার সৃষ্টি বিষয়ে উক্ত পঞ্চ বিষয়ের সমাহার আছে কি না তাহা এক মানব দেহ হইতে আমরা সপ্রমাণ করিব। ঈশ্বরের অদ্ভুত রচনা কৌশল দেখাইব।

এই "মানব দেহ" যে পঞ্চভূতের সমষ্টিতে সংগঠিত তাহার বোধ হয় আর প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। কারণ ইহা মনিষিগণ কর্ত্তৃক প্রমাণীকৃত হইয়া স্বতঃসিদ্ধ (Self-evident truth.) স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে।

১। মানব শরীরের মধ্যে পাঁচখানী প্রধান যন্ত্র আছে, যাহার চলাচলে জীবনী শক্তি মানবদেহে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

(১) হৃদয় বা হৃৎপিণ্ড (Heart.), (২) ফুসফুস (Lungs.), (৩) যকৃৎ (Liver.), (৪) প্লীহা (Spleen.), এবং (৫) মূত্রাশয় (Kidney.)

২। (১) অস্থি (২) মাংস (৩) নাড়ী (৪) ত্বক এবং (৫) নখ পঞ্চগুণান্বিতা পৃথিবীর দ্বারা সমুৎপন্ন হইতেছে।

৩। (১) মল (২) মূত্র (৩) শুক্র (৪) শ্লেষ্মা এবং (৫) শোণিত অপ হইতে উৎপন্ন হইতেছে।

৪। (১) হাস (২) নিদ্রা (৩) ক্ষুধা (৪) ভ্রান্তি এবং (৫) আলস্য তেজ হইতে উৎপন্ন।

৫। (১) ধারণ (২) চালন (৩) ক্ষেপন (8) সঙ্কোচন এবং (৫) প্রসরণ বায়ু হইতে উৎপন্ন।

৬। (১) কাম (২) ক্রোধ (৩) লোভ (8) মদ এবং (৫) মোহ আকাশ হইতে উৎপন্ন।

আরও দেখুন—(১) বামহস্ত (২) দক্ষিণহস্ত (৩) বামপদ (৪) দক্ষিণপদ এবং (৫) কটিদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দেহ।

আবার দেখুন—যেমন পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় তেমনি দক্ষিণহস্তের পঞ্চাঙ্গুলি। যেমন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সেই রূপ বামহস্তের পঞ্চাঙ্গুলি। এবং যেমন পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চকোষ সেই রূপ দুই পদের পঞ্চ পঞ্চ অঙ্গুলি।

এ সকল বিষয় তো নয়ন সমক্ষে প্রতিনিয়ত সকলেই দর্শন করিতেছেন। কই কেহ কি ইহার বিবর একদিনও ভাবিয়াছেন? পাঁচটী করিয়া বিভাগ হইবার কারণ কি? কেনই বা ন্যূনাতিরেক হয় না? আরও একটী বিষয়ের আমরা উল্লেখ করিব। তাহা দর্শনেন্দ্রিয়ের এবং রসনেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত পদার্থ হইলেও এবং তদ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহের পুষ্টিসাধন হইলেও সকলে সে বিষয়টী অবগত নহেন। গর্ভবাস যন্ত্রণা হইতে নিস্কৃতি লাভ করতঃ বালক ভূমিষ্ঠ হইল, আর মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া পূর্ব্ব চিন্তিত সমস্ত বিষয় ভুলিয়া গেল। তখনই জঠরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া বালক রোদন করিল। অমনি মাতৃস্তন তাহার মুখে প্রদত্ত হইলে সেই বালক আগ্রহ সহকারে তাহা পান করিতে লাগিল। আর অমনি পঞ্চধারায় প্রবাহিত পয় বালকের উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। মাতৃস্তনের পঞ্চ ছিদ্র হইল কেন তাহা কয়জন চিন্তা করিয়াছেন? ইহা কি প্রপঞ্চ দেহের প্রত্যেক পঞ্চভূতের পুষ্টিসাধন জন্য নহে?

সূক্ষ্মদর্শী ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষিগণ এই সকল কারণে হিন্দুদিগের মধ্যে পঞ্চধর্ম্ম, পঞ্চদেবতা এবং পঞ্চোপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ভ্রমান্ধ ব্যক্তিগণ বিদ্বেষ বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া উক্ত পঞ্চধর্ম্মকে পৃথক এবং ছোট বড় মনে করেন। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়!

এক হইতে যেমন পাঁচের উৎপত্তি হইয়াছে সেই রূপ মহাপ্রলয় কালে সেই পাঁচ আবার একের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক এক হইয়া যাইবে। যথা—

মহী সংলীয়তে তোয়ে তোয়ং সংলীয়তে রবৌ ॥

রবিঃ সংলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্নভসি লীয়তে ॥
পঞ্চতত্ত্বাৎ ভবেৎ সৃষ্টিস্তত্ত্বে তত্ত্বং বিলীয়তে।

ইতি ব্রহ্মজ্ঞান তন্ত্র, নির্ব্বাণ তন্ত্রে।

পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বোৎপত্তি দ্বারা সহজেই অনুমিত হয় যে সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ ভূত—এই ক্ষিতি; এবং সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ এবং আদি-ভূত—ব্যোম। সুতরাং দ্বিতীয় বায়ু, তৃতীয় সূর্য্য এবং চতুর্থ অপ। এক একটীর কতকাল পরে তৎপরবর্ত্তীটীর উৎপত্তি হইয়াছে তাহার কি কেহ ইয়ত্তা করিতে পারিয়াছেন?

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আকাশ তত্ত্বকে বিষ্ণু, বায়ুতত্ত্বকে শিব, তেজতত্ত্বকে সূর্য্য অপতত্ত্বকে শক্তি এবং ভূতত্ত্বকে গণেশ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। পঞ্চ তত্ত্বের ও পঞ্চধর্ম্মের ক্রমশোদ্ভব হইতে ইহা স্পষ্ট অনুমিত হয়। গণেশের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে উক্ত আছে যে, গৌরী বা শক্তিদেবীর গাত্রের ময়লা দ্বারা একটী পুত্তলিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহারই প্রাণদান দিয়া তাহাকে পুত্রবৎ পালন করিয়াছিলেন। অন্য পক্ষে অপতত্ত্ব হইতে সলিলের মলস্বরূপ পৃথ্বীতত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে। ইহা দ্বারা পঞ্চতত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞ পাঠক সহজেই এই মীমাংসায় উপনীত হইবেন।

এই বিনায়ক ক্ষেত্র লইয়া উড়িষ্যায় পাঁচটী ধর্ম্মক্ষেত্র আছে। উক্ত পঞ্চ ক্ষেত্রের বিষয় এই গ্রন্থে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল। অতএব পাঠকগণ এই লম্বোদর হেরম্বরাজকে দর্শন করিতে ভুলিবেন বা অবহেলা করিবেন না।

হিন্দুদিগের বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, শাক্ত এবং গাণপত্য পাঁচটী সম্প্রদায় থাকিলেও জ্ঞানমার্গী ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ মূলে সেই এক ভগবান্ ভিন্ন আর কিছুই দেখেন নাই। শাস্ত্রে উক্ত আছে,—

"সৌরাশ্চ শৈবা গণেশা বৈষ্ণবাঃ শক্তি পূজকাঃ।

মামেব তে প্রপদ্যন্তে বর্ষান্তঃ সাগরং যথা ॥
একোহং পঞ্চধা যাতঃ ক্রীড়ার্থং নামভিঃ কিল ॥"

এরূপ শাস্ত্রীয় উপদেশ স্বত্বেও বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই অতিশয় দুঃখের বিষয়। প্রকৃত ধার্ম্মিক, প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির মনে কখনই বিদ্বেষ ভাব আসিতে পারে না। অজ্ঞ এবং অসার ব্যক্তিগণের মধ্যে উক্ত ভাব পরিলক্ষিত হয়।

আমরা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চোপাসকগণের মধ্যে পরস্পর বিরোধ এবং বিদ্বেষ ভাব দেখিলে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া থাকি। পরস্পরের ইষ্টদেবতার নাম ও রূপ পৃথক হইলেও মূলে সেই একই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ। ইহা সকলেরই জানা উচিত।

বিষয়াসক্ত সাংসারিক ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐরূপ বিরুদ্ধভাব কতকটা সম্ভবপর হইতে পারে, কারণ তাহারা মায়া মোহজালে নিয়ত জড়িত থাকে। কিন্তু সংস্যার ত্যাগী সাধু সন্ন্যাসীগণের মধ্যে নিজের প্রাধান্য স্থাপন জন্য পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ বা বিদ্বেষ ভাব থাকা অতিশয় গর্হিত কার্য্য ও সর্ব্বতোভাবে নিন্দার্হ। তাঁহাদের মধ্যে ঐরূপ ভাব বর্ত্তমান থাকিলে সংসারী ব্যক্তি কোথায় দাঁড়াইবে? কোথায় আশ্রয় পাইবে?

অতপর আমরা পঞ্চদেবতাকে "একমেবাদ্বিতীয়ং জ্যোতিঃস্বরূপং" মনে করিয়া পঞ্চাঙ্গে প্রণতি পূর্ব্বক "উৎকলের পঞ্চতীর্থ" সমাপ্ত করিলাম।

পরিশিষ্ট।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উড়িষ্যার রাজবংশ।

কলিযুগের প্রারম্ভ হইতে উড়িষ্যার রাজবংশের বিবরণ কতক পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহার বহু পূর্ব্বে রামায়ণের সময়ে অর্থাৎ ত্রেতাযুগেও উড়িষ্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন রাজবংশের উল্লেখ দেখা যায় না। দ্বাপরের শেষভাগে এবং কলির প্রারম্ভে পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ হয়। এক্ষণে ৫০০৬ কল্যব্দ চলিতেছে। সুতরাং সে পাঁচ হাজারের অধিক বৎসরের কথা। পুরী মন্দিরে যে তালপত্রে লিখিত পুরাতন পুঁথি আছে, তাহাতে পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ সময় হইতে ধারাবাহিক ক্রমে একশত সাত জন উড়িষ্যা রাজের বিবরণ লিখিত আছে। তৎপূর্ব্ব ঘটনা ও বিবরণ কালের তমিস্রাচ্ছন্ন কূপে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমরা স্থূলভাবে আলোচনা দ্বারা দেখিতে পাই যে নিম্নোক্ত রাজবংশ পর পর উৎকলের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন।

		আরম্ভ		শেষ
১।	আদিম হিন্দু রাজত্ব।	১ কল্যব্দ	হইতে	২৭৮২ কল্যব্দ
২।	বৌদ্ধ রাজত্ব	২৭৮৩ কঃ	,,	৩৫৭৩ কঃ
৩।	কেশরী রাজ বংশ।	৩৫৭৪ কঃ	,,	৪২৩০ কঃ
৪।	গঙ্গাবংশ।	৪২৩১ কঃ	,,	৪৬৩৩ কঃ
৫।	রজপুত বংশ	৪৬৩৪ কঃ	,,	৪৬৫৭ কঃ
৬।	পাঠান বংশ।	৪৬৫৮ কঃ	,,	৪৭১০ কঃ
৭।	মোগল বংশ।	৪৭১১ কঃ	,,	৪৮৫০ কঃ
৮।	মারহাট্টা বংশ।	৪৮৫১ কঃ	,,	৪৯০৩ কঃ
৯।	ইংরাজ রাজত্ব।	৪৯০৪ কঃ		

কোন্ কোন্ রাজবংশ কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার পরিমাণ। (৩১০১ কল্যব্দ=১ খৃষ্টাব্দ।)

			বর্ষ পরিমাণ	
১।	আদিম হিন্দু রাজার রাজত্ব কাল		২৭৮২	বৎসর
২।	বৌদ্ধ রাজত্ব কাল ও (যবন রক্তবাহুর বংশ)		৭৯২	,,
৩।	কেশরী বংশের	,,	৬৫৭	,,
৪।	গঙ্গাবংশের	,,	৪০৩	,,
৫।	রজপুত বংশের	,,	২৪	,,
৬।	পাঠান ,,	,,	৫৩	,,
৭।	মোগল ,,	,,	১৪০	,,
৮।	মারহাট্টা ,,	,,	৫২	,,
৯।	ইংরাজ ,,	,,	১০৩	,,
			৫০০৬	

আদিম হিন্দু রাজাগণের মধ্যে রাজা মহেন্দ্রের নাম বিখ্যাত। তিনি ২২৮১ কল্যব্দে গোদাবরী বা গৌতমী নদীর তীরে রাজধানী স্থাপন করত স্বনামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন। রাজা মহেন্দ্র বরম তাহা হইতে "রাজ মাহেন্দ্রী" নাম হইয়াছে। তিনি কলিঙ্গ এবং উৎকলের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে মহাভারতোক্ত তিন রাজচক্রবর্ত্তী ১২৯৪ বৎসর রাজত্ব করেন। শঙ্কর দেব (১৮০৭—১৪০৭ খৃঃ পূঃ)। গৌতম দেব (১৪০৭—১০৩৭ খৃঃ পূঃ)। তৎপরে রাজা মহেন্দ্র দেব (৮২২ খৃঃ পূঃ)।

কেশরীবংশের শেষ রাজার নাম সুবর্ণ কেশরী। গঙ্গাবংশের শেষ রাজার নাম মুকুন্দ দেব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হাওড়া পুরী পথে দ্রষ্টব্য নদী সকল।

হাওড়া হইতে পুরী যাইবার পথে যে সকল প্রধান প্রধান নদী অতিক্রম করিতে হয় তাহার নাম।

১। দামোদর। ছোট নাগপুর হইতে উত্থিত হইয়াছে।

২। রূপনারায়ণ। সিলাবতী বা সিলাই নদী রামগড় নামক ভূধর হইতে সমুদ্ভূতা হইয়া ঘাটালের নিম্নে দ্বারকেশ্বর নদের সহিত মিলিত হইয়া রূপনারায়ণ নাম ধারণ পূর্ব্বক গেঁয়োখালি নামক স্থানে গঙ্গা সহ পুনরায় মিলিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। কোলাঘাট নামক স্থানে রূপনারায়ণের লৌহ সেতু বহু ব্যয়ে ও শিল্প কৌশলে নির্ম্মিত। বাষ্পীয় যানে গমনাগমনের সময় রূপনারায়ণের নৈশদৃশ্য অতি মনোহর।

৩। কংসাবতী বা কাঁসাই—ছোট নাগপুরস্থ পর্ব্বত হইতে সমুদ্ভূতা হইয়া মেদিনীপুরের নিম্নভাগ দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহারই তীরে কঙ্করময় গোপগিরির শিখরদেশে বিরাট রাজের দক্ষিণ গো-গৃহের ভগ্নস্তূপ অদ্যাপি বিরাজিত। খড়্গপুর ষ্টেশন ছাড়াইয়া কিঞ্চিৎ দূরে কংসাবতীর লৌহ সেতু পার হইতে হয়।

৪। সুবর্ণরেখা—লোহারডাগা প্রদেশে উৎপন্ন হইয়া মেদিনীপুর জেলা অতিক্রম করতঃ জলেশ্বরের প্রান্ত দিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীর দ্বারা উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়াছে।

৫। বুড়ীবলং বা বুড়াব্লং—ইহারই তীরে বালেশ্বর নগর অবস্থিত। বুড়ী বলং নদী আকারে খুলনা সহরের ভৈরব নদীর সদৃশ।